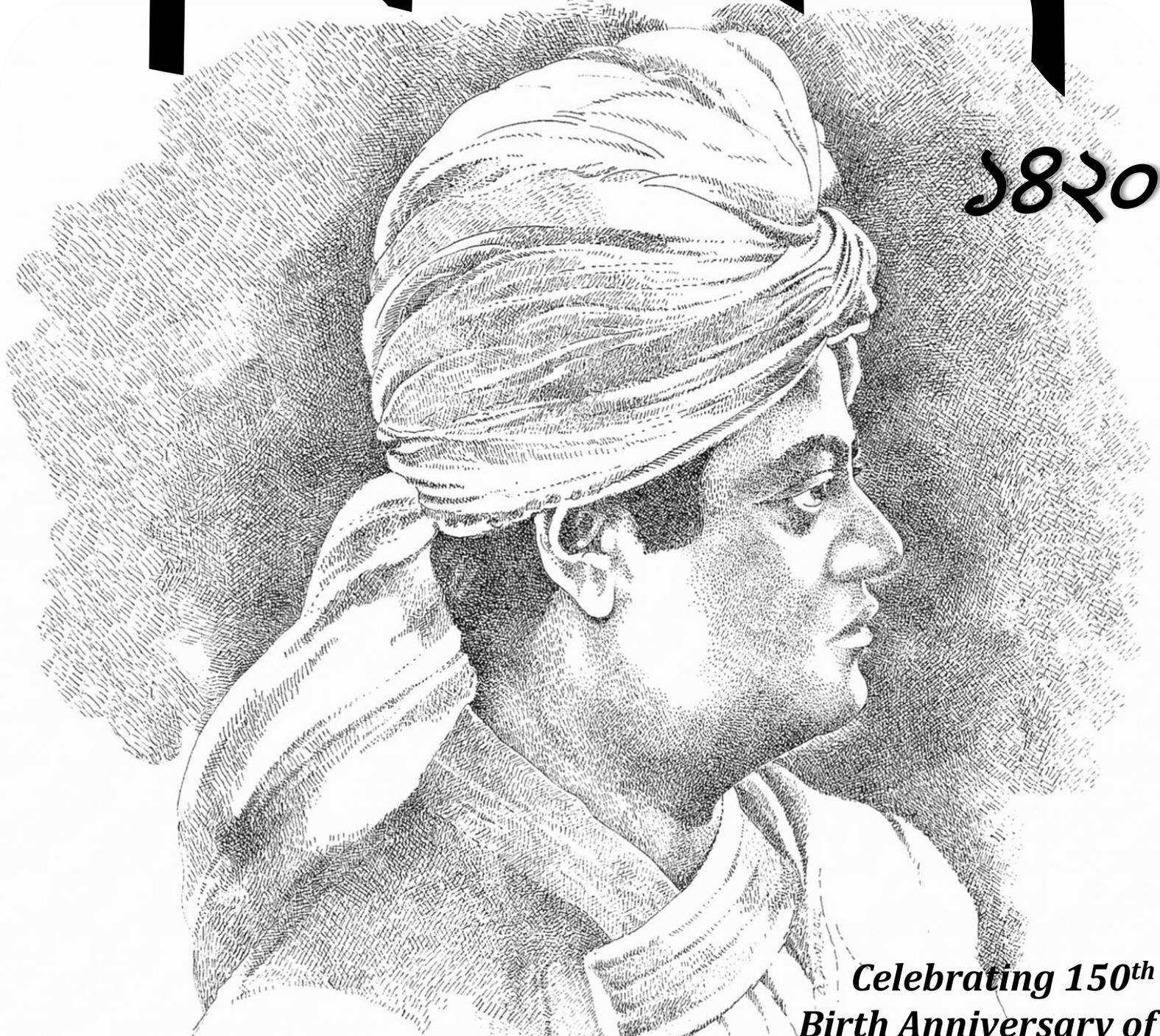


बिडवास

१८२०



*Celebrating 150th
Birth Anniversary of
Swami Vivekananda
(1863 - 1902)*

Bivas

2013

Bivas 2013

Annual magazine published by

Bengali Association of Greater Rochester (BAGR)

Editor: Soumyaroop Bhattacharya

Editorial Team: Malabika Chatterjee

Raka Ghosh

Bishwanath Ganguly

Uttara Bhattacharya

Mita De

Cover: Abani Kumar Dhar (Varanasi, India)

Acknowledgements: Siddhartha Bhattacharya

Krishnendu Sarkar

Sandip Sur

Pranab Raychoudhuri

Aritro Sen

বিভাস ১৪২০

বৃহৎ রচেস্টার বাঙালি সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাৎসরিক পত্রিকা

সম্পাদকঃ সৌম্যরূপ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকীয় মণ্ডলীঃ মালবিকা চ্যাটার্জী

রাকা ঘোষ

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরা ভট্টাচার্য্য

মিতা দে

প্রচ্ছদঃ আবনি কুমার ধর (বারাণসী, ভারত)

ধন্যবাদঃ সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য্য

কৃষ্ণেন্দু সরকার

সন্দীপ সুর

প্রণব রায়চৌধুরী

অরিত্র সেন

Contents



Children's Playhouse 117

Featuring

Zoya Alam

Grace Biswas

Ishan Chatterjee

Soham Choudhury

Annesha Dasgupta

Ayush Dasgupta

Life and Times of Swami Vivekananda 40

Swami Vivekananda in Thousand Islands 49

Trude Brown Fitelson

Swami Vivekananda in China 55

R. Balasubramaniam

Influence of Vedic Philosophy on Nikola Tesla's Understanding of Free Energy 57

Toby Grotz

Nationalism and Swami Vivekananda 68

R. Balasubramaniam

স্বামীজীর স্বদেশ-প্রেম ও ভারতে নবজাগরণ ৭০

সাগরিকা বিশ্বাস

বিবেকানন্দের বৈচিত্র্যময়শিক্ষা ৭৩

মালবিকা চ্যাটার্জী

Stamps commemorating Swami Vivekananda 76

Writings of Swami Vivekananda 77

Galleries

Headlines from the Motherland 38

101 and Not Done 97

English Alphabets 116

Contents

সম্পাদকীয়	৩	সুনীলদা	৮৩
Of The Past, The Present, and the Future	5	রাহুল রায়	
Shots of the Year Past	8	চোর	৮৬
Maa Anandamayee	16	সজ্জন মহারাজ	
Uttara Bhattacharya		বার্ধক্যের পরিহাস	৯৩
Of Trust Hope and Relationship	19	সুজিত কুমার ভট্টাচার্য	
Balaraman Rajan		বদলা	১০১
Education of the Young Generation of India	22	বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	
Syamal Lahiri		স্বার্থক জনম	১০৪
Are You from India	29	ইরা রায়চৌধুরী	
Soumyaroop Bhattacharya		প্রেম বিরহ ও শায়েরী	১০৭
Night Escape or Was it?	33	সোমা মুখোপাধ্যায়	
Balaraman Rajan		খুড়োর গল্পো	১০৯
Terrorism	36	আনিরুদ্ধ চক্রবর্তী	
Chandreyee Banerjee		ভ্যালেন্টাইন ও সরস্বতী	১১১
To Her Unconditional Love	37	রাহুল রায়	
Soham Banerjee		জয় তব বিচিত্র আনন্দ	১১২
In Memoriam: Remembering the Titans	78	সীমন্তিনী ঘোষ	

সম্পাদকীয়



Swami Vivekanand
(1863-1902)

“You cannot believe in God until you believe in yourself.”

“As different streams having different sources all mingle their waters in the sea, so different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to God.”

“Truth can be stated in a thousand different ways, yet each one can be true.”

- Swami Vivekananda

পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় আমরা বাঙালি। তার বাইরে গেলে প্রবাসী বাঙালি। নিজের বাড়ি থেকে সাত সমুদ্র ও তিন মহাদেশ দূরে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আমরা বাঙালি। দেশের বাইরে এসেও আমরা বাঙলার এই টান ছাড়তে পারি না। এই টানের প্রতীক আমাদের সারা বছর ধরে পালিত নানান উৎসব, নানান আয়োজন। রচেস্টারের বাঙালিদের এই টানটি বাঁচিয়ে রেখেছে এখানকার বাঙালি সমিতি। আর এই বাঙালি সমিতির একটি বিশেষ অঙ্গ হ’ল আমাদের এই পত্রিকা ‘বিভাস’। আজ বেশ কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে এই পত্রিকাটি। সময় বদলেছে, technology উন্নত হয়েছে। কয়েক বছর ধরে বিভাস প্রকাশিত হচ্ছে internet-এ digital format-এ। নামটাও একটু বদলেছে বৈকি। আজ আমরা এই পত্রিকাকে বলি e-Bivas. এই পরিবর্তন যে হঠাৎ হয়েছে, তা নয়। সত্যি বলতে কি- এই পরিবর্তন হ’ল এই যুগের চাহিদা! আজ আমাদের পড়া, লেখা সবই তো ipad, iphone, Kindle, Nook, tablets জাতীয় উপকরণের মাধ্যমে। বেশ কয়েক বছর ধরে এইরকম একটি হাওয়া বয়ে চলেছে। এই যুগে যদি আমরা সময়ের সঙ্গে না চলি, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব হারাতে হবে। এ শুধু আমরাই নয় বেশ কিছু বড় পত্রিকাও বুঝেছে। এই বছরের শুরু থেকে Newsweek সাপ্তাহিক পত্রিকাও digital only হয়ে গেছে। আরও অনেক প্রকাশকদের নিজেদের website-এ bonus material প্রকাশিত হয়। এই বছরেও আমরা সেই প্রবাহেই বয়ে চলেছি।

আজ আরম্ভ হ’ল ১৪২০ সাল। নতুন বছরের অভিনন্দনসহ আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম একটি নতুন বিভাস। এই পত্রিকাটি আমরা উৎসর্গ করছি স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এই বছর স্বামীজীর ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী। স্বামীজী পশ্চিমে এসে হিন্দু ধর্মের মর্ম বুঝিয়ে গিয়েছিলেন সেই ১২০ বছর আগে। তাঁর “Brothers and Sisters of America” সন্মোচন সেই সময় জনসাধারণকে স্তম্ভ করে দিয়েছিল। আজ পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজীর শিক্ষা ও দর্শন নিয়ে চর্চা চলছে। এই বিভাসে আছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আর আছে কয়েকজনের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও তাঁর শিক্ষা এবং দর্শনের ব্যাখ্যার ওপর প্রবন্ধ। আশাকরি এই পত্রিকাটির মাধ্যমে এই শতাব্দীর ছেলে-মেয়েদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের একটি পরিচয় রাখতে পারব।

গত বছর আমরা হারিয়েছি বেশ কিছু দুর্লভ দেশের গৌরব, বাঙলার গৌরব। In memoriam আমরা শ্রদ্ধা জানাই সে মনীষীদের। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ একটি লেখা রইল তাঁর এক আপনজনের অভিজ্ঞতায়।

**Executive Committee
2012-2013**

Bishwanath Ganguly
President
Email: president@bagrusa.org

Raka Ghosh
Secretary
Email: secretary@bagrusa.org

Krishnendu Sarkar
Treasurer
Email: treasurer@bagrusa.org

Mita De
Member

Soumya Mitra
Member

Aritro Sen
Member

Uttara Bhattacharya
Member

Avijit Dasgupta
President-Elect 2013-14

Durga Puja Committee 2012

Soumyaroop Bhattacharya
Chairman

Asit De
Secretary

Krishnendu Sarkar
Treasurer

Bishwanath Ganguly
Chairman-Elect 2012

Arun Chowdry
Past Chair

গত বছর আমরা হারিয়েছি বেশ কিছু দুর্লভ মুক্কা, দেশের গৌরব, বাঙলার গৌরব।
In memoriam আমরা শ্রদ্ধা জানাই সে মনীষীদের। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন
লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ একটি লেখা রইল তাঁর এক
আপনজনের অভিজ্ঞতায়।

ছোট ও বড় রচেষ্টারবাসীদের কথা না বললে কি চলে! একেবারেই নয়! ছোটদের
খেলাঘর ফিরে এসেছে তাদের নিজেদের আঁকা ও লেখা নিয়ে। তাদের অমলিন মনে যা
তারা দেখে তাই-ই আমাদের দেখায়। তাদের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। কৃতজ্ঞতা জানাই
তাদের বাবা-মা'দের যঁারা তাদের উৎসাহিত করেছে।

প্রতিবারের মতো এবারেও স্থানীয় জনগনের মাত্র কয়েকটি লেখা আছে। বিভাসের
উদ্দেশ্য স্থানীয় জনগনের লুকিয়ে রাখা গুণগুলিকে খুঁজে বার করা। সত্যি বলতে কি,
ইদানীং বিভাসে স্থানীয়দের লেখার থেকে বাইরের লেখা বেশী আসছে এবং বেশ কিছু
reprint ছাপা হচ্ছে। এটা কিন্তু বিভাসের ভবিষ্যৎ মানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।
এভাবে পত্রিকা চালালে হয়ত এমন একদিন আসবে তখন কেবল reprint-ই নিতে
হবে। সেই দিনটি যেন না আশে তার যথাসম্ভব চেষ্টা করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা
আশাকরি এইটিই শেষ বিভাস নয়।

আপনাদের কাছে বিভাস এনে দিতে পারার জন্য সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে অশেষ
ধন্যবাদ সকল লেখক, লেখিকা ও চিত্রশিল্পীদের। আশাকরি আমাদের এই পত্রিকাটি
পাঠকবৃন্দের ভাল লাগবে।

শুভ নববর্ষ!

সৌম্যরূপ ভট্টাচার্য্য

“Put it before them briefly so they will read it, clearly so they will appreciate it, picturesquely
so they will remember it and, above all, accurately so they will be guided by its light.”

- Joseph Pulitzer

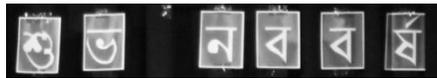
*Disclaimer: Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) accepts no liability for the contents of
articles in this magazine. Any views or opinions presented in the articles are solely those of the authors,
and do not necessarily represent those of the BAGR.*

Of the Past, the Present, and the Future

Dear BAGR Members,

The members of current Executive Committee are extremely honored to have been elected and accept the responsibilities that members have entitled us to. We would like to thank the members of the past committees for their efforts in running the association over the past years and organizing all the events successfully. BAGR was formed by families with the hopes of celebrating and preserving the Bengali and Indian culture that they had left behind in a home over eight thousand miles away. Over the years, BAGR has flourished as an organization and each year BAGR hosts events, which are aimed to promote Bengali cultural and religious awareness within our community. We have inherited this great tradition from our seniors and we intend to pass it on to incoming generations. BAGR's continued growth has allowed us to become ambitious in our ability to serve a larger community. Here we present a report of our activities over the last year.

Nabo Barsho 2012



On April 15th 2012, Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) celebrated Poila Boisakh (Bengali New Year) at India Community Center (ICC) in Penfield, NY. Proceedings began with the cultural program. The fun-filled program started with a dance presentation by the young artists of the community. Audiences were further enthralled by a set of wonderful children's dance recital choreographed and directed by Raka Ghosh.

The cultural program was followed by Annual General Body Meeting. The meeting began with a Vote of Thanks by outgoing President Subhashish Mukherjee (read on his behalf by Siddhartha Bhattacharya). This was followed by presentation of Financial Report by outgoing treasurer, Peter Paul. The outgoing secretary, Siddhartha Bhattacharya gave a report of last year's activities. This was followed by a general body discussion and election for the next committee. Executive Committee presented a proposal to increase annual BAGR membership for every category. The proposal was accepted unanimously. The annual membership fees for 2012-13 are now as follows: Family is \$150/yr; Student Family is \$50/yr; Single is \$75/yr; Student Single is \$30/yr. To top off the evening festivities was the excellent food fare that was prepared by members of the community.

Due to job-related move our elected President Jagannath Ghosh had to relocate to New Jersey. Mr. Bishwanath Ganguly was elected the President by the Executive Committee.

Summer Picnic 2012

The BAGR summer picnic was held at Webster Park in Webster on July 21st. It started out as a sunny day, and remained so throughout. Thanks to the nice and sunny weather, we had big turnout of community members, both old and new. In addition to the picnic fare of burgers, chicken roast and corn, we also enjoyed jhaal muri, desserts and mangoes as well. Among the various drinks being served was fresh lemonade prepared by Bishwanath Ganguly. The fanfare was followed by

sports activities and children's games. It all culminated with hot cup of evening tea made on spot by Asit De and enjoyed by all the attendees.

Durga Puja 2012



It was around this time that the community started planning for Durga Puja, and in order to organize and coordinate the various activities, a BAGR Puja Committee was formed. The committee had its first meeting on July 22, 2012, and has been holding regular meetings since then.

Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) celebrated its annual Durga Puja in 2012. Our celebrations started with our very own version of puja mandap set up on Wednesday October 24, Thursday October 25, and Friday October 26 at India Community Center (ICC) of Rochester by the community members to get us in the mood of puja. On Saturday October 27, we started our festivities in the morning with prayer offerings to Maa Durga, and follow it up with Pushpanjali (floral offerings) and Bhog Prasad. This year puja was performed by Shri Partho Pratim Chattopadhyay from Toronto.

Durga Puja at home is not only about Puja, but has associated cultural events as *Jatra* (Play), *Nritya-Natya* (Dance Drama). Keeping in mind the spirit of celebrations, we will had cultural functions celebrating the occasion as well as the culture of Bengal and India. Our cultural presentations for Saturday October 27 will began with a dance program '*Durga Vandana*' (Durga Prayer; directed by Raka Ghosh) and would be followed up by Dhunuchi Naach on the beats of Dhaak, which is a trademark of any Durga Puja celebration.

Following it up was a Dance Drama *Samanyo Khoti* (based on a poem of Rabindranath Tagore and directed by Sarmistha Chowdry) that regaled the audiences. The cast of the dance drama primarily comprised of local talent from Rochester.

Our cultural evening culminated with a foot-tapping musical performance by Bangla band Panch Foron.

On Sunday October 28 our day began early and included Pushpanjali (floral offerings) and Bhog Prasad, and culminated with Bisharjan (symbolic immersion) of Maa Durga.

Sunday evening we celebrated Lakshmi Puja, which was followed by another night of cultural programs. The evening started with songs by Asavari Maggirwar of Rochester, followed by a musical performance by well-known music director from Assam, Mr. Sunil Deb.

Bijoya 2012

On the evening of Saturday December 1, Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) celebrated its annual Bijoya celebrations which comprised of equally enthralling programs. It all started with an enchanting songs in Bengali presented by Mrs Esha Sen. This was followed by another wonderful musical performance by Nilakshi Mukherjee and a Dance Program directed by Raka Ghosh, performed by all community kids. Finally it was the delicious dinner that really put the cherry on the icing.

Saraswati Puja 2013



Bengali association of Greater Rochester (BAGR) celebrated its Saraswati Puja on Saturday, February 16th at the India Community Center (ICC). We thank Mr Bishwanath Ganguly for performing the puja. Puja was followed by Pushpanjali (flower offerings) and Hate-Khori (writing initiation). Prasad and Bhog were served to community members attending the event. After a short break, the fun filled activities resumed with a 'Talent Show'. First up were junior members (kids) of the community. Performances from the budding artists were a treat to watch. These were nicely complemented by the impromptu performances of senior (adult) community members. Special thanks are in store for our talent show participants (both juniors & seniors) and their families for providing us with wholesome entertainment in the evening. The celebrations culminated with a delicious dinner. Special thanks to all the members who prepared food items at their home, and to those who participated in cooking at the ICC.

It has been a pleasure serving the community, and organizing the annual events. As part of the Executive Committee, we have tried our best to make these events memorable and enjoyable and we hope you have had an enjoyable time as well. Looking forward to your continued support as we launch into the new year and new plans. We wish the incoming committee our very best.

Thank You

Sincerely,
Executive Committee, BAGR

TEAM = Together Everyone Achieves More!

"Teamwork is the ability to work together toward a common vision, and the ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results."

- *Andrew Carnegie*

A Journey Down the Memory Lane.....

আজও মনে পড়ে

Nabo Barsho on April 15, 2012



A Journey Down the Memory Lane.....

আজও মনে পড়ে

Summer Picnic July 21, 2012



Durga Puja October 27 - 28, 2012



Durga Puja October 27 - 28, 2012



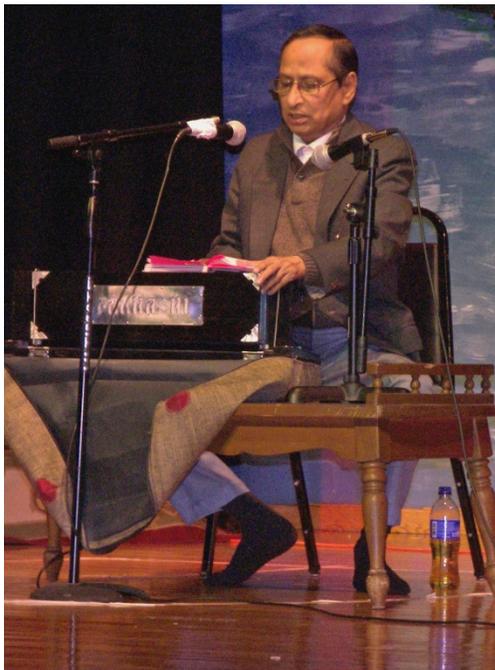
Durga Puja October 8 - 9, 2011



Durga Puja October 27 - 28, 2012



Lakshmi Puja October 28, 2012



Bijoya December 1, 2012



Saraswati Puja February 16, 2013



Maa Anandamayee

Uttara Bhattacharya

When once asked, "Why are you in this world?" Maa replied, "In this world? I am not anywhere. I am reposing within myself."



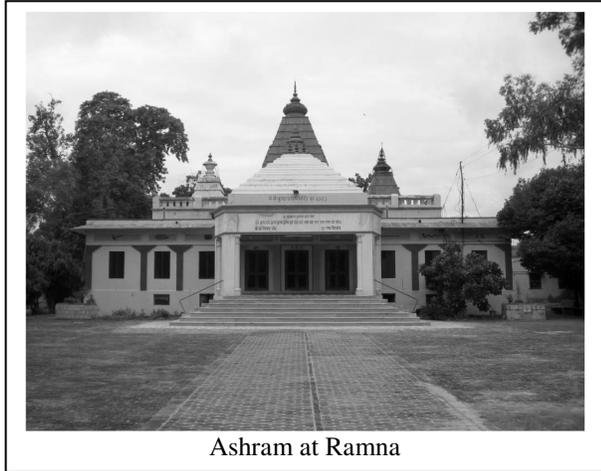
Maa Anandamayee
1896-1982

Maa Anandamayee was Born on 30th April 1896 in Kheora (now Bangladesh), her mother Mokshada Shundori Devi, aptly named her Nirmola Shundori (the pure and beautiful one). She had a remarkable ability to remember events that occurred to her when she was very young. Even though her parents realized that she was special but her unconventional ways of devotion and expressions would sometimes scare them from time to time. Eventually however they were convinced of her spiritual powers after witnessing many of her miracles.

Nirmala was married to Sri Ramani Mohan Chakravorty of Vikrampur, Dhaka at the age of 13. Ramani Mohan was later known by the name of "Bholanath Baba". She was a devoted but atypical housewife. Her husband, a spiritually inclined soul himself, would acknowledge the unconventional spirituality of his wife. During the early days of their marriage, she went through a period which she later referred to as "the play of spiritual practice." It was not that she was actually doing anything specific to achieve a desired end; it was rather a witnessing of a spontaneous spiritual enfoldments. Maa possessed tremendous spiritual power, that she could read people's mind from a distance and could cure the sick too. While sometimes speaking of her spiritual evolution, she also maintained that her spiritual identity had not changed since early childhood. She claimed that all the outer changes in her life were for the benefit of her disciples. Maa encouraged her disciples to serve the mankind without the expectation of any return.

In India there is a ritual of taking "Deeksha" when one decides to set-off the divine way of spirituality which means enter a particular religious belief under the guidance of a Guru (spiritual advisor). The Initiation process involves the transfer of the spiritual Mahamantra (Divine words) from Guru to Shishya (disciple). Maa Anandamayee, however, was not initiated by any Guru. On a full moon night in August of 1922, at midnight, twenty-six-year old Nirmala conducted her own spiritual initiation. All her spiritual knowledge and enlightenment was self acquired. Maa Anandamayee was also influenced by environmental changes as it is said that once while passing by a Muslim tomb she immediately began to chant portions of the Holy Quran. Maa was a counselor, Guru in the spiritual dominion, healer and an affectionate mother, all at the same time.

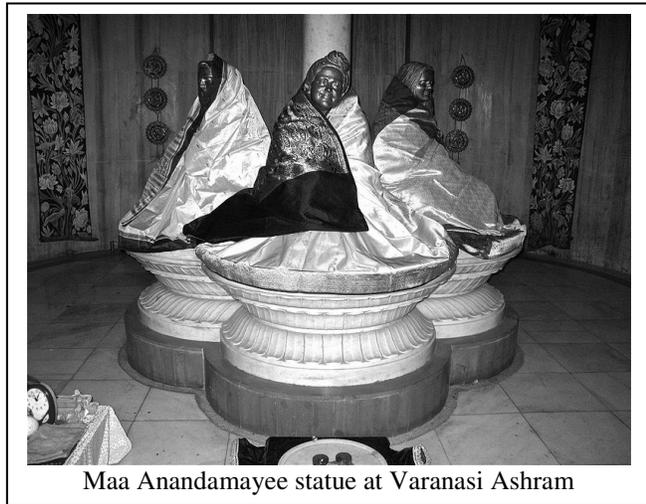
Anyone who visited Maa for a cure to his/her sufferings or ailments, Maa would undertake their sufferings upon herself. However Maa Anandamayee's message to her disciples was never to fear failure or sufferings, rather they must be accepted as the divine will of God. Maa Anandamayee undertook numerous spiritual sojourns across the Indian sub-continent, stopping in *Aashrams* to participate in *Satsangs* and deliver religious discourses. She had disciples from every walk of life irrespective of caste, creed or status.



Ashram at Ramna

In the year 1924 Jyotish C Roy, a senior officer of Provincial Bengal Government, gave-up his highly lucrative administrative position to be her disciple. Maa named him "*Bhaiji*" (respected brother) and he used to call Maa by the name "*Anandamayee*" (One who is filled with happiness). He was chiefly responsible for the first ashram built for Anandamayee Maa in 1929 at Ramna, within the precinct of the Ramna Kali Mandir.

In the year 1932, Maa Anandamayee and Bholanath Baba moved to the foothills of Himalayas in Dehradun and established an Ashram there. Subsequently another center was established at Kashi (now Varanasi) which later on became the headquarters of "*Shree Shree Anandamayee Ashram*". A number of small centers were eventually established throughout India. Some of the Ashrams also had hospitals, schools, orphanages, charitable dispensaries etc. Maa, out of



Maa Anandamayee statue at Varanasi Ashram

sheer compassion, spent her time constantly traveling from one place to another. Using the Sanskrit word "*Kheyal*" she expressed her sudden desire to go or be at a certain place. "*Kheyal*" can be translated as "the natural demonstration of divine will."

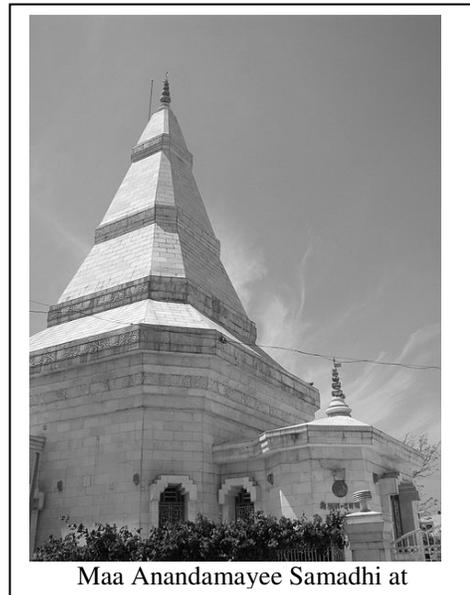


Sri Sri Satya Gopal Ashram, Allahabad

Even though I did not get a chance to see Maa, I have heard about her pastimes from my Deeksha Guru, who herself was a disciple of Maa Anandamayee. Whenever Maa Anandamayee visited my hometown of Allahabad, she would stay at Sri Sri Satya Gopal Ashram. Till now, Maa's birth anniversary is celebrated with great fanfare over

there. First Thursday of each month devotees gather for a Satsang to honor Maa Anandamayee and pay their tributes.

Maa Anandamayee left for her heavenly abode on the 27th of August 1982 in Dehradun, and subsequently on 29 August 1982 was given *Samadhi* in the courtyard of her Kankhal ashram, situated near Haridwar. Maa had previously visited the ashram of Swami Akhandananda Giri in Kankhal on several occasions and was very fond of the place. After the passing of Ma Anandamayee, her followers built a Memorial and a Spiritual Study Center in her Samadhi in Kankhal with an aim to spread the knowledge of Vedic literature and the spirituality. Surrounded by the natural beauty of the region, the ashram of Maa Anandmayee is called "Ananda Jyoti Peeth" and it provides the devotees a chance to relax and forget the stress and strains of daily life.



Maa Anandamayee Samadhi at

Shree Shree Anandamayee Charitable Society in Kolkata regularly publishes her teaching in the periodical Anandavarta Quarterly. The Shree Shree Anandamayee Sangha in Haridwar organizes the annual Sanjyam Shaptaho (Mahavrata) congregation to devote a week to collective meditation, ruminations, religious discourse and devotional music. Devotees maintain uninterrupted *Saadhana* and *Satsang* for a whole week. This practice is open to all human races irrespective of caste, creed or color.

"As you love your own body, so regard everyone as equal to your own body. When the Supreme Experience supervenes, everyone's service is revealed as one's own service. Call it a bird, an insect, an animal or a man, call it by any name you please, one serves one's own Self in every one of them."

– Maa Anandamayee

Of Trust, Hope and Our Relationships

Balaraman Rajan

We have somehow managed to make happiness an exogenous factor. It is no longer derived within us. The Source now seems to be external.

We definitely seem to live in some tumultuous times. Almost every relationship is questioned. And we question, at the drop of a hat. We show artificial emotions, hide our real emotions and along with it a bit of ourselves. We only reveal a glimpse of ours and engage others in a guessing game while we play the same game with others. And when our guesses turn out to be wrong, we are disappointed, heartbroken and sometimes even enraged. Our beliefs (which are guesses in the first place) based on loose principles, becomes murkier at the slightest disturbance. We are tired of proving ourselves, but never tired of asking questions and casting doubts. And these questions are loaded with bias. We ask questions not to clarify but because we are hurt and our trust has been shaken. We have lost the ability to trust and judge and with it has gone the ability to conduct ourselves as who we actually are. Because of the fear of getting cheated by others, we take solace in misguiding others by our actions, by cheating others. So, we ended up with this. We tend to live a life that is good in others' eyes and it doesn't seem to matter how it actually is to us. We need mother's day and father's day to show (or prove) that we actually care about our parents. We seem to need pictures of 'glorious' times, not for us to cherish our memories, but rather proof to the outside world that we are happy and enjoying. Now, don't get me wrong here. I am not questioning the process of uploading pics (such as in facebook), nor do I have the right to question what others opt to do. But rather, I am sympathizing with our need for a positive reinforcement from others. In other words, we tend to be happy only after we are sure that others seeing us / 'following' us believe that we are happy. We have somehow managed to make happiness an exogenous factor. It is no longer derived within us. The source now seems to be external. We need an approval to be happy!

The other major development in this world has been the focus on relationships. If you bag the important relationships we care about in this world, only a few in the bag are related by blood. A majority of them are friends. We seem to have moved away from our 'other' blood relations both physically and emotionally. To evaluate this, think of the time you spend with/for others (that is excluding self) in a month. A significant portion will be for your immediate family members (spouse and/or parents and/or children and/or siblings). These are the few in your bag of important relationships that are related by blood. Now out of the remaining portion another significant portion will be your friends. The last and the smallest pie is reserved for your 'other' blood relations.

I don't think anything is wrong with this kind of composition of our bag which has changed over years. It is just that the consequences are a little different than what it was years ago. The bond between you and your mother is intrinsically different from the bond between you and your best friend. While the former is like a covalent bond based out of sharing and internal in nature, the latter is like an ionic bond based out of transfer and extrinsic in nature. If the bond is strong enough, there is always a chance that it will mend itself to disturbances which come in the form of doubts, misgivings and mistrust. But most of our relationship bonds (be it blood or otherwise) seem to be too weak and are shattered by the simplest of agitation. Even as simple as a physical move-out reduces someone who was your best friend in that place to just a friend and pretty soon s/he disappears into oblivion. The transition is faster when it comes to other 'agitations'. Even in this advanced communication world, it is hard to find strong relationships and a majority seems to be artificial. We end up owning a bag of relationships that is heavy in number but meek in strength. What has happened? Why is the trust and hope so thin? Whose fault is it?

[A side note: English is a very funny language. There is not much difference between trust and hope when looked superficially. Both involve beliefs. 'A rose by any other name smells as sweet'. So rather than trying to find out what the words mean, let me interpret the words as I wish. Like a mathematician, you can flip the terms or call it what you want.]

While both trust and hope have an element of expectation in them, the timing of the expectation is, I believe, a little different. In hope, the expectation is in the future and somehow discards the present or gives less weight to the present. We hope that the weather will be alright in the next few days (even though it is worse now). We hope that the fight that we had with our mother today will not become a major issue and things will be alright tomorrow. We hope that our best friend will understand our actions and come back to greet us soon. And so on. Things might not be always alright today. But, we hope that it will be, in the (near) future. And for this hope to exist, the foundation for the relationship, at least, should not be weak. For if it is, we do not carry any hope.

In contrast, when we trust, the expectation is for now and ever, until it is shattered. We all trust that this world has something in store for us. A child trusts its mother on the food it gets. When we share our worst nightmares and fears with a close friend, we trust that s/he will understand us. We trust God that our present sorrow will soon disappear and good things await just around the corner. It may take years for us to develop this trust or a matter of minutes.

Our relationships can survive only when both hope and trust are present. It becomes precarious when trust goes missing and evaporates when hope too fades. Our relationships are best tested and remembered when we are in a distress (A snippet from ThirukkuRal - "KEttinum undOr uRudhi kilainjarai neetti aLappadhOr kOL". There is a surety in calamity as it can act as a scale to measure friends). We don't call on our 'relations' if we don't trust that they can help. And we

feel dejected, if we had hoped for their help and they fail to reciprocate. We think we deserve their help and attention, so much so that we take it for granted and then we are unable to digest the disappointment. And we give up on them easily.

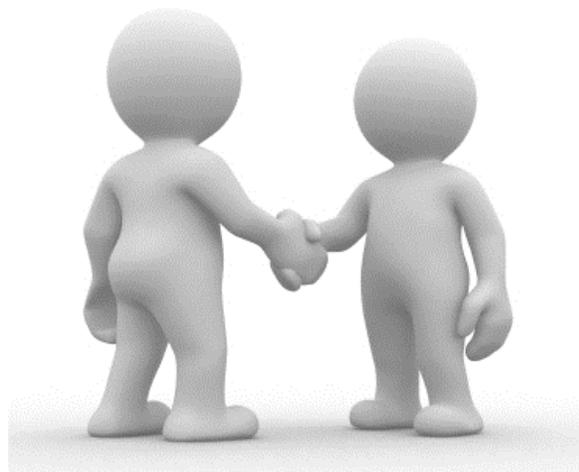
I think we need to reverse the way we develop relationships. We need to ask questions first and then believe, not the other way around. Seek information before you develop trust. Let the trust be well earned. That way, doubts will not easily break it and even when the darkest clouds pass, there would be hope left. Doubts and relationships can never coexist. And doubts are sown and developed by us - both ways.

Spend time for others. May you even live a life for others. But try not to do something just because others would acknowledge and appreciate it. Let the true happiness arise within you and fill your lives.

In Plato's words "The man who makes everything that leads to happiness depends upon himself, and not upon other men, has adopted the very best plan for living happily." How true! But we don't need to have the best plans. Better plans will do. Feed on others' happiness. Just don't depend on others' approval. All the Best!

PS: The article was written over many days and took several shapes touching upon diverse thought processes going through my disturbed mind.. Maybe, I will write a prequel / sequel when the time comes.

The author is a PhD Student at the University of Rochester NY.



Education of the Young Generation of India

Syamal Lahiri

Education of children is a multi-dimensional subject, requiring the involvement of policy makers, educators, teachers, parents and students of the country. As a consequence, an integrated approach is needed for the development of an appropriate method of education for the country. Many have addressed this issue in India recently as well as in the past. But the debate still continues. Is the education we are imparting to our youngsters the right kind of education? If so, why has corruption at all levels of society increased many times since Independence? Most of the Indians probably experienced incidents of corruption in which bribe or kickback was demanded by people in public services or judiciary staff for any service rendered by them without harassment or trouble. The present situation is so vitiated that many of these people do not feel even any shame or compunction in asking for bribe, as they think that they can do that with impunity under the prevailing circumstances. Under this condition, what is the likelihood that their children, who are exposed to such examples and practices from a tender age, will grow up to be illustrious citizens of the country even if they are educated through India's present school system? While there might be several reasons for this increase in corrupt practices, it seems clear that our present education system, which does not incorporate the best aspects of India's traditional value system, is an important factor for the erosion of people's values. The nation's current emphasis on glorifying material possession, fun, enjoyment, wealth generation and powerful position has created a visible class of self-centered population, who are wealthy and powerful, talented and bright, but somewhat lacking in ethical, moral and spiritual qualities - the traits that comprised the central theme behind India's past glory and greatness. This article elucidates these issues further.

I start with two quotations on education in general: **“Education is the manifestation of perfection already in man”** by *Swami Vivekananda*; and **“The aim of education is not to prepare a man to succeed in life and society, but to increase his perfectibility to its utmost”** by *The Mother of Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry*. Both express basically the same thought that is also similar to the idea propounded by other wise and visionary people. The objective of this article is to share with the readers some of my views regarding how far or close we are in our country in achieving the above-quoted goals, what the challenges we face, and some indications of what we should do. The focus here will only be on the education of the very young group of students.

India's 0-14 yr old population was about 31% of the total in 2009 (Source: Wikipedia), which is about 400 million or 40 crore. This is a huge number that is more than the total population of the USA or Europe. India's future leaders will come from this group in the not-too-a-distant future, and hopefully they will take India to a leadership position among nations in every field of development. The education of this group and the mental framework we help them develop through our education system will be the key factors for achieving this goal.

At one time in the long past India was indeed the envy of the world in the fields of science, astronomy, mathematics, medicine and surgery, philosophy etc. The combined knowledge, and also the news about the country's wealth, spread beyond its border and attracted many scholars (and also invaders) from other countries, particularly in the last three thousand years. Something must have been done right in the old days that made India so great and produced so many knowledgeable, learned and enlightened people. The life stories, knowledge, visions and teachings of these people reverberated in the world not only in the past, but also in recent times. Their teachings and visions have attracted, and still continue to attract, respectful admiration from the world's many well-known scholars, scientists and philosophers.

Character-Building

One of the major objectives of ancient India's formal education, although mostly limited to groups of people whose natural propensity was to search for knowledge, was aimed towards character building. This is certainly a very important and fundamental objective of education as was emphasized by visionaries like *Swami Vivekananda*. However, in today's competitive and interconnected world, the education system must also prepare the students to excel in various other fields, such as science and technology, economics, business management, social science etc. India's education system should aim to combine both aspects together. The challenge is how we integrate these two objectives in our education system. As *Swami Vivekananda* pointed out, the challenge should be addressed by "assimilation" of the best ideas of the world into our system, but not blind imitation.

If the West is ahead of us in some of these newer fields of importance, we should not hesitate to learn from their acquired knowledge and experiences. For example, we can learn about their education system, their approach to science & technology, development of innovative capabilities, nurturing of talents, team work etc. But we must evaluate the information first; then assimilate or integrate them selectively, into our education system and culture in order to make ours stronger, better and time-appropriate.

It is not that Western education, as in the USA where school education is compulsory and free in public schools, is perfect. It is not. Many of their high school graduates are quite poor in math, science, and general knowledge. However, their education system certainly provides help and opportunities to many of their bright students to excel in learning, particularly in such key areas as independent thinking, innovation, communication, hands-on work, problem solving, team work etc.

Now let us see how we can categorize the present education system in India. In my opinion, it is basically career-centric, which is not really aimed to foster creativity, values or develop character. Instead, it is driven by the goal to prepare the youngsters to make MONEY. Gone are the days of '*Shiksha Koulinya*' that is now being replaced with '*Kanchan Koulinya*' among our educated

people. The media is an active participant in promoting this process, as it brings them more money due to the increase in number of readers or viewers and commercial advertisements.

As a result, our role models and most inspiring personalities from the nineteenth and first half of the twentieth century, *Swami Vivekananda, Sri Sarada Ma, Sri Aurobindo and The Mother, Subhas Bose, Mahatma Gandhi, Ishwar Chandra Vidyasagar, Chittaranjan Das, Prafulla Chandra Roy, Ashutosh Mukherjee, Surya Sen, Jatindranath Mukherjee, Bhagat Singh, B.G. Tilak, Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chatterjee*, and many such people, both men and women from all over India, are being replaced by different types of personalities. The newer role models include people such as cinema/TV actors and actresses, wealthy businessmen and business women. I am not degrading these newer role models; a number of them also make fine contributions to the society. But should those be the only role models for young minds in India?

A large percentage of today's young population has not read or extensively heard stories of our epics, *Ramayana and Mahabharata*, which helped us in our childhood, not only to develop our faculty of imagination but also find role models to build up our character and views. Similarly, a large number of today's young adults have never tried to read or understand *Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, or Sri Ramakrishna Kathamrita* or heard the names or teachings or stories about Maitreyi, Gargi, Savitri, Kapilmuni, Kanad, Yajnavalkya and innumerable such enlightened people, who graced this land through their presence in ancient time. I wonder how many recently educated Indians can tell us correctly the life history and key teachings of *Sri Chaitanyadeva, Sri Ramakrishna Paramhansadeva, Sri Shankaracharya, Goutam Buddha and other such god-persons*, whose life stories and teachings express the essence of India's unique contribution to the world and humanity. In addition, how many of the recent college or university graduates know about the contributions of India's past scholars, science and medical professionals, such as *Aryabhatta, Sushruta, Charak, Panini etc.* who made ground breaking contributions in various fields of knowledge? Unfortunately, today even educated Indians do not give them the recognition that these eminent people deserve. But it should not be that way. Pride in one's own history increases self-esteem, helps to develop the urge to search for the roots, develop characters, and mitigate the outside dazzling effect of other cultures.

Recently India's media people competed with the world for several days in giving extensive coverage about the demise of Michael Jackson, whereas they used only a few words in announcing the death of Ali Akbar Khan, one of the legendary musicians of India, who passed away around the same time. The character, Harry Potter, created by J.K. Rowling in her series of fantasy novels seems to make as big, if not bigger, splash here in India than perhaps even in the author's country of origin. However, it is sad that many Indians, do not even know or have an *in-depth* understanding of the rich literature and contributions of relatively recent Indian authors, such as Dilip Kumar Roy. No doubt that both Mr. Jackson and Ms. Rowling are highly talented artists and writer and should definitely be applauded for their contributions. But do the disproportionate hype and coverage speak highly of India's so-called 'intellectuals' or media at this juncture of history?

The question is why a large section of India's recently educated people or intellectuals seem to be oblivious about our heritage, but they appear to feel a sense of pride in flaunting their information base about the West's culture, including their mannerism, their writings and pop artists. Many of their children seem to be more exposed to Western folktales (e.g. Cinderella) and lullabies than our own rich folktales and stories. Most of them do not seem to find any precious jewels in the visions, sayings, writings, discourses, characters or life stories of India's great god-persons, saints, sages or in our ancient scriptures, or past literature and epics. Instead, they mostly find what they interpret as dirt. However, their interpretations are not necessarily correct, and it is debatable whether their approach is even scientific. No doubt that these intellectuals and educated people are bright, but what they perceive or absorb seems to be based on their own mental frame work that they have developed during their school or college education. They physically live in India, but mentally seem to dwell in Western culture, which they find more attractive or prestigious. Perhaps the present system of education has something to do with the development of this attitude. Blind copying and implanting ideas or information borrowed from other education systems or cultures into our own are not necessarily helpful for educating our children. Information is not knowledge. Assimilation of information into our own mental framework expands our knowledge base. Of course, many insightful books from the West are truly excellent and worth reading by all educated people. But not everything in other systems is laudable either. The country's policy makers and educators need to think about it seriously. India's policy makers and educators must aim to build up a mental framework in our educated people that should help them to enhance their self-esteem, build up character, and assimilate information into knowledge.

What Is Missing?

India and its essence of wisdom seem to be missing today from India's education. Ethics, morality and spirituality are not 'glamorized' or highlighted by the media or education system. Wealth and the ostentatious lifestyle that is enjoyed by about 30% population of this country are widely publicized and made visible by media and the ubiquitous advertisements. This is in sharp contrast to the plight of the utterly deprived majority, who do not seem to have any opportunity to get proper education, health care services or even balanced meals. We seem to have a country now, where only the moneyed people, including those with *ill-gotten* money, have the opportunity to enjoy these rights, privileges and other human necessities. These moneyed people, including many corporate leaders, also seem to have a highly disproportionate influence on the main pillars of the present Indian democracy, in spite of the presence of a large number of not-so-visible people all over the country, who are persons of integrity, righteous, honest, compassionate, but not powerful or wealthy. Is this the country that the Indians want for their children, grandchildren and future generations to live in?

It is not my intention at all to degrade all wealthy business people and traders in any way at all. They are doing a very important function for the country, as the traders and business people also did in the past. However, in a healthy, functional and vibrant democracy, the state must provide a counterbalance for minimizing their influence, if any, on policy makers, administrators, media and

judiciary. A matured and vibrant democracy ‘of the people for the people’, where the people’s power should be supreme, must provide such a counterbalance through appropriate education system that should necessarily include character-building as a key objective. Without an effective counterbalance, the activities of general population may continue to be guided mainly by temptation or greed (e.g. for wealth, power, promotion), fear (e.g. of losing power or of getting victimized by powerful people or superiors) or acts of self-aggrandizement.

Children of the Divine

Should not we Indians and our leaders, whose ancestors proclaimed that all human beings are children of the Divine and saw the presence of God in everything, feel motivated enough to act immediately to alleviate the miserable condition of the deprived majority? It is high time that the country’s policy makers and educators take steps on an urgent basis to modify the education system in order to introduce an effective counterbalance that could arrest the country’s movement towards a money-power-fun-enjoyment-oriented society. The challenges are great, but Indians can rise up to the challenges and overcome the difficulties if the leaders of India are determined to act to address this important issue. The education system must aim to produce not only creative individuals and inventors; world leaders in science and technology, medicines and business; but must also succeed in imbibing the spirit, quality, knowledge, wisdom and character of our ancestors, who were original thinkers, visionaries and persons of integrity. The seeds for such mental development must be implanted in the young minds, notwithstanding the fact that all may not germinate. But some will, and grow into big entities later in their life under suitable environment and condition. The future leaders of India will come from this latter group. Without the seeding, the probability for such growth is negligible.

Creative and Innovative Faculties

Another important goal of education is to develop and nurture creative individuals and original thinkers. Effort to develop creativity and innovative faculties in individuals should start in pre-primary and primary school levels. However, our present education system does not seem to be very conducive to the development of such traits, as it tends to emphasize *training* of young children in schools with a highly structured curriculum and syllabus that require long hours in school, and homework in the evening. This is unlikely to develop creativity or innovative faculty or original thinking ability. These children have very little time to do anything else, such as reading non-school books, or interacting with their environment, or expanding their faculty of imagination and inquisitiveness, all of which are helpful in the development of the ‘*out of the box*’ thinking capability . The pressure that these young children face today is much more than what we faced when we were going to school in our childhood immediately before and after the Independence. We had much more time then to interact with and learn from our environment and other people, as well as reading books other than the prescribed text books. The scientifically and technologically advanced countries seem to be doing better than us at this time in imparting creativity and original thinking ability to their students. India can succeed in this effort also,

particularly because Indian students have enormous potential and they are recognized by the world as one of the most talented groups of individuals. Perhaps we can learn from the education system of advanced countries about the techniques they use to facilitate and encourage development of creativity and inquisitiveness, and consider incorporating some of these techniques into our own education system.

Role of Teachers and Parents

So far I have mainly discussed the role of policy makers and educators in education. But, teachers and parents should also play a critically important role in their children's education and psychological growth. Parents are the first role models for their children, and later teachers also become their role models. Their positive influence is crucially important to mitigate much of the negative influence of the surrounding environment and peer pressure. For example, the parents and teachers may flood the children's mind with life stories of great personalities and sages of all times. They should also be especially careful not to hurt, but build up the children's self-esteem, particularly for those from the underprivileged section of the population. Through their activities and character, they can set themselves up as exemplary role models to the children in the formative years of their life. The early years of a child's life are critically important for imbibing or *unfolding* the character-building traits, such as feelings of love and compassion, respect (*shraddha*), honesty, idealism, truthfulness, gratefulness, kindness, modesty, humility, self-esteem, non-violence and the urge to serve the humankind. If we fail to do that, the prevailing condition would tend to make the children mostly money oriented, non-caring and self-centered citizens when they grow up to assume the responsibilities of running the country.

The parents and teachers, as well as policy makers and media need to be partners in sharing the responsibilities of raising the future citizens and leaders of India. It is not an easy job. It requires careful strategy planning that should include extensive training of the present teachers, particularly those involved in pre-school, primary and middle school levels. The nation, including the media, needs to work out the details of the strategy for creating a positive and vibrant condition that is conducive for the transformation of our education system. Perhaps it will be helpful if the strategy plan includes extensive publicizing and glamorizing of individual and group acts of selflessness, compassion, love and service to humankind and peaceful coexistence - the traits that were part of the central theme of our own ancestors' teachings to the world.

Television Exposure

In today's world, another important task of the parents should be to control the television exposure to their growing children. Television is a tool that can be used very effectively for education and dissemination of helpful information; but it can also be used to harm the society. It appears that the latter is mostly the case in India and other countries at present, as money or commercial benefit is often the guiding force for most of the channels to select the contents of their shows. More the number of viewers, more attractive the channel is for the marketing and advertising managers of

commercial enterprises. The *opium* of serials, a concept that has been quite successfully used in the West to have a captive and addictive audience, is also being copied here to increase channel ratings and viewers. The content of many family related serials, which are widely viewed by the general population, is not conducive to character building. Commercial advertisements aim to influence maximum number of viewers often by pandering to our primal feelings – an important tactic for today’s marketing and advertising managers. These advertisements are mainly aimed at people’s craving for material possessions, social status, sensual gratification, greed and sense of insecurity. In addition, the claims made in many advertisements are not necessarily correct. The effect of uncontrolled television exposure on the underprivileged, naïve, uneducated or less educated families of the population could be particularly deleterious. The overall effect on the society and children’s mind is thus negative, although they increase the profit of corporations that advertise or own the channels.

Consequently, it is highly desirable that parents ration the children’s TV time, and control the shows to be viewed by children. The TV, which is often talked about as an “Idiot Box” in the West, may not necessarily be beneficial for the development of the children’s brains. While some TV Channels such as Discovery, National Geography are helpful, many other shows including prolonged viewing of cartoons are not. Recent work of a number of scientists and medical professional showed that excessive viewing of television could be harmful for a healthy development of the children’s brain. In view of these observations, an increasing number of educated families in the USA do ration the TV time of their young children (typically 60-90 min per day) and decide what shows they are allowed to see. Many of them also follow it up with examples of their own, by not being what is called “couch potatoes”. In other words they use self-discipline to minimize their own TV viewing time at least when the children are not sleeping. Perhaps parents in India could also consider such an approach for helping their young children to grow up with a proper mental framework.

Children are very receptive, impressionable and vulnerable at an early age – a critical formation stage of their character. They require some protection from adverse influences at this period of their life, as a roadside plant requires protection from fences when it is very small. When the plant grows to be a big tree, no such protection is needed (cf. *Sri Ramakrishna Kathamrita*). Flooding the children with every type of information, ideas and thoughts at the early age is likely to make them confused. They should be allowed to have an opportunity to build up a reasonable mental framework that is helpful for assimilating information during this initial protection period. The protection and guidance given by the parents and teachers may not be required when the child grows older. The values they develop at an early age are likely to provide strength to them and guide them to appropriate actions in the future.

The author is a Fellow of the American Physical Society and Joint Secretary, Vivekananda Science Circle, Ramakrishna Mission IOC, Kolkata

Are You from India?

Soumyaroop Bhattacharya

“Are you from India?” a smiling face was staring at me. It was a senior gentleman, looked Indian, as well. I was getting back home after work on the Green line E train of Boston subway. I had recently started my first job at Harvard Medical School at Longwood Avenue in Boston. While I was living in an apartment in Cambridge, MA. Just to clear the confusion the Harvard University is located in Cambridge, while Harvard Medical School is in Boston. So my everyday commute involved changing two trains each way. On this day, I boarded the train sometime after 5.30pm on (what I think was) a Friday evening. On the train I got a phone call from one of friends about the plans for the weekend. The train runs partly on the surface level, while rest of it is underground. As soon as it goes underground you lose all the wireless signal. So I was kind of talking fast (and may have been a little loud) in order to finish the conversation before I lost the signal. Since I had started my schooling at University of Massachusetts, I still had a lot of friends among the fellow UMass alumni in the region, and almost all of them were Indians, and the common spoken language was Hindi. I was speaking in Hindi on phone, completely unaware of the surroundings. And I can't be blamed as when you are commuting in packed trains, you don't want to know whom are rubbing your back or elbow with. That is one experience I don't miss in Rochester. Well getting back to that evening, I think the call got dropped once the train went underground, and I shook my head in despair and put the phone back in my pocket. That's when I heard those words. “Are you from India?”

I was pleasantly surprised, as so far my experience of events after those or other similar phrases, has not been that great. What I had noticed was that at public places, Indians have a weird tendency to stay away from other Indians whom they don't know. Indians don't make eye contact with other Indians. If you're lucky, you'll get a polite “excuse me” if found crammed in the same aisle at the grocery store with them. I found this very strange when I first got here almost 13 years back. And till today my experiences have not changed my belief. Be it the supermarket, any Indian grocery store or even the gym at Rustic Village. It was strange in the sense that if you imagine how an American would feel if he or she found another American in *Gariahat* market shopping a *Sari* or *Panjabi*. Great! Right?

After arriving in the States we Indians become Indian Americans. As per the latest data, citizens of the United States of Indian ancestry (or in politically correct terms ‘Indian Americans’) comprise about 3.18 million people, or ~1.0% of the U.S. population, the country's third largest self-reported Asian ancestral group after Chinese Americans and Filipino Americans according to American Community Survey of 2010 data. We feel proud in sharing images on Facebook indicating what percentage of Doctors in the

country are of Indian origin, how many CEOs are of Indian origin, etc., etc. In the last Presidential election, there was a potential of a certain Governor, a person of Indian origin, to be on the ticket as well. That did not happen this time, but may happen four years down the road. The spread of Indian diaspora can be gauged by the presence of *Desi* radio channels in metros with large Indian populations. We feel proud of the achievements of people from the community. Almost every Indian parent that I know makes sure that their kids, in addition to participating in every imaginable extra-curricular activity, visits the local Temple on Sundays or participates in a Hindi or Bengali class. We make every effort to stay attached to our roots, but at the same time there exists a certain degree of apathy towards a fellow countryman we don't know.

Back in India we take proud in our history and we emphasize the fact that we have even welcomed our aggressors. But for some reason unbeknownst to me, this perception suddenly changes once we are outside of India. Not smiling at a stranger that too from your country of origin, not only indicates an unfriendly gesture, it potentially may be perceived wrongly and that action alone brings in a sea of questions in the mind of the other person like - What does he/she think about me? Am I dressed well? Does it make me look foolish?

Don't get me wrong. I love India and the folks from there, and I would often times go out of my way to greet my fellow countrymen, and try to get them out of their shells. Most of the times, however, it has met with a lukewarm reception. I had even thought about pulling a 'Murarilal' (from the movie Anand) with strangers, but Uttara (my wife, for those who don't know) stops me every time. For the uninitiated, this involves walking up to complete strangers and calling them "Murarilal" and starting conversation about a non-existent event. (For those who have not watched it, please watch Hrishikesh Mukherjee's masterpiece Anand featuring Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan and Johny walker). Even though she says I would succeed in pulling the prank as apparently I am very good at mixing the names, like I would call someone named Hiralal as Hariram, and so on. But she thinks there is high probability that I would get beaten up during one of those attempts.

As a matter of fact, I was at the receiving end of a "Murarilal" type of ambush a couple of times at a mall, and at Walmart. Not in the exact manner, but came close. On both of these occasions, I was pleasantly surprised by slightly over-friendly Indian gentlemen. On the first occasion at a Mall in New Hampshire, I was asked, "You look familiar, do you go to UMass?" It was not even a year since I have been to the United States, and an Indian face is asking me the question. I was overjoyed. "Yes, I do." Super excitedly, I told him what I do, what my major is, and all that, without ever noticing that the guy's family has joined him by then. He gave his introduction, where he lived, what he did, etc. He was working is a biotech company. Being a student of biotechnology, that was music

to my ears. I did not even pay attention to a critical statement after that “I have an independent internet-based business.” Those of you who have been through this know exactly where I am going. We exchanged our phone numbers and other information, and I came back home so happy, that my feeling of unfriendliness was unfounded. A couple of days later I got a call from the same guy about a meeting that he wanted to take me to. As a graduate student at that time, meetings to me were scientific seminars involving a bunch of speakers, and maybe some posters. I figured, it might be slightly different in a company, but I would make a bunch of contacts that would be beneficial for my career prospects. I was excited to be at the meeting.

Boy, was I in for shock! It was actually a meeting for a group called Quixtar (which is a part of Amway). Not to bore you all with details of my excruciating pain and disappointment, I would just say that, by the time the meeting explaining the pyramid scheme of marketing was over, I had realized that I was completely blind-sided, and the guy has pulled a “Murarilal” on me. After a bunch of Google searches on “Quixtar Indians” I got the bigger picture. The majority opinion was if someone approaches you in a friendly manner, it is highly likely that the person would be from Quixtar. Maybe, this explained the reason for the unfriendliness among Indians I had seen till then. Needless to say, when the guy called a few days later, I told him ‘Not Interested’ in not-so-friendly terms. Over the next few years, I would hear stories from my friends and acquaintances that had pretty much given a bad reputation to the phrase “Are you from India” or something like it. I was even suggested that if someone approaches you in an over-friendly manner, just run.

A few years had passed before I again became a victim of a “Murarilal” attack. This time it was at a Walmart. During the intermediate years, I had pretty much forgotten about my first encounter. By then it was almost five years that I was in the States and had formed a large circle of friends. Most of these folks I had met with at the University or at various public or private gatherings including Durga Puja and similar events. And as such making new friends, was not a priority, but I was still bothered by the unfriendliness among fellow Indians. So in Walmart when this guy used the exact same phrase “Are you from India?” I was happy to hear the words and was even happier when he did not mention about any kind of business. I thought at last I have met one of those folks who like to meet people, and are not promoting their self-interest. By then I had figured that people like those would be in a minority. Well, my happiness & joy were short-lived as the guy called me a couple of days later and started talking about some kind of business proposition, which I suspected was another of those pyramid schemes, and basically hung up on him after a terse reply.

This encounter had pretty much dampened my enthusiasm of interacting with new faces, and I had accepted the hard truth that an unfriendly unknown Indian is better than an over

friendly one. But, when you are ready to accept it as a universal truth, something happens that makes you question your beliefs. My encounter on the subway was something like that.

“Are you from India?” said the smiling face. He looked pretty excited. “Yes” I said. He negotiated the crowded subway car to come closer to me. Senior person, salt and pepper hair, looked in his fifties. “Hello” he mentioned his name. This time I was fully prepared to tell him, if you are talking about any kind of pyramid scheme, then buzz off. After customary hellos I mentioned my name, and as usual, he narrated his memories of Kolkata. (I get this all the time, as people simply choose to ignore the fact that there are Bengalis outside of Bengal; but those encounters at some later date). He was from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Being from Varanasi, Uttar Pradesh, myself I deliberately chose to carry on the conversation in Hindi. As our conversation went on I could notice, he felt, gradually, at ease. I asked him if he is a resident of Boston, or just visiting. To my surprise, he was in-fact a visitor, but not just from out of town, but straight from Gorakhpur. He was a retired college professor visiting United States. Then he explained the purpose of his visit. He accompanied his wife, who was undergoing treatment for Multiple Myeloma at Dana Farber Cancer Institute in Boston. He was staying with some distant relatives in the suburbs of Boston. His daily routine involved changing three trains to come to the Hospital, stay with his wife throughout the day and then get back in the night. My daily commute was peanuts compared to his daily struggle. The more I listened to him, the more it broke my heart. And this time, I gave my phone number to him without being asked. Maybe, it was his desire to speak with a fellow countryman or maybe it was his way of opening up his heart and share his sorrows with someone. Whatever his reason maybe, it was more than enough to shatter my views of the stereotypes of fellow Indians.

Over the next few weeks he was there, I would often visit him during the day at his wife’s bedside. Being single at that time all I could bring to him was a cup of coffee, and occasionally some India snacks. What made my visit worthwhile was the twinkle in his eyes at the end of our conversation as if he was happy to share his thoughts with me in his own language. One of the evenings I took him to the ISKCON temple in Boston and introduced him to my friends, who in turn introduced him to their friends, and in one evening his tiny address book was almost full of phone numbers of people willing to help him. He got an offer of accommodation at the temple guest house and families living close to the Longwood area promised to provide for his lunch as well. The thought that my one hello in response to his one question “Are you from India?” eventually gave him a certain degree of comfort in days when he needed it most, made me determined to carry on my efforts to get friendly with my fellow countrymen. But till today, I wish that the events that changed my perceptions could have ended in happier circumstances.

The Night Escape or Was it?

Balaraman Rajan

This is a fictional story adapted from my friend Arnab Kar's narration of an actual incident but with a twist in the end. Read further to find what it is..

It happened maybe 10 years before. It was a boarding school and I had been put there for 3 years now. A school that will supposedly teach the children discipline, independent living and social skills, among other things, that the parents think they cannot teach their kids themselves or have no time for it.

Teenage is a very tricky period in life. We always tend to do things that we are not supposed to do. The urge is even more when we receive specific instructions of what we should not do. Our ego takes another beating when they say some things are outside our boundaries. 'Seriously? I am sufficiently grown up to understand what is right and what is wrong. You don't have to teach me that. Stay away from drawing my boundaries' is what our rebellious side will want to say and 'As you please pa (ma)' will what most of us eventually end up saying revealing our obedient side for fear of punishments or expectation of rewards.

But, discipline, morality and honesty should all be defined when there is nobody to monitor. For, if there is someone watching over we tend to be actors and never ourselves. So, boarding schools somehow is believed to inculcate discipline in students when what it may actually be doing is produce actors who may continue to act as the situation demands.

Yet 10 years before, I did not think of all these. It all happened in one night, a span of few hours to be more particular but the seeds were laid days in advance. The preparations had to be precise. The kids were up against watchful adults and the thought was "There is no way we must be caught by them, Our details have to be by the minute".

The task was relatively simple. Two of the seniors plan on watching an evening show of Devdas and return to the school. But the challenges were many. Students were not supposed to be outside the school premises without prior permission (and there is no way a permission will be given for watching a movie), students have to be present for a roll call that happens around 10 PM every night, the movie was 3 hours long and the show does not end before 9:45 PM, the theater is about 3 kms from the boarding school and last but not the least there will be guards watching the fence.

As I said, the preparations must have begun days before. Tables became unusually crowded during lunch and other meals and will fall into silence or meaningless cooked up fights when

authorities walk by. The best place for gathering information is the mess, be it for the kids or the adults in corporate offices. "We must show them that their rules are useless", quipped one. "Show them what we are capable of" purred another. "Nasty rascals, are we? Show them .." I saw a security entering the mess and closing on the group.. "Sachin .. Oh Man, he is unbelievable", exclaimed one, presumably the watcher, and quickly diverted everyone. "Is Sachin going to help you in studies? Eat fast and all of you get back to your homework! Dirty brats!" yelled the security, unsuccessfully trying to expend a few fat calories by yelling, before heading to get his plate full. Though I was not part of the gang, my trained ears picked their conversation.

The thought was brewing. The team grew in number, drawing shocking 'What's first' from the new members before it drew more 'Aha's'.

I heard that there were teams appointed to distract security at various points. A survey was conducted to see which security and how many of them guard each side of the fence and at what times. Somehow it was found out that there was only one security on the northern fence around 6 PM. A quick mapping told me that the northern gate is 3.5 kms from the theater (vs 3) but is less risky to handle with just one security.

The plan was taking shape... The D-day arrived. The seniors got ready. They had backpacks! Maybe snacks for the movie? A team of two started digging the lawn in a corner of our dormitory. They panicked when the security saw them, tried their best to hide and close the pit as the security approached them. They tried to hold their position without any chaos and engaged the security for no less than 5 mins. After a while they finally revealed that one of them was trying to plant their teeth based on the belief of his friend's grandmother. When demanded they frantically searched for the (non-existent) tooth on the ground wasting more time. The key here was to find a boy who had recently lost a tooth and there was one! During this drama the seniors had reached the fence without any fuss. Added to this, maybe just in case the plan failed, there was a second team on standby which was prepared to burn scrap papers and presumably when caught later would reveal that they were burning test papers with poor scores. Surely, both plans would not fail at the same time.

Now for the way back from the escapade. There were twin advantages here. The cover of darkness and the cover of tall grass. But the grass being dry they will definitely hurt themselves if they try to crawl. So, they had come up with the list of things to be backpacked. A mosquito net to cover the head and face, an old pair of socks to cover the hands to help in crawling, what else but faded jeans and a hooded dark full sleeve sweatshirt. All obviously dark colors to help in camouflaging. The security usually sat on a single table and played cards and it wasn't too difficult to evade them in the night. Their choice of the table (one in each of the three dorms) was

random but it was signaled to the seniors at the last moment by means of a torch light, so that they could avoid that direction.

The roll call usually happens sharp at 10 and there were plans in place to cover the just in case possibility of the escapade delays. The first one was proxy. The dorm was pretty big and allowed for this but could be very risky if the warden catches the proxies sneaking. The second was of course the bathroom cum stomach upset reason. So, the bathrooms were locked from the inside (they were open at the top you see) with taps open. Making a proxy sleep was another loose plan and there were many other not so tight and random plans. The plans themselves were not fool proof but designed to create confusion to delay the roll call and increase the time for seniors just in case. But, in the end they crawled their way to safety and made it just in time.

Despite their best efforts I could see bruises on their hands and some mud spots on their pants, perhaps they did not have time to change. But I could see the relief mixed with fear in their faces. I glanced at them once again after the roll call. A sense of accomplishment now was running through their face, their entire body language had lifted up. The dorm that night celebrated the success. Hardly anyone must have slept after the roll call. The movie description, the murmurs, the tooth fairy stories, the dog chase, the auto fight, the stories would have continued as the night rolled on....

As a warden, I could at least let these kids enjoy their small but significant achievement! What say?

The author is a PhD Student at University of Rochester.



To Her Unconditional Love

Soham Banerjee

She stood there in the blistering cold
Before me, she had waited
All this while for the prodigal son.
Now all that remain are memories-
Memories that never faded,
That never slipped away, in spite
Of all other pleasant moments
That I hoped to cherish.
But all that I knew seemed to perish
As I saw her.

My mother stood there, pale
And fragile, it seemed, but
After all these years, she had not failed
To turn up when I needed her.

Cold wind brushing past her burning
Tears, could not stir her emotions
As I could see her eyes of forgiveness
turning
At me after so many years of betrayal.

I was afraid, I was weak and dismantled.

I had not the courage to face her
As I had lied before her a life recklessly
mishandled.
But, she was my mother
She rushed to me in the cold
Desperate to forgive me, to hold
Me near her all her life.

As she came closer to me, I realized
Her eyes were as sweet and humane
As they had been when
I looked at her on wetting her lap.

I had no words to say then,
But perhaps those words are never needed.
Mother, I said in the back of my mind,
I have come not to apologize
With my heavy heart that bled,
'Cause if you pardon, I may leave you again.
Rather, I want you to heal my heart, and
To bind me to you with the strongest chain
That God uses to bind mankind to earth.



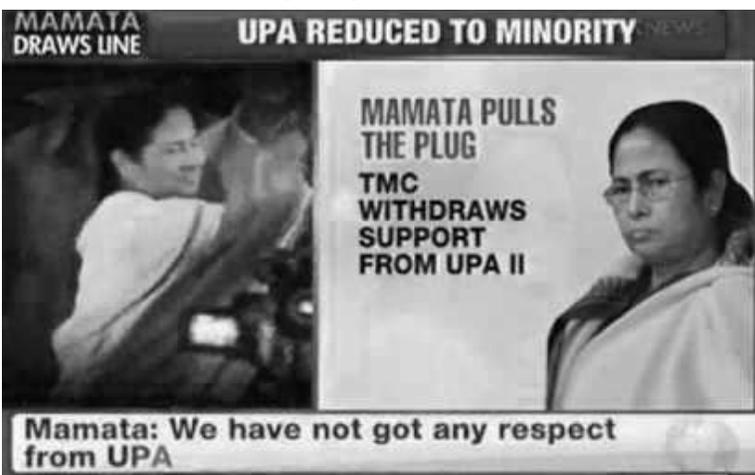
HEADLINES FROM THE MOTHERLAND

Pranab Mukerjee elected 13th President of India

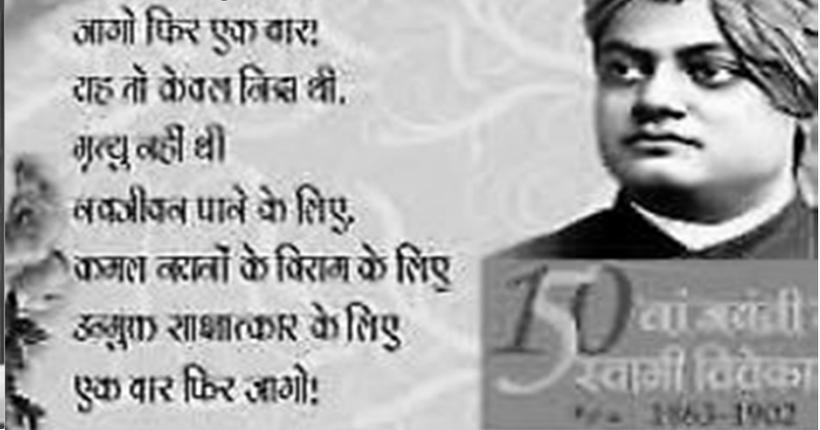


Pranab Mukherjee performs Durga Puja at his ancestral home

Mamata Banerjee pulls out of UPA



World celebrates 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda



India allows Foreign Direct Investment (FDI) in Retail, Airlines and Power

...And the Road Ahead

FDI in Retail	
<p>MEASURE</p> <ul style="list-style-type: none"> 51% in multi-brand to be notified, states free to decide Rules eased for single-brand stores <p>ROADBLOCKS</p> <ul style="list-style-type: none"> Opposition states against retail FDI 	<p>HOW DOES IT IMPACT... You</p> <ul style="list-style-type: none"> Govt says 10m new jobs could be added Cheaper globally sourced goods <p>Business</p> <ul style="list-style-type: none"> Expected investment means big opportunity for suppliers, reality <p>Economy</p> <ul style="list-style-type: none"> Sentiment booster that could spur investments
FDI in Airlines	
<p>MEASURE</p> <ul style="list-style-type: none"> Foreign airlines allowed 49% FDI <p>ROADBLOCKS</p> <ul style="list-style-type: none"> They want 51% 	<p>HOW DOES IT IMPACT... You</p> <ul style="list-style-type: none"> Airfares could fall as move could revive ailing industry <p>Economy</p> <ul style="list-style-type: none"> Introduction of global service standards and practices

Kolkata Knight riders crowned IPL 2012 Champions



বেদান্ত কেশরী স্বামী বিবেকানন্দ



Sujit K. Bhattacharya, Varanasi, India

Vedanta Kesari
Swami Vivekananda (1863 - 1902)

Life and Times of Swami Vivekananda

Compiled by Soumyaroop Bhattacharya

1863 — Vivekananda was born as Narendranath (Naren) in Calcutta, the capital of British India, on 12 January 1863 during the Makar Sankranti festival. His father was Vishwanath Dutta, a famous attorney and mother Bhuvaneswari Devi was a pious woman and a housewife.



1869 — At age 6, Naren started his education in a Pathshala.

1871 — Two years later he entered Metropolitan Institute of Ishwar Chandra Vidyasagar in second grade.

1877 — Vishwanath Dutta was transferred to Raipur when Naren was in eighth grade. He did not have any formal education for next two years.

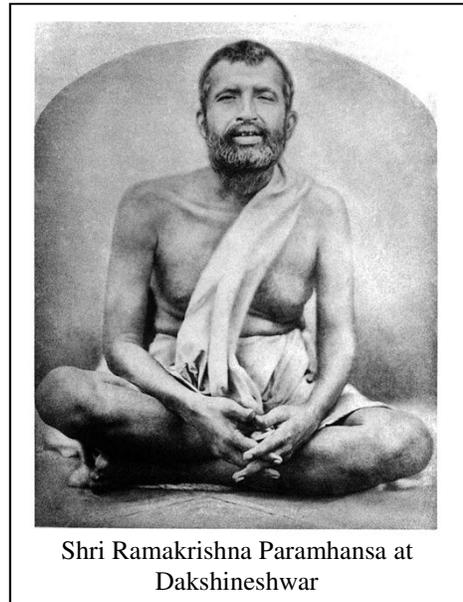
1879 — The Duttas moved back to Calcutta (now Kolkata) Naren joined his old school and his old classmates in the same class. Later in the year he graduated from high school (tenth grade).

1880 — In January 1880 Narendranath Dutta joined Arts section of Presidency College, Kolkata after successfully passing the entrance exam. He later transferred to General Assembly Institution (now known as Scottish Church College). There he studied western logic, western philosophy and history of European nations.

1881 — Naren passed his FA examination (Higher Secondary, Class XII) from Scottish Church College. He subsequently continued his Bachelor of Arts (B.A) studies at the same institution.

1881 — In November 1881, Narendranath Dutta met Shri Ramakrishna Paramahansa for the first time at the residence of Surendranath Mitra in Calcutta. Naren impressed Shri Ramakrishna by his devotional singing and the master invited him to Dakshineswar.

In December 1881 Naren met with Shri Ramkrishna Paramahansa, when he went to Dakshineswar with a friend. This was a meeting of great importance for both of them. Naren found Shri Ramkrishna's behavior rather strange, as he fed him sweets and wept before him. Naren asked him if he had seen God, and Shri Ramkrishna answered 'Yes.'



Shri Ramakrishna Paramhansa at Dakshineswar

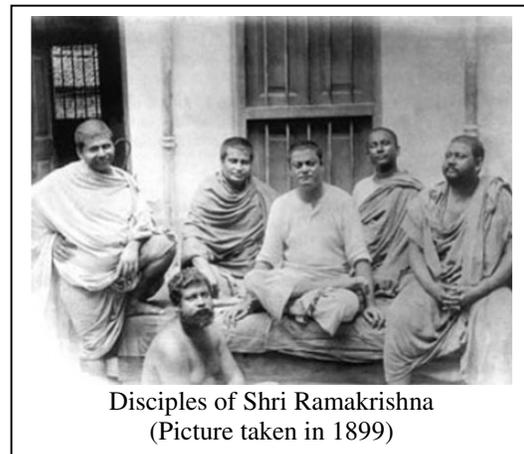
1882 - 83 — In January of the following year (1882), Narendranath once again met with Shri Ramakrishna and this time had a firsthand experience of Shri Ramakrishna's divine power as everything vanished before his eyes when the Master put his foot on his chest. This gave Naren the realization that Shri Ramakrishna was no ordinary man. Over the next couple of years, the two had a series of meetings. Naren would often visit Dakshineswar, and sometimes Shri Ramakrishna would come to Calcutta to meet him. Gradually Naren became guru's favorite disciple.

1884 — In January 1884, Narendranath Dutta passed Bachelor of Arts examination from Scottish Church college. He had philosophy and logic as subjects.

1884 — On February 25, 1884, Vishwanath Dutta, father of Narendranath died. This led to immediate financial hardships, and kept Naren busy with job-search putting theological discussions on the backburner. Naren took up odd jobs now and then in his quest for survival. He worked for few months at Shri Vidyasagar's Metropolitan Institute, his alma-mater, as a teacher. He also worked as an assistant at an attorney's office. All through this he continued his visits to Dakshineswar.

1885 — In April 1885, Shri Ramakrishna was diagnosed with throat cancer, even though the symptoms first appeared in December the year before. In June he was shifted to Shyampukur in Calcutta for treatment by Dr. Mahendralal Sarkar, a homeopathic physician. All disciples gathered there to help him. Naren also stayed back frequently to look after his Guru, while taking care of his mother and sisters, at the same time. In December, Shri Ramakrishna was shifted to garden house of Cossipore. Most disciples stayed there with him. Naren spent as much time with his Guru as he could and at the same he had to spend a lot of time in Calcutta (Kolkata now) to fight a lawsuit for his ancestral house. At the same time he was also studying for law examinations.

1886 — On January 1st 1886, Shri Ramakrishna blessed everybody by touching and all had some sort of spiritual experience. Naren was so influenced by now that he gave up his studies for law examinations and stayed almost completely with Master in Cossipore. Later in January, Shri Ramakrishna took the first step initiated and distributed Gerua clothes to 12 disciples symbolising the beginning of sannyasa— Naren (Swami Vivekananda), Rakhal (Swami Brahmananda), Baburam, Niranjan (Swami Niranananda), Yogindra (Swami Yogananda), Tarak (Swami Shivananda), Shashi, Sharat (Swami Saradananda), Kali (Swami Abhedananda), Latu (Swami Adbhutananda), Gopal (Swami Advaitananda) senior and Gopal Junior.



During his final days, Ramakrishna asked Narendranath to take care of other monastic disciples and in turn asked them to look upon Naren as their leader. Around this time

Naren first experience of Nirvikalpa Samadhi. In order to advance the teachings of Shri Ramakrishna, Naren visited Gaya.

1886 — Ramakrishna died in the early morning hours of 16 August 1886 at his garden house in Cossipore.

After the death of Ramakrishna, his devotees and admirers stopped funding the Cossipore math. The unpaid rents soon piled up and Naren and other disciples of Ramakrishna had to find a new place to live. Narendra decided to make a dilapidated house at Baranagar the new math (monastery) for remaining disciples. The rent of the Baranagar math was cheap and it was funded by donations. The monks lived in great poverty. Next four years Naren spent mostly here except for short journeys.



Disciples at Samadhi of Shri Ramakrishna

On December 25, 1886, twelve monks of Baranagar math took oath of allegiance and formed a new order that had the motto – *to work for the emancipation of the world*. The oath taking ceremony took place in Antpur at the home of Baburam, one of the lay disciples. This was the second step of their spiritual ascendance.

Twelve monks stayed at Baranagar math, in extreme poverty, reading and learning and meditating together. Naren would often go to Calcutta in connection with the lawsuit of his ancestral house.

1887 — During the third week of January, all monks took part in scripturally prescribed ritual for initiation into Sannyasa, the last and final stage of initiation. This completed the three initiations for the twelve monks, first by Shri Ramakrishna in January 1886, then by themselves took vows in December 1886, then one month later took formal vow in accordance with scriptural ritual.



Vivekananda (standing 3rd from right) and other disciples of Shri Ramakrishna at Baranagar Math in 1887.

1888 — Swami Vivekananda spent the year undertaking spiritual journeys across the nation.

His first trip was to Varanasi with Premananda and Fakir babu, then returned to Baranagar. In Varanasi, he met the Bengali writer, Bhudev Mukhopadhyay and the saint Trailanga Swami. He also met Babu Pramadas Mitra, the noted Sanskrit scholar, with whom he corresponded on the interpretation of the Hindu scriptures. In August he left on a journey alone to Varanasi, Ayodha, Lucknow, Agra, Vrindaban. During this trip he met Sharat Chandra Gupta, a station master at Hathras (who later became a disciple of Swamiji and got the name of Sadananda), and they both went Hrishikesh. They had

planned to go further into the Himalayas, but had to return after Sadananda fell ill and Swamiji contracted malaria. He returned to Baranagar at end of the year.

1889 — Swamiji mostly stayed in Baranagar due to ill health. He went to Kamarpurkur in February, and to Simultal in middle of year, but rest of the time at Baranagar, to nurse his health and to raise funds for the math. In November 1889, the lawsuit of his ancestral property was settled, which made feel better. In December embarked upon a journey to Vaidyanath, then went to Allahabad on hearing about Yogananda's illness.

1890 — In January Swaiji arrived in Ghazipur to meet Pavhari Baba, an Advaita Vedanta ascetic who used to spend most of his time in meditation. Swamiji stayed in Ghazipur for 3 months, and then moved to Varanasi to tend to sick companions. During this period, Vivekananda returned to Baranagar math a few times, because of ill health and to arrange for monetary funds for the math.

In July 1890 Swamiji left on his final journey away from Baranagar, and did not return for next seven years. Accompanied by the fellow monk Swami Akhandananda (also a disciple of Ramakrishna), Vivekananda visited the Himalayas via Bhagalpur, Vaidyanath, Ghazipur, Varanasi, Ayodha, Nainital, and then on foot to Almora, meeting various *Fakirs* on their way. In Almora he had his vision of oneness of microcosm with macrocosm. There he was joined by Saradananda and Kripananda, who brought to him the news of his sisters passing. He visited Rudraprayag, Srinagar, Tehri, Mussourie, Dehradun, Rishikesh and Haridwar. Sadananda fell sick in Mussourie, and Swamiji contracted Diptheria at Rishikesh. At this time he was joined by Turiyananda and Brahmananda. When his health improved a little he moved to Meerut, where the group was joined by Advaitananda. From Meerut, left alone for Delhi in January 1891. This constituted the first phase of his journey that would encompass the West.

1891 – 92 — After visiting historical sites at Delhi, Vivekananda journeyed towards Alwar in Rajputana. Later Vivekananda journeyed to Jaipur, where he studied Panini's Ashtadhyayi with a Sanskrit scholar. He next travelled to Ajmer, where he visited the palace of Akbar and the Dargah Sharif. At Mount Abu, he met Raja Ajit Singh of Khetri, who became his ardent devotee and supporter. At Khetri, he delivered discourses to the Raja, became acquainted with the pandit Ajjada Adibhatla Narayana Dasu, and studied Mahābhāṣya on sutras of Panini.

After two and a half months there, in October 1891, he proceeded towards Maharashtra. Vivekananda visited Ahmedabad, Wadhwan and Limbdi. At Ahmedabad, he completed his studies of Islamic and Jain culture. At Limbdi, he met Thakur Saheb Jaswant Singh, who had himself been

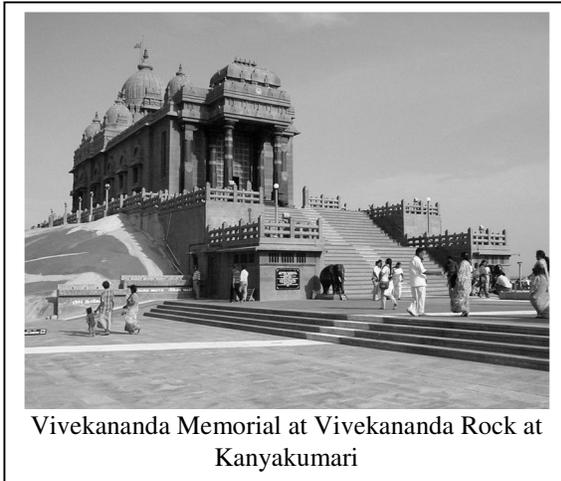


Swami Vivekananda at Jaipur

to England and America. From Thakur Saheb, he first got the idea of going to the West to preach Vedanta. He later visited Junagadh, where he was the guest of Haridas Viharidas Desai, the Dewan of the State. The Diwan was so charmed with his company that every evening he, with all the State officials, used to meet Vivekananda and converse with him until late at night. Vivekananda also visited Girnar, Kutch, Porbander, Dwaraka, Palitana, Nadiad, Nadiad ni haveli and Baroda. At Porbander, he stayed three quarters of a year, furthering his philosophical and Sanskrit studies with learned pandits.

Vivekananda's next destinations included Mahabaleshwar, Pune, Khandwa and Indore. At Kathiawar, he heard of the Parliament of the World's Religions and was urged by his followers there to attend it. After a brief stay in Bombay in July 1892, he met Bal Gangadhar Tilak during a train journey. After staying with Tilak for a few days in Pune, Vivekananda travelled to Belgaum in October 1892 and to Panaji and Margao in Goa. He spent three days in the Rachol Seminary, the oldest convent of Goa, where rare religious manuscripts and printed works in Latin were preserved. There, he studied Christian theological works.

1892 – 93 — Later Vivekananda travelled to Bangalore, where he became acquainted with K. Seshadri Iyer, the Dewan of the Mysore state, and stayed at the palace as a guest of the Maharaja of Mysore, Chamaraja Wodeyar. The Maharaja provided the Swami a letter of introduction to the Dewan of Cochin and got him a railway ticket. From Bangalore, he visited Trichur, Kodungalloor, and Ernakulam. At Ernakulam, he met Chattampi Swamikal, contemporary of Narayana Guru, in early December 1892. From Ernakulam, he travelled to Trivandrum, Nagercoil and reached Kanyakumari on foot during the Christmas Eve of 1892. At Kanyakumari, Vivekananda meditated on the "last bit of Indian rock", known later as the Vivekananda Rock Memorial. From Kanyakumari he visited Madurai, where he met the Raja of Ramnad, Bhaskara Sethupathi, to whom he had a letter of introduction. The Raja became his disciple and urged him to go to the Parliament of Religions at Chicago. From Madurai, he visited Rameswaram, Pondicherry and Madras (now Chennai) and there he met some of his most devoted disciples, who played important roles in collecting funds for his voyage to America and later in establishing the Ramakrishna Mission in Madras.



Vivekananda Memorial at Vivekananda Rock at Kanyakumari

While Vivekananda, was travelling across the country, the other monks moved the math from Baranagar to Alambazar, near Dakshineswar temple.

1893 – At Madras, fundraising drive was initiated to raise funds for Swami Vivekananda's journey to Chicago. In February 1893, Swamiji undertook a short visit to

Hyderabad, where he gave lectures, met with friends and got introduced to many nobles who offered to support him. There Swamiji also met a famous yogi there. A committee was formed under Alasinga Perumal that collected money for Swamiji's visit to Chicago. The committee gathered around Rs. 4000.

In the second week of April, Swamiji was invited by the Maharaja of Khetri Ajit Singh to the celebrations commemorating the birth of his son. On his way to Khetri, Swamiji, reached Bombay (now Mumbai), where he met Brahmananda and Turiyananda and told them about his plans to go abroad. He reached on Khetri April 21 and stayed there for three weeks. On May 10 he departed for Bombay, where, Raja of Khetri's secretary arranged for his tickets and outfits. With the aid of funds collected by his Madras disciples and Rajas of Mysore, Ramnad, Khetri, Dewans and other followers, Vivekananda left for Chicago on 31 May 1893 from Bombay assuming the name Vivekananda—the name suggested by the Maharaja of Khetri, Ajit Singh.

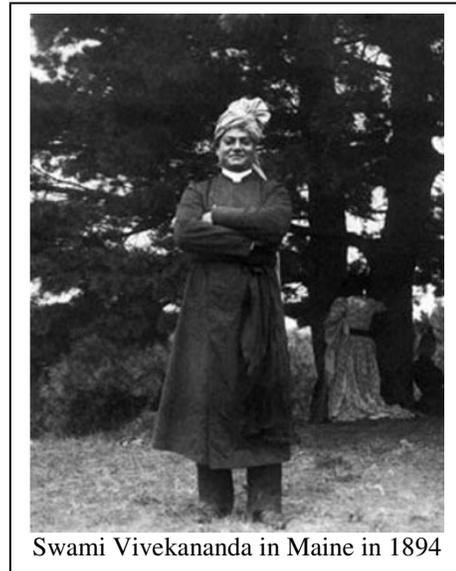
During his voyage on the sea the first stop was Colombo, where he saw many Buddhist temples. From there the ship took him to Malay, and then to Hong Kong. During one of his stops at a port in China he was impressed with the way the Chinese people do business. He also visited a monastery in China. The first leg of his trip culminated at Kobe in Japan. Next he took land route to Yokohama for the next leg of his trip. On his journey in Japan he passed through Nagasaki, Kobe, Yokohama, Osaka, Kyoto and Tokyo. He was highly impressed with them. He also found that India was regarded as holy land by people in Japan. He boarded the ship Empress of India from Yokohama on July 14 and landed at Vancouver on July 25. From Vancouver he travelled by train to reach Chicago on July 30. On reaching Chicago he found that the Parliament of Religions is scheduled to take place two months later. However, to his disappointment he learnt that no one without credentials from a bona fide organization would be accepted as a delegate. He came in contact with Professor John Henry Wright of Harvard University who invited him to speak at the university. Swamiji headed to Boston and gave some lectures including one at Harvard University. During his stay at Boston he met with both old and new friends who helped him in getting credentials and also arranging funds for his stay in the United States. In September 1893, Swamiji came back to Chicago.

Parliament of the World's Religions opened on 11 September 1893 at the Art Institute of Chicago as part of the World's Columbian Exposition. On this day Vivekananda gave his first brief speech. He represented India and Hinduism. He was initially nervous, bowed to Saraswati, the Hindu goddess of learning and began his speech with, "Sisters and brothers of America!". To these words he got a standing ovation from a crowd of seven thousand, which lasted for two minutes. When silence was restored he began his address.



Swami Vivekananda on the stage at the Parliament of Religions.

1894 — Following the Parliament of Religions, Vivekananda spent nearly two years lecturing in various parts of eastern and central United States, mostly in Chicago, Detroit, Boston, and New York. He founded the "Vedanta Society of New York" in 1894.



Swami Vivekananda in Maine in 1894

1895 — By the spring of 1895, his busy and tiring schedule led to poor health. He stopped lecturing tours, and started giving free and private classes on Vedanta and Yoga. Starting in June 1895, he conducted private lectures to a dozen of his disciples (including sister Nivedita) at the Thousand Island Park in New York for two months. It was here in Thousand Islands, that Swamiji developed a course plan to train individuals and initiated several disciples (including Sister Christine and J.J. Goodwin, an Englishman).

In August 1895, Swamiji took a voyage to England reaching there in September. He delivered several hugely successful lectures. There in November 1895, he met Margaret Elizabeth Noble, an Irish lady, who would later become Sister Nivedita. Swamiji arrived back in New York in December and conducted classes on Karma Yoga.

1896 — In February 1896, Swamiji started classes on Bhakti Yoga and continued delivering lectures all over America again. Vivekananda was offered academic positions in two American universities—one for the chair of Eastern Philosophy at Harvard University and another similar position at Columbia University—which he declined since such duties would conflict with his commitment as a monk.

In April 1896, Swamiji left the United States for another trip of England. During his second visit to England in May 1896, Vivekananda met Max Müller, a noted Indologist from Oxford University who wrote Ramakrishna's first biography in the West. From England, he also visited other European countries. In Germany he met Paul Deussen, another Indologist. During his trips in Europe, he went for monastic retreats in the Alps Mountains of Switzerland. He subsequently returned to England in October. Vivekananda left for India on 16 December 1896 from England with his disciples, Captain and Mrs. Sevier, and J.J. Goodwin. On the way they visited France and Italy, and set sail for India from the Port of Naples on 30 December 1896. During his trip in Italy, he visited Vatican City and Milan. He was later followed to India by Sister Nivedita. Nivedita devoted the rest of her life to the education of Indian women and the cause of India's independence.

1897 — The ship from Europe arrived in Colombo, Sri Lanka on 15 January 1897. Vivekananda received an ecstatic welcome. In Colombo, he gave his first public speech in the East. He travelled from Colombo to arrive in India at Pamban on January 26. He

then went to Rameswaram, Ramnad, Madurai, Kumbakonam and Madras delivering lectures. While in the West he talked of India's great spiritual heritage; on return to India he repeatedly addressed social issues—uplift of the population, getting rid of the caste system, promotion of science, industrialization of the country, addressing the widespread poverty, and the end of the colonial rule. From Madras, he continued his journey to Calcutta by sea (via Bajbaj port) and arrived at Calcutta on February 20 and visited his math (now at Alambazar) after a gap of seven years.



Vivekananda at Madras (Chennai)

On 1 May 1897 at Calcutta, Vivekananda founded the Ramakrishna Mission—the organ for social service. He suffered a brief bout of illness and moved to Almora to recuperate. He founded another monastery at Mayavati on the Himalayas, near Almora. Vivekananda visited Punjab where he tried to mediate ideological conflict between Arya Samaj (a reformist movement of Hinduism) and Sanatans (orthodox Hindus). Vivekananda had earlier inspired Jamsetji Tata to set up a research and educational institution when they had travelled together from Yokohama to Chicago on Vivekananda's first visit to the West in 1893. Now Tata requested him to head the Research Institute of Science that Tata had established; he declined the offer citing conflict with his "spiritual interests".



Monastyr at Mavavati, near Almora

1898 — After brief visits to Lahore, Delhi and Khetri, he returned to Calcutta in January 1898. He consolidated the works of math and trained disciples over the next several months. In July undertook the Amarnath Yatra. A month later, Swamiji composed his famous prayer to Goddess Kali. Swamiji favored the idea of reenergizing India through her spiritual fervor, and through the upliftment of all human beings. In December, Swamiji returned to Belur where the new math was being built using his own earnings in America and donations from disciples.

1899 — On January 2nd 1899 Ramakrishna Mission inaugurated its new building in Belur (now called Belur Math).

Vivekananda left for the West for the second time in June 1899 despite his declining health. He was accompanied by Sister Nivedita and Swami Turiyananda. He spent a short time in England, and then went on to the United States. Swamiji arrived at New York on August 16, and then moved to California. During this visit, he delivered lectures, and established the Vedanta societies at San Francisco, Oakland and Alameda. He also

founded "Shanti Ashrama" (peace retreat) at Santa Clara, California. Swami Turiyananda was appointed in-charge of Monastery in Mont Clair near New York, Swami Abhedananda worked on establishing Vedanta society in full swing.

1900 — Swamiji left United States on July 20, 1900 for Paris, and arrived there on August 1st to attend the Congress of Religions in Paris in 1900. Swamiji stayed there till October. He also attended Congress on History of Religions, organized on the occasion of the Universal Exposition at Paris. Eiffel tower was unveiled during this occasion. Swamiji left France in October, toured Vienna, Constantinople, Brittany, Istanbul, Athens and Egypt. From Egypt he sailed on ship for India. He returned to Calcutta on 9 December 1900.

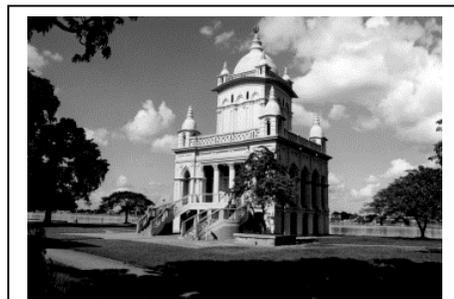
1901 — Following a brief visit to Advaita Ashrama, Mayavati, he settled at Belur Math from where he continued to coordinate the works of Ramakrishna Mission and Math, and also the works in England and America. Many visitors came to him in these days, including royalties and politicians. In summer, he went on pilgrimage to Dhaka and Shillong with his mother. He was unable to join the Congress of Religions in 1901 in Japan due to deteriorating health. In October 1901, Durga puja celebrated in Belur Math for the first time with great pomp and celebrations.

1902 — In spite of his health issues Swamiji went for pilgrimages to Bodhgaya and Varanasi, with Mr. Okakura, who was visiting from Japan. Declining health and ailments such as asthma, diabetes and chronic insomnia restricted his activities.

1902 — On 4 July 1902, the day of his death, Vivekananda woke up very early in the morning, went to chapel and meditated for three hours. He taught Shukla-Yajur-Veda, Sanskrit grammar, and yoga philosophy to pupils in the morning at Belur Math. He discussed with colleagues a plan to start a Vedic college in the Ramakrishna Math, and carried out usual conversation. At seven p.m. he went into his room and asked not to be disturbed. Vivekananda died at ten minutes past nine p.m. while he was meditating. He was thirty nine.



Swami Vivekananda in San Francisco in 1900



Swami Vivekananda Memorial at Belur Math

Sources: Swami Vivekananda: A Historical Review by RC Majumdar; Wikipedia (and citations therein).

Swami Vivekananda in Thousand Islands

Trude Brown Fitelson

Spending the month of August every summer of my youth at my Grandmother's cottage in Thousand Island Park was a child's delight. Here was the river, the rocks and all the wildlife that enchants one at a young age. I had no reason to venture uptown where I suppose the action was as my action was spending long days in the river, fishing and kayaking or lying upon the rocks that to this day warm my spirit.

One of my strongest memories from that magical time of my life, in the early 50's, was watching a tall and very erect dark skinned gentleman come to the rocks on Prospect Point just below my grandmother's cottage, robed in terry cloth to take his daily swim.

No one at that time talked about the Vivekananda cottage or least of all to a ten year old. My curiosity led me to follow the gentleman and edge myself closely on the hillside below the Vivekananda cottage. I would lie in the tall grasses for what seemed like hours, listening to the lovely sounds that were so foreign to my ears. I was fascinated. The gentleman was Swami Nikihilananda, the leader of the Ramakrishna-Vivekananda Center.



The story of Swami Vivekananda and how he came to be associated with Thousand Island Park is a fascinating story. Today, the cottage is known as a sacred site to the followers of Vivekananda.

The following excerpts are presented from a pamphlet written by my dear friend, Susan Testa Turri, to commemorate the Centenary of Swami Vivekananda at Thousand Island Park in 1995.



The TI Park famous oak tree where Swami Vivekananda did his writing. It is no longer a living tree, but it is part of the pilgrimage.

A Mystery of Time, Place & Culture

Susan Testa Turri

If you listen carefully on a summer day, you can hear "magical sounds" drifting down from behind the Tabernacle. At dusk, sounds of bells and hymns of praise in ancient Sanskrit rise from a peaceful sanctuary among the rocks and pines. These meditations are reminiscent of a time, a century ago, when Thousand Island Park was a summer community devoted to the fostering of religious, social and family values.

Vivekananda was and is an integral part of that tradition:

Who was Swami Vivekananda and why does a cottage bear his name? Why do millions of people belonging to different faiths follow his teachings and those of his great teacher, Sri Ramakrishna? How did a Victorian cottage on the St. Lawrence River achieve such a spiritual significance?

100 Years Ago

Swami Vivekananda's arrival at the Main Dock of Thousand Island Park a century ago, on June 18, 1895, was the result of a convergence of events that would have a lasting effect on millions of people, both here and abroad. He came to the Park at the invitation of Miss Mary Elizabeth Dutcher, an artist and cottage owner who had attended his spiritual classes in New York City and was struck by his strength of purpose.

In preparation for Swami Vivekananda's arrival, Miss Dutcher added a wing to her cottage for his comfort and privacy. The three-story addition housed a guest room on the lowest floor, a classroom on the first floor, and the Swami's room on the top floor which opened onto a porch with a magnificent view of the river. "WELCOME VIVEKANANDA" read the banner that greeted him as he entered the cottage for the beginning of a remarkable seven weeks. Today, one hundred years later, the cottage stands much as it was then, revered as a holy place by followers of his teachings.

"Sisters and Brothers of America"

This young and remarkable philosopher-monk, Swami Vivekananda, was only 32 years old at the time of his visit to the Park, but he was already a celebrity in America. A follower of Sri Ramakrishna (a Hindu sage who preached the harmony of all religions and the universality of truth), Vivekananda had arrived in the United States only two years earlier, in July 1893. He had journeyed from India to Chicago at the urging of his fellow monks and admirers to represent Hinduism at the World Parliament of Religions. An unknown monk he had not been invited to attend this convergence of all the world's

faiths nor, certainly, to speak. However, Professor J. H. Wright of Harvard University, through a chance meeting with Vivekananda, was so impressed by this young man's depth of knowledge and charisma that he arranged an invitation for the Swami to address the entire Congress.

His humble – yet electrifying – address came at the end of an opening day of sectarian speeches and completely changed the tenor of the conference, a conference which is generally regarded as marking the birth of the inter-faith movement. With the simple words, "Sisters and Brothers of America," he introduced his all-inclusive message of universal tolerance and acceptance. He prayed: "As different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea; so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee." Ending with an inspired plea for the end of sectarianism, bigotry and fanaticism, he was given a standing ovation. As the New York Herald noted: "He is undoubtedly the greatest figure in the parliament."

A Welcome Retreat

Exhausted by nearly two strenuous years of lecturing throughout the U.S., Vivekananda was grateful to find refuge at Thousand Island Park. Here was a place that, from its inception, had encouraged the exchange of ideas in a setting conducive to contemplation and relaxation. The Park was only 20 years old in 1895, yet it had already attracted enough people to form a community of 600 cottages. Its several thousand summer residents supported a program of recreation for both mind and body, attracting celebrated preachers and speakers as prominent as Susan B. Anthony and Frederick Douglas.

Vivekananda, rejuvenated by the Park, gathered his spiritual power to train the twelve students, who followed him here. His thoughts and teachings were transcribed into the collection, "Inspired Talks," a compilation of ideas that married the East and the West; and which joined the spirituality of Ramakrishna with his own deep concern for the political freedom and material well-being of humanity. Unlike the religious mystics of India who were often blind to the suffering of mankind, he taught the virtue of "seeing God with one's eyes open."

Vivekananda was quick to observe the contrast between America's material wealth, scientific knowledge, youthful vigor and spiritual skepticism, on the one hand, and India's ancient philosophies of self-control and contemplation amid physical poverty on the other. He felt that the American promise of dignity and hope for all could become the social embodiment of his spiritual beliefs. What the Americans lacked in spiritual wisdom, they compensated for in "social" advances: hospitals, schools and a society

devoid of the "caste" system he so detested. "We will teach them our spirituality, and assimilate what is best in their society," he wrote to his friends in India. He became increasingly aware of the need for social change in his homeland: "What India needs is not religion, but bread."

The Call of India

Swami said that he was "at his best" at Thousand Island Park. The ideas he refined and expressed there grew, during the years that followed, into institutions both in India and elsewhere. Yet, this work would take its toll. Upon Vivekananda's return to India in January 1897, he was denounced by some for his new social and humanitarian teachings, but welcomed by those who believed in him as the herald of a new age for his country.

Now back at home (though in failing health), he founded the Ramakrishna Order of India, dedicated to the realization of Truth through service to humanity. He devoted his time and energy to improve the condition of India's masses. He died less than six years later, at the age of 39, exalted by the credo of his mission: "In work is the Worship of God." In but a short life, he had spiritually reached so many. Indeed, his humanistic views would profoundly influence generations of individuals such as Mahatma Gandhi who openly acknowledge his own debt to Vivekananda's ideals.

The Flame Burns Yet

Today the Ramakrishna Order of India founded by Vivekananda for the "service of God in Man" has more than 1,000 monks throughout the world, and millions of followers in India and abroad. In India the Order is best known for its humanitarian and educational efforts, operating schools and hospitals, providing social welfare and relief work while also conducting religious and temple activities. Here in the West, its role has been that of spiritual teaching and guidance, with 13 Vedanta (Hindu) Centers in North America, 1 in Argentina and 5 in Europe.

The Ramakrishna-Vivekananda Center of New York has resumed use of the original Dutch cottage as a summer retreat, and each summer hundreds of students come to study the ways of Sri Ramakrishna and Vivekananda. Thousands more have made pilgrimage to this site, sacred to many of Vivekananda's followers. Yet, for over fifty years after Swami left here, the cottage had returned to obscurity. It was not until 1947 that Swami Nikhilananda, the leader of the Ramakrishna-Vivekananda Center, came to the Park searching for the site of Vivekananda's stay. He found the cottage in state of total disrepair. Setting an early example for the Park, and in recognition of the heritage of place, he arranged to purchase the cottage and had it completely restored to its condition

at the time of Vivekananda's visit.

The Torch is Passed

It is now Swami Adiswarananda who has become the spiritual leader of the Ramakrishna-Vivekananda Center and who conducts the summer retreats. He is the present representative of Vivekananda in the Park. Born in Calcutta in 1925, he joined the monastic Order of Sri Ramakrishna in 1954. He served as a Professor at one of the Order's colleges, and later as Joint-Editor of Prabuddha Bharata: Awakened India, a monthly journal on religion and philosophy. He came to the United States in 1968 to assist Swami Nikhilananda (who died in the Park in 1973). A frequent lecturer, Swami Adiswarananda has become a valued and admired member of the Park.

The Circle of Life

Tomorrow when we hear the sounds of ancient Sanskrit hymns drifting down from behind the Tabernacle we will again be reminded that Thousand Island Park is more than a summer resort; it is a spiritual place with a wonderful heritage of unity that was truly enhanced by the visit of a great teacher who came here and stayed on in spirit, teaching us that we are all one.

"Various religions are but flowers of different colors which we should tie with the cord of love into a beautiful bouquet and offer at the altar of Truth." -- Swami Nikhilananda

Conclusion

The restoration of the cottage began in the early spring of 1948. One of the students came to Thousand Island Park to oversee the work. A student and his son put in all the electrical wiring. A group of woman students came early in June and fixed curtains, repainted old furniture, purchased necessary articles, planted flowers, etc. The kitchen, which contained an old wood stove used in Swami Vivekananda's time, was modernized. Modern plumbing was installed. The shed-like structure over Miss Dutcher's studio was transformed into a sleeping porch. On the outside of the house the original fluted and scrolled decorations were restored by Tom Mitchell Sr., who had worked on the original wing added by Miss Dutcher.

The summer of 1950 saw fireplaces added to the study and the bedroom below. The cottage was ready for occupancy by July 1948. Swamis Aseshananda, Satprakashananda, Yatiswarananda, as well as Nikhilananda spent the summer there. Earth from holy places in India was buried outside. Ganges water was poured into the St. Lawrence. Puja and Homa were performed in the garden.



Swami's room is used to this day as a chapel. In the early days of the rediscovery of the cottage some of the students agreed that a rock - a good half mile behind the cottage - was the most likely place of Swami Vivekananda's inspired talks. It is a beautiful flat rock beneath a great oak tree, overlooking a broad expanse of meadow and commanding an inclusive view of the river. Year after year, students make this rock a place of pilgrimage and it has become known as Vivekananda Rock.

Today in Thousand Island Park, a National Register Historic District, on Wellesley Island, Vivekananda's followers can be found at the end of July each year on retreat at the Vivekananda cottage! They mingle effortlessly with the summer community and share in the joy that Swami Vivekananda found here among the pines, rock and river. When Swami left the islands he said, ' I bless these Thousand Islands ' in this he gave to the United States a holy place.

About the author

Trude Brown Fitelson is a long-time resident of Thousand Island area and has developed a special understanding of this unique area. Trude has long been a driving force in protecting historic buildings from demolition or inappropriate alteration, and has been active in enhancing the appearance of the community. Trude has a successful real estate business in the region and when not on Wellesley Island she and her husband have a home in Rochester, NY.

Reprinted with permission from Thousand Islands Life.

Swami Vivekananda in China

R. Balasubramaniam

Swami Vivekananda's parivrajaka life traveling through India is reasonably well documented. His travel around the United States has also been well captured. Recently Asim Chaudhari has written eloquently about these in his book 'New Discoveries'. I would like recount the visit of Swamiji to China.

Swamiji was on his first visit to the United States. He was going there to attend the World Parliament of Religions. He set sail from Bombay on the 31st of May 1893. He was to reach the United States through Colombo, Penang, Singapore, Hong Kong and Japan. The ship had arrived from Singapore and reached Hong Kong. Here it halted for three days. It was during these three days that Swamiji traveled to Canton, 80 miles up the Si-Kiang river. China, the Chinese people and their way of life always fascinated Swamiji. In a humorous vein, the Swami wrote in a letter dated July 10th, "The Chinese child is quite a philosopher and calmly goes to work at an age when your Indian boy can hardly crawl on all fours. He has learnt the philosophy of necessity too well. Their extreme poverty is one of the causes why the Chinese and the Indians have remained in a state of mummified civilization. To an ordinary Hindu or Chinese, everyday necessity is too hideous to allow him to think of anything else."

The three days at Canton was a great learning experience for Swamiji. He understood how high caste Chinese women would never be seen in public and how the feet of the laboring women would not be larger than that of a child. He visited several Buddhist temples and tried to compare and contrast the Buddhist carvings on the temples in India and China. Being a Sannyasi, one of his earnest desires was to visit a Chinese Monastery and interact with the monks there. Unfortunately, these monasteries were forbidden to foreigners. He requested his interpreter to take him to a monastery but he politely refused fearing for his life. He informed Swamiji that he would surely be ill-treated and beaten up if he tried to force his way into a monastery. Swamiji was not to be easily discouraged. He insisted and convinced his interpreter to accompany him to a nearby monastery. As they approached it, two-three men appeared menacingly with their clubs. Before his interpreter ran away to a safe distance, Swamiji learnt from him the Chinese word for monk. As the men approached him, he called out loud that he was an Indian yogi. That word seemed to act like magic. The angry expression of the men changed to reverence and they fell at his feet. They spoke to him in a loud voice and one word that Swamiji understood of this was 'Kabatch'. Unsure of what it meant, he turned to the interpreter who was standing at a safe distance. The interpreter explained that they were asking him for 'amulets' to ward off evil spirits and unholy influences. Though the Swami was taken aback for a moment and did not believe in charms and amulets, he knew that he had to do something and satisfy these new friends.

He quickly took a sheet of paper from his pocket, tore it into small pieces and wrote the word 'Om' in Sanskrit on each of them. He gave them the pieces of paper, and the men, touching them to their heads, led him into the monastery. In the monastery, he was shown around and to his surprise he found many Sanskrit manuscripts and some written in old Bengali characters. This led him to infer that possibly there were many interactions between China and Bengal and there must have been an influx of Buddhist monks from both sides.

From Hong Kong, Swamiji continued his journey and his next stop was Nagasaki in Japan.

Dr R.Balasubramaniam (Balu) is a development activist, social innovator, writer and a leadership trainer. After getting his degree in Medicine, he earned his M.Phil from the Birla Institute of Technology & Sciences, Pilani. He has a Masters in Public Administration from Harvard University. He is a Tata Scholar, a Mason Fellow in Public Policy & Management of the Harvard University and was a Fellow at the Hauser Center for Non-Profits, Harvard University. He is the Frank H T Rhodes Professor at Cornell University and an adjunct Professor at the University of Iowa, USA.

আজও যুবসমাজের আইকন স্বামীজি

১৮৮৬ সালে কালীপুর উদ্যানবাটী। মাকুর শীতমকুবর গ্রামে করলেন মনোমনিতে। সেখান থেকে শুরু বিষ্ণু সাসারী, কিছু তরুণী ছাত্রদের। ত্রাণী ছাত্রদের প্রধান নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সিমারের 'বিদ্যালয়' ভবিষ্যতের 'পিকেরকল'।

১৮৯৬ থেকে ১৯০৩। সারা ভারত ঘুরলেন পরিচালক স্বামীজি। কোথাও পেলেন অভাবনি। কোথাও পেলেন লাঞ্ছনা। সবই গ্রহণ করলেন সাহসে। হঠাৎই খবর পেলেন আমেরিকার শিকাগো শহরে 'বিশ্বকর্ষ মহাসম্মেলন' হচ্ছে। যাবার ঠিক ইচ্ছা। কিন্তু কি করে যাবেন, জানেন না। সেই কোনও পল্লবে, অপ্রাপ্তিক সহায়। শেষে তৎকালীন মাদ্রাজের গুজরাটী টাকা কোলায়ু কলে অধ্যাপকের ট্রিভিট হেট্টে বিলেন। যাওয়ার আগে ট্রিভিট লিখে অনুমতি চাওয়া করলেন স্বামীজি। সারলসেরী। মিলন অনুমতি। কল হওয়া যায়। তার পরের ইতিহাসের সবার জানা। ১৮৯৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিক্ষাবিদ পরিচয় হলেন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে পৃথিবীতে বাংলাদেশ তুললেন, অধিকার দিলেন আদি ও সনাতন হিন্দু মতের মহিমা। কীভাবে হোকও কল্লুর 'আত্মশিক্ষা'।

আমরা আজকেরই হৃদয় হয়ে পড়ি। এটাই আমাদের সম্ভাবনা। চাকরি হল না, জাহাজে অল গ্যাজ হল না, কিশো বুজিলাস একটা বিশ হাজার টাকা মাইনে চাকরি, পেলাম পাঁচ হাজার টাকা। কী করে চলবে? আর সব কিছু একটাই আরল, 'ভাগ্য'। একটাই মুক্তি 'ভাগ্য'। এটা হলেই আমাদের সর্বল মন থেকে সূচন শান্তিতে থাকে। স্বামীজি বললেন, "বিদ্যাস, বিদ্যাস, নিজের উপরে বিশ্বাস—উৎসাহের একমাত্র উপায়। যদি তোমাদের এ দেশের পুরাতন বেইলি কেউ দেহভার করে বেদেদিকেরা মতো মনে যে সকল বেতার আমলি করতে, তার মতামতেরই বিশ্বাস থাকে, 'অতঃ' প্রেমের নিজের আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার মুক্তি হবে না। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, অলক বিশ্বাসই বড় বড় কাজের অলক। এভাবে যা... এভাবে যাও।"

১১৮ বছর আগে শিকাগোর বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে তিনি বলেছিলেন সংহতি ও শান্তির কথা। বলেছিলেন সর্ব ধর্মসম্মেলনের কথা। সেই বার্তা আজকের বিশ্বে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কালান্তরেও যুব-শ্রীবনের আদর্শ-সূর্যের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো-বক্তৃতার মাসে সেই সূর্য-স্মরণে কৌতুভ পাল

শিল উইল। স্বামীজি চাইলেন, তাঁর 'যুবক' বক্তরা যাতে সব সময় মনোযোগে পূর্ণ থাকে। জগৎ নামক যে যুদ্ধক্ষেত্র, তাতে মনোযোগে অর্থাৎ শীতের মতো অত্যাধিক হতে পারে এই ছিল তার একান্ত ইচ্ছা। তিনি বলেছেন, পীড়া পাঠের থেকে যুটিল ফেল দেখি ভাল। কারণ যুটিল ফেলের দ্রাঘু সতেক হবে। তখন পীড়ার মহিমা, শীতের মহত আরও বেশি করে অনুভব করতে সক্ষম হবে। তিনি কখনও দুর্বল মন্ত্রিম, কাপুরুষ, পরাণী, ঐক্য মানুষের পক্ষপ করতেন না। চাইলেন, তার জিতরে যে আগুন ছুঁতে, তা যেন তার বাণীর সবার হলেইই জ্বলে ওঠে। তবেই তারা অন্ধ গতির হবে। তার সমস্ত বক্তার সার কথাই হল নিত্যকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে যাতে কলতে হবে। তিনি বললেন, যদি দুইই হতে হয় তবে বড় কলমে দুই হও।"

দেশের জাতি, দেশের মানুষের হাতি স্বাধা মানুষের সম্ভাব্য প্রসুতি। কিন্তু সর্বমুখ সময়ে লীড়িয়ে আমরা সে সব রকমে বসেই। কিন্তু সর্বমুখ সময়ে এই কথা সবার কর্তব্যে বিবেচন। "ভারতের সমাজ, আমার শিক্ষণ্য, আমাদের বাঁচনের উপায়, আমার বাঁচনের ব্যাধনী, ভারতের পুষ্টিগ, আমার কণ।" স্মিটই, 'দেশের মাটির থেকে পবিত্র, পূর্ণ কিছু হয় কি? স্বামীজি অলক করেছিলেন এবং অলক করেছিলেন।

দেশ-পেশা-অর্থ-আগো, আমার অর্থ, জাতি, দুর্ভাবনা, অভাব-অভিযোগ, ভর-পরাজ, মিলন-বিচ্ছেদ এসব নিয়েই জীবন। মনন মানুষ একসবার সাথে লড়াই করতে করতে ক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন বেঁচে থাকার হয়ে যায়



এক ধরনের কলরত। তখনই মানুষ কথা বলে নিজের সত্যে। স্বামীজি বললেন, "শ্রীমদ আসলে কতগুলো হাত-প্রতিধারের সমষ্টি। সেটা ছাড়া আর কিছুই নয়। কীভাবে একটা ফলশ্রুতী অর্থ যার। বৌদ্ধ ও জৌগর্ষ এই হয়ে যায়। নিরাময় হলে, "তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, বন্ধু, বন্ধিত ছাত্র, শিষ্য স্বামী তোমো ছাত্র। আর কিছুই চাই না। যে কোনও ক্ষেত্রেই আমার মতো ছাত্র। আর কিছুই চাই না।" তিনি বলেছেন, "ভারতের সমাজ, আমার শিক্ষণ্য, আমাদের বাঁচনের উপায়, আমার বাঁচনের ব্যাধনী, ভারতের পুষ্টিগ, আমার কণ।" স্মিটই, 'দেশের মাটির থেকে পবিত্র, পূর্ণ কিছু হয় কি? স্বামীজি অলক করেছিলেন এবং অলক করেছিলেন।

The Influence of Vedic Philosophy on Nikola Tesla's Understanding of Free Energy

Toby Grotz

Foreword

Swami Vivekananda, late in the year 1895 wrote in a letter to an English friend, "Mr. Tesla thinks he can demonstrate mathematically that force and matter are reducible to potential energy. I am to go and see him next week to get this new mathematical demonstration. In that case the Vedantic cosmology will be placed on the surest of foundations. I am working a good deal now upon the cosmology and eschatology of the Vedanta. I clearly see their perfect union with modern science, and the elucidation of the one will be followed by that of the other." (Complete Works, Vol. V, Fifth Edition, 1347, p. 77).

Here Swamiji uses the terms force and matter for the Sanskrit terms Prana and Akasha. Tesla used the Sanskrit terms and apparently understood them as energy and mass. (In Swamiji's day, as in many dictionaries published in the first half of the present century, force and energy were not always clearly differentiated. Energy is a more proper translation of the Sanskrit term Prana.)

Tesla apparently failed in his effort to show the identity of mass and energy. Apparently he understood that when speed increases, mass must decrease. He seems to have thought that mass might be "converted" to energy and vice versa, rather than that they were identical in some way, as is pointed out in Einstein's equations. At any rate, Swamiji seems to have sensed where the difficulty lay in joining the maps of European science and Advaita Vedanta and set Tesla to solve the problem. It is apparently in the hope that Tesla would succeed in this that Swamiji says "In that case the Vedantic cosmology will be placed on the surest of foundations." Unfortunately Tesla failed and the solution did not come till ten years later, in a paper by Albert Einstein. But by then Swamiji was gone and the connecting of the maps was delayed.

- Robert E. Wilkinson

Abstract

Nikola Tesla used ancient Sanskrit terminology in his descriptions of natural phenomena. As early as 1891 Tesla described the universe as a kinetic system filled with energy which could be harnessed at any location. His concepts during the following years were greatly influenced by the teachings of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was the first of a succession of eastern yogi's who brought Vedic philosophy and religion to the west. After meeting the Swami and after continued study of the Eastern view of the mechanisms driving the material world, Tesla began using the Sanskrit words Akasha, Prana, and the concept of a luminiferous ether to describe the source, existence and construction of

matter. This paper will trace the development of Tesla's understanding of Vedic Science, his correspondence with Lord Kelvin concerning these matters, and the relation between Tesla and Walter Russell and other turn of the century scientists concerning advanced understanding of physics. Finally, after being obscured for many years, the author will give a description of what he believes is the the pre-requisite for the free energy systems envisioned by Tesla.

Tesla's Earlier Description of the Physical Universe

By the year 1891, Nikola Tesla had invented many useful devices. These included a system of arc lighting (1886), the alternating current motor, power generation and transmission systems (1888), systems of electrical conversion and distribution by oscillatory discharges (1889), and a generator of high frequency currents (1890), to name a few. The most well known patent centers around an inspiration that occurred while walking with a friend in a park in Budapest, Hungry. It was while observing the sunset that Tesla had a vision of how rotating electromagnetic fields could be used in a new form of electric motor. his led to the well known system of alternating current power distribution. In 1891 however, Tesla patented what one day may become his most famous invention. It is the basis for the wireless transmission of electrical power and is know as the Tesla Coil Transformer. It was during this year that Tesla made the following comments during a speech before the American Institute of Electrical Engineers:

"Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point in the universe. This idea is not novel... We find it in the delightful myth of Antheus, who derives power from the earth; we find it among the subtle speculations of one of your splendid mathematicians... Throughout space there is energy. Is this energy static or kinetic.? If static our hopes are in vain; if kinetic - and this we know it is, for certain - then it is a mere question of time when men will succeed in attaching their machinery to the very wheelwork of nature." [1]

This description of the physical mechanisms of the universe was given before Tesla became familiar with the Vedic science of the eastern Nations of India, Tibet, and Nepal. This science was first popualized in the United States and the west during the three year visit of Swami Vivekananda.

Vedic Science and Swami Vivekananda

The Vedas are a collection of writings consisting of hymns, prayers, myths, historical accounting, dissertations on science, and the nature of reality, which date back at least 5,000 years. The nature of matter, antimatter, and the make up of atomic structure are described in the Vedas. The language of the Vedas is known as Sanskrit. The origin of Sanskrit is not fully understood. Western scholars suggest that it was brought into the Himalayas and thence south into India by the southward migrations of the Aryan culture. Paramahansa Yogananda and other historians however do not subscribe to that theory, pointing out that there is no evidence within India to substantiate such claims. [2]

There are words in Sanskrit that describe concepts totally foreign to the western mind. Single words may require a full paragraph for translation into English. Having studied Sanskrit for a brief period during the late 70's, it finally occurred to this writer that Tesla's use of Vedic terminology could provide a key to understanding his view of electromagnetism and the nature of the universe. But where did Tesla learn Vedic concepts and Sanskrit terminology? A review of the well-known biographies by Cheney, Hunt and Draper, and O'Neil [3], [4], [5], reveal no mention of Tesla's knowledge of Sanskrit. O'Neal however includes the following excerpt from an unpublished article called Man's Greatest Achievement:

"There manifests itself in the fully developed being, Man, a desire mysterious, inscrutable and irresistible: to imitate nature, to create, to work himself the wonders he perceives.... Long ago he recognized that all perceptible matter comes from a primary substance, or tenuity beyond conception, filling all space, the Akasha or luminiferous ether, which is acted upon by the life giving Prana or creative force, calling into existence, in never ending cycles all things and phenomena. The primary substance, thrown into infinitesimal whirls of prodigious velocity, becomes gross matter; the force subsiding, the motion ceases and matter disappears, reverting to the primary substance."

According to Leland Anderson the article was written May 13th, 1907. Anderson also suggested that it was through association with Swami Vivekananda that Tesla may have come into contact with Sanskrit terminology and that John Dobson of the San Francisco Sidewalk Astronomers Association had researched that association. [6]

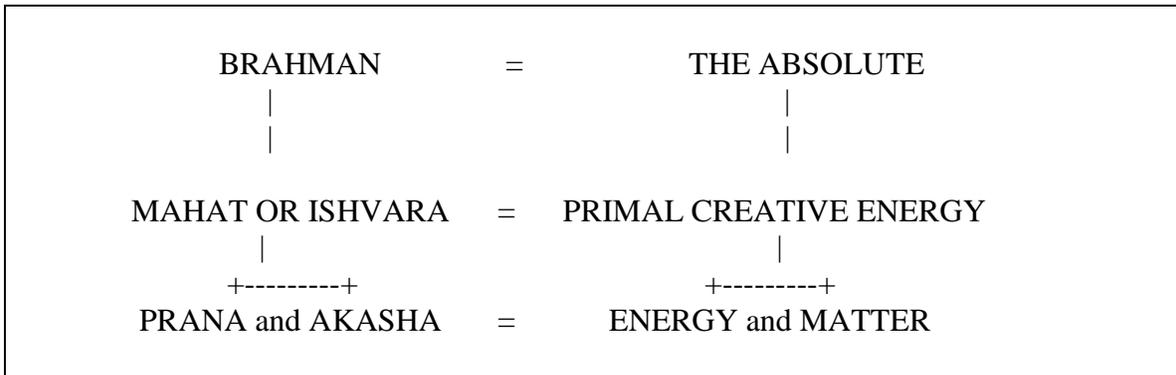
Swami Vivekananda was born in Calcutta, India in 1863. He was inspired by his teacher, Ramakrishna to serve men as visible manifestations of God. In 1893 Swami Vivekananda began a tour of the west by attending the Parliament of Religions held in Chicago. During the three years that he toured the United States and Europe, Vivekananda met with many of the well-known scientists of the time including Lord Kelvin and Nikola Tesla. [7] According to Swami Nikhilananda [8]:

"Nikola Tesla, the great scientist who specialized in the field of electricity, was much impressed to hear from the Swami his explanation of the Samkhya cosmogony and the theory of cycles given by the Hindus. He was particularly struck by the resemblance between the Samkhya theory of matter and energy and that of modern physics. The Swami also met in New York Sir William Thompson, afterwards Lord Kelvin, and Professor Helmholtz, two leading representatives of western science. Sarah Bernhardt, the famous French actress had an interview with the Swami and greatly admired his teachings."

It was at a party given by Sarah Bernhardt that Nikola Tesla probably first met Swami Vivekananda. [9] Sarah Bernhardt was playing the part of 'Iziel' in a play of the same name. It was a French version about the life of Buddha. The actress upon seeing Swami Vivekananda in the audience, arranged a meeting which was also attended by Nikola Tesla. In a letter to a friend, dated February 13th, 1896, Swami Vivekananda noted the following [10]:

“...Mr. Tesla was charmed to hear about the Vedantic Prana and Akasha and the Kalpas, which according to him are the only theories modern science can entertain.....Mr Tesla thinks he can demonstrate that mathematically that force and matter are reducible to potential energy. I am to go see him next week to get this mathematical demonstration.”

Swami Vivekananda was hopeful that Tesla would be able to show that what we call matter is simply potential energy because that would reconcile the teachings of the Vedas with modern science. The Swami realized that "In that case, the Vedantic cosmology [would] be placed on the surest of foundations". The harmony between Vedantic theories and western science was explained by the following diagram:



Tesla understood the Sanskrit terminology and philosophy and found that it was a good means to describe the physical mechanisms of the universe as seen through his eyes. It would behoove those who would attempt to understand the science behind the inventions of Nikola Tesla to study Sanskrit and Vedic philosophy.

Tesla apparently failed to show the identity of energy and matter. If he had, certainly Swami Vivekananda would have recorded that occasion. The mathematical proof of the principle did come until about ten years later when Albert Einstein published his paper on relativity. What had been known in the East for the last 5,000 years was then known to the West.

Brahman is defined as the one self existent impersonal spirit; the Divine Essence, from which all things emanate, by which they are sustained, and to which they return. Notice that this is very similar to the concept of the Great Spirit as understood by Native American cultures. Ishvara is the Supreme Ruler; the highest possible conception of the Absolute, which is beyond all thought. Mahat means literally the Great One, and is also interpreted as meaning universal mind or cosmic intelligence. Prana means energy (usually translated as life force) and Akasha means matter (usually translated as ether). Dobson points out that the more common translations for Akasha and Prana are not quite correct, but that Tesla did understand their true meanings.

The meeting with Swami Vivekananda greatly stimulated Nikola Tesla's interest in Eastern Science. The Swami later remarked during a lecture in India [11]:

"I myself have been told by some of the best scientific minds of the day, how wonderfully rational the conclusions of the Vedanta are. I know of one of them personally, who scarcely has time to eat his meal, or go out of his laboratory, but who would stand by the hour to attend my lectures on the Vedanta; for, as he expresses it, they are so scientific, they so exactly harmonize with the aspirations of the age and with the conclusions to which modern science is coming at the present time".

Tesla and Lord Kelvin

William S. Thompson was one of the prominent scientists and engineers of the 1800s. He developed analogies between heat and electricity and his work influenced the theories developed by James Clerk Maxwell, one of the founders of electromagnetic theory. Thompson supervised the successful laying of the Trans Atlantic Cable and for that work was knighted Lord Kelvin. Kelvin had endorsed Tesla's theories and proposed system for the wireless transmission of electrical power. [12] Tesla continued to study Hindu and Vedic philosophy for a number of years as indicated by the following letter written to him by Lord Kelvin. [13]

15, Eaton Place
London, S.W.

May 20, 1902

Dear Mr. Tesla,

I do not know how I can ever thank you enough for the most kind letter of May, 10, which I found in my cabin in the Lucania, with the beautiful books which you most kindly sent me along with it: -"The Buried Temple", "The Gospel of Bhudda", Les Grands Initiés", the exquisite edition of Rossetti's "House of Life", and last but not least the Century Magazine for June, 1900 with the splendid and marvelous photographs on pp. 176, 187, 190, 191, 192, full of electrical lessons.

We had a most beautiful passage across the Atlantic, much the finest I have ever had. I was trying hard nearly all the way, but quite unsuccessfully, to find something definite as to the functions of ether in respect to plain, old fashioned magnetism. A propos of this, I have instructed the publishers, Messrs. Macmillan, to send you at the Waldorf a copy of my book (Collection of Separate Papers) on Electrostatics and Magnetism. I shall be glad if you will accept it from me as a very small mark of my gratitude to you for your kindness. You may possibly find something interesting in the articles on Atmospheric Electricity which it contains.

Lady Kelvin joins me in kind regards, and I remain,

Yours always truly,
Kelvin

Thank you also warmly for the beautiful flowers

Tesla and Russell

Walter Russell was one of the most accomplished artists, sculptors, writers and scientists of this century. His periodic chart of the elements accurately predicted the location and characteristics of four elements years before they were discovered in laboratories. These are now known as Deuterium, Tritium, Neptunium, and Plutonium. Russell apparently entered into a heightened state of awareness after being struck by lightning. He began several weeks of drawing and writing about the basic nature and makeup of the physical universe. Russells' family finally called the family doctor to determine if Russell should be committed to an mental institution. The doctor, upon seeing the results of Russells weeks of work, said that he did not know what Russell was doing, but that he definitely was not mad.

Although the exact time and occasion of their meeting has not yet been determined, Nikola Tesla and Walter Russell did meet and discuss their respective cosmologies. 14 Tesla recognized the wisdom and power of Russells' teaching and urged Russell to lock up his knowledge in a safe for 1,000 years until man was ready for it. [15]

The Appearance of Free Energy or Why Free Energy has not yet Happened: Comments, Possibilities and Socio Economic Implications

Although Tesla did not accept many of the tenants of relativity and quantum theory and never made the connection between matter and energy, he did recognize the possibility of free and unlimited energy as demonstrated by the following statement. [16]:

“Can Man control [the] grandest, most awe inspiring of all processes in nature?...If he could do this, he would have powers almost unlimited and supernatural... He could cause planes to collide and produce his suns and stars, his heat and light. He could originate and develop life in all its infinite forms....[Such powers] would place him beside his creator, make him fulfill his ultimate destiny.”

We see that Tesla is asking a question, speculating, searching for an answer. If Tesla had developed free energy sources or learned how to manipulate space time and gravity, during the time of his most public and productive years, (up until about 1920), he would have had answers to those questions.

Tesla's most misunderstood invention is popularly known as the "Death Ray". It was simply a particle beam weapon which he proposed in 1937 and was fabricated under contracts with Alcoa Aluminum and the English and Italian governments. [17] It used electrostatic propulsion techniques and similar devices are being developed today by the Strategic Defense Initiative Organization (SDIO) and the US Army Strategic Defense Command. [18]

So we see that mankind has not yet harnessed the infinite power of the universe as envisioned by Nikola Tesla. The question remains, why not?

Free energy devices, if they are feasible, are not about smaller faster microcircuits or a bigger better mouse traps. This is a technology which may revolutionize the socio-economic status quo on planet Earth. At this moment the big pie is unevenly divided. One quarter of the population on this rock, the third stone from the sun, consumes three quarters of the yearly resource output. As one can easily deduce, from a brief study of world affairs, there are about three billion people who have just about had it with this scenario. There are wars starvation and strife in every nook and cranny of the planet. So what do we do about it?

Spaceship Earth Needs a Flight Plan

Either we divide the pie more evenly or we make the pie larger. The first option requires that our standard of living must fall so that the standard of living in the third world may rise. The second option allows us to maintain our standard of living while we help raise the standard of living of under privileged nations. This we must do. It is our destiny. It is our responsibility. It is our final test.

Thirty thousand people starve to death every day on this planet, most of them are children. Nations fight nations, war is part of our lives. What drives our economy in the western world, allows us to enjoy a high standard of living, a life of leisure compared to our neighbors south of the imaginary line called a border? Many answers both economic, social, political, and spiritual can be given. We do know that the standard of living that a nation enjoys is directly related energy consumption.

Energy drives the economies of nations and Tesla's lifelong goal was to make electric power equally available to all people anywhere on this planet. He continued to promote his plan for the wireless transmission of power in the yearly interviews he gave on his birthday as late as 1940. [19] Electrical power allows on site processing of raw materials. Electrical power can run pumps from water wells in areas affected by drought. Electrical power delivered to the poverty stricken areas of the world can make the pie larger, can help bring about the needed economic equality which is our birth right.

Why hasn't power been made equally available to all people and nations? Why haven't the much touted free energy devices described by Tom Bearden, John Bedini, Bruce DePalma, and others ever materialized? Perhaps because "easy things are seldom done for the same reason that impossible things are rarely done: no one will pay for anything believed to be easy or impossible". [20] Perhaps because when we talk about power there is more there than one would initially visualize. What we are talking about is personal power, national power, planetary power, karmic power and the power of love.

The sages tell us that in order to enjoy power we have to let go of power, to overcome ourselves. As an example this author can describe one of his recent experiences. After a very successful symposium celebrating the 100th year after Nikola Tesla arrived in the United States [21], a nonprofit corporation, 501(c)(3), was formed specifically to encourage and pursue research into the inventions and discoveries of Nikola Tesla. Two years later, after a second symposium, several of the founding members approached the

board of directors with a proposal to validate Tesla's claim that wireless transmission of power was possible. Board members suggested that permission be obtained from the FCC, an environmental impact statement be filed with the EPA, and we should go form "our own nonprofit corporation". It was also decided that since there was no procedure to cover research, the organization could not be involved.

Another goal of the organization had been to establish a museum to be named the Nikola Tesla Museum of Science and Technology. We proposed that since 60 -70 billion dollars are given away to nonprofit organizations annually, we had as good a chance as any other organization for obtaining funding, for a museum or research. We reasoned that [23]:

"Since only 16% of the museums in this country are science museums, this museum in honor of Nikola Tesla will help educate the public in technological areas. With the need for economic revitalization of industry in Colorado, 1986 is the time to begin supporting the scientific education of our region. With the current statistics showing that the United States is falling behind the world technologically, the effort to educate the public is becoming more important, and the surge of public awareness of Nikola Tesla's inventions makes him an appropriate namesake for a science and technology museum."

The board moved to table our proposal indefinitely.

What had happened? Of the 15 - 20 people that had started the organization only four remained as part of the governing body. Three of those members were opposed to research. The collective mind of the board of directors had become the antithesis of the momentum Tesla had gained in his lifetime. Unlike the independent inventor and businessman, the board was now composed of members who were bureaucrats and paper pushers for Fortune 500 companies. Tesla was a vegetarian, the board members all ate meat. Tesla did not ask for permission to be inventive and strike out on bold new adventures, the board needed approval from higher sources. The dichotomies were endless.

Tesla's visions have been delayed for 89 years. The squabbling started with Thomas Edison, J.P. Morgan and Nikola Tesla himself. [24] It continues to this day. Perhaps the reason for the delay of wireless power transmission or free energy devices lies even deeper within the human psyche. Is it possible that we could compare the Tesla story to a biblical story? Bruce Gordan thinks so. In Gordan's analysis Tesla's attempt at building a prototype magnifying transmitter parallels Genesis 11:1-9. [25]

"The message; human curiosity and technological derring-do makes God nervous; God demolishes project, confounds language".

Gordan further outlines the the scenario as follows:

"When everything is perfect, the right time shows up." [26] This is equivalent to saying, "Absolute knowledge in the hands of one whose heart is not yet tender, would be a terrible weapon." [27] We might postulate that technological developments do not occur until the planet is ready. The recent examination of the theory of Gaia credits the Earth with an

intelligence. *"Thousands of years ago, by means of seeing, sorcerers became aware that the Earth was sentient and that its awareness could affect the awareness of humans."* [28] By implication of reciprocity the reverse could be true. The group or collective unconscious is still struggling with the result of quantum and relativity theory. We as a race were ready for nuclear power, everything was perfect and the right time showed up. Soon we will have put the technology to good use or abandon it to insure our survival as a species.

So what do you do about it?

Free Energy: Creating an Idea Whose Time Has Come

Wireless transmission of power and free energy have not happened yet, perhaps we aren't ready, perhaps the Earth isn't ready. Pogo said it best, " we have met the enemy and it is us." In the Jungian view of collective unconscious, things happen when the time is right, we get what we agree to. We need a flight plan. And that plan must realize that:

WHEN THE POWER OF LOVE OVERCOMES THE LOVE OF POWER THERE WILL BE PEACE

[Source; Girls Lavatory, Boulder High School, Boulder, Colorado]
Described as "Post Industrial, neo-technical, teen-age graffiti."



Swami Vivekananda with Nikola Tesla

"So astounding are the facts in this connection, that it would seem as though the Creator, himself had electrically designed this planet...."

Nikola Tesla describing what is now known as Schumann Resonance (7.8 Hz) in "The Transmission of Electrical Energy Without Wires As A Means Of Furthering World Peace", *Electrical World And Engineer*, January 7, 1905, PP 21-24.

References:

1. Ratzlaff, John, *Tesla Said*, Tesla Book Company, PO Box 1649, Greenville, TX 75401, 1984.
2. Yogananda, Paramahansa, *Autobiography of a Yogi, Self-Realization Fellowship*, 3880 San Rafael Ave., Los Angeles, CA 90065, 1985.
3. Cheney, Margaret, *Man Out of Time*, Prentice Hall, 1981.
4. Hunt, Inez and Draper. Wanetta, W., *Lightning In His Hand, The Life Story Of Nikola Tesla*, Omni Publications, Hawthorne, CA, 1981.
5. O'Neal, John, J., *Prodigal Genius, The Life Of Nikola Tesla*, Ives Washington, Inc., 1944.
6. Anderson, Leland, personal communication. See also Anderson, L.I., and Ratzlaff, J.T., *Dr. Nikola Tesla Bibliography*, Ragusan Press, 936 Industrial Avenue, Palo Alto, CA 94303, 1979.
7. Nikhilananda, Swami, Vivekananda, *The Yogas and Other Works*, Ramakrishna-Vivekananda Center, New York, 1973.
8. Nikhilananda, Swami.
9. Dobson, John, personal communication.
10. Dobson, John, *Advaita Vedanta and Modern Science*, Vedanta Book Center, 5423 S. Hyde Park, Chicago, IL 60615, 1979.
11. Nikhilananda, Swami.
12. Burke, Marie Louise, *Swami Vivekananda in the West, New Discoveries, The World Teacher, Advaita Ashrama, Mayavati, India*, 1985, p. 500
13. Grotz, T., "Artificially Stimulated Resonance of the Earth's Schumann Cavity Waveguide", *Proceedings of the Third International New Energy Technology Symposium/Exhibition, June 25th-28th, 1988, Hull, Quebec, Planetary Association for Clean Energy, 191 Promenade du Portage/600, Hull, Quebec J8X 2K6 Canada*
14. From the personal collection of L. Anderson.
15. Russell, Lao. personal communication.
16. The University of Science and Philosophy, Swannanoa, Waynesboro, VA 22980, (703) 942-5161.
17. First written by Tesla on May 13, 1907, for the "Actors Fair Fund", text transcribed from an A.L.S. in the collections of the Bakken Library of Electricity in Life. The article later appeared in the "New York American", July 6, 1930, pg. 10.
18. Tesla, Nikola, *The New Art of Projecting Concentrated Non-Dispersive Energy Through Natural Media*, *Proceedings of the Tesla Centennial Symposium*, Grotz, T. & Rauscher, E., Editors, 1984.
19. Turchi, P.J., Conte, D., Seiler, S., *Electrostatic Acceleration of Microprojectiles to Ultrahypervelocities*, "Proceedings of the Seventh Pulsed Power Conference", June 12th-14th, Monterey, California, Jointly Sponsored by the DOD, DOE, and the IEEE Electron Devices Society.
20. "Death Ray for Planes", *New York Times*, September 20, 1940.

20. Pawlicki, T.B., Exploring Hyperspace, 848 Fort Street, Victoria, B.C., Canada, electronic book on floppy disk, 1988, (Log onto the TESLA BBS at (719) 486-2775 for copy of ASCII text files)
21. Broad, William J., "Tesla a Bizarre Genius, Regains Aura of Greatness", New York Times, Aug. 28th, 1984
22. Deleted
23. Grotz, T., & Sheppard, J., The Nikola Tesla Museum of Science and Technology submitted to the Board of Directors December 12th, 1986. [Available as an ASCII text file on the TESLA BBS (719) 486-2775]
24. Cheney, Margaret, Tesla, Man Out of Time, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, NJ, 1981.
25. Gordan, Bruce, private communication, 1988.
26. Arguelles, Jose & Lloydine, personal communication.
27. Hercules, Michael, The Circle of Love, published by the author.
28. Castenada, Carlos, The Power of Silence, Further Lessons of don Jaun, Simon and Schuster, New York, 1987, Pg. 120.

About the Author...

Mr. Toby Grotz, President, Wireless Engineering is an electrical engineer and has years of experience in the field of geophysics, aerospace and industrial research and design. While working for the Geophysical Services Division of Texas Instruments and at the University of Texas at Dallas, Mr. Grotz was introduced to and worked with the geophysical concepts which are of importance to the wireless transmission of power. As a Senior Engineer at Martin Marietta, Mr. Grotz designed and supervised the construction of industrial process control systems and designed and built devices and equipment for use in research and development and for testing space flight hardware. Mr. Grotz also worked for the public utility industry installing mini computer based pollutant measuring data acquisition systems in fossil fuel power plants and as a results engineer in a nuclear power plant. Mr. Grotz organized and chaired the 1984 Tesla Centennial Symposium and the 1986 International Tesla Symposium and was president of the International Tesla Society, a not for profit corporation formed as a result the first symposium. As Project Manager for Project Tesla, Mr. Grotz aided in the design and construction of a recreation of the equipment Nikola Tesla used for wireless transmission of power experiments in 1899 in Colorado Springs. Mr. Grotz received his B.S.E.E. from the University of Connecticut in 1973.

Reprinted from Web Publication by Mountain Man Graphics, Australia - Southern Autumn of 1997

Nationalism and Swami Vivekananda

R. Balasubramaniam



We live in times where patriotism has been reduced to celebrating by bursting firecrackers after India wins a cricket match, especially against Pakistan. Waving the tricolor and shouting slogans like ‘Bharat Mata Ki Jai’ and ‘Jai Hind’ have now become symbols of street-corner Nationalism. In this kind of setting, how does one view the life and times of patriots like Bhagat Singh, Chandrashekar Azad, Mahatma Gandhi and Subhas Chandra Bose? Can our expression of patriotism go beyond this mere sloganeering into something more constructive and useful? Many of our own national heroes who believed in living every minute of their lives for the progress of our Nation have claimed to have drawn their inspiration from Swami Vivekananda. Many of us today continue to see Swami Vivekananda as one of India’s greatest Nationalists. How

would Swamiji have interpreted Nationalism? One incident that happened in 1897 just before Swamiji went on his second visit to the West throws some light on this.

It was the days when famine raged with all its attendant suffering and Swamiji’s dominant thought was for the victims. The cry of the distressed seemed to transfix his heart and he was completely consumed by the desire to ameliorate their suffering and want. All who heard him talk at that time about the ways of alleviating the lot of the people were amazed by the intensity of his sympathy for his countrymen. There were occasions when pandits, who had come to discuss matters of theology and philosophy, found these matters swept aside in the flood-tide of his compassion, and what to them seemed mundane matters formed almost the entire subject of discussion. For instance, possibly about this time, Pandit Sakharam Ganesh Deuskar, the respected editor of Hitavadi, came to see the Swami with two friends. Learning that one of them came from Punjab, the Swami entered into conversation with him on the needs of that province, especially about the scarcity of food there, and how that had to be met. The talk drifted to the duty of the upper classes to provide the poor with education and to the subject of the betterment of their material and

social conditions generally. Before taking leave the Punjabi visitor courteously expressed his regret as follows: “Sir, with great expectations of hearing various teachings on religion we came to see you. But unfortunately our conversation drifted towards mundane matters. I believe it was a mere waste of time.” On hearing this, Swamiji became very serious and said, “Sir, as long as even a stray dog of my country remains without food, my religion will be to feed and take care of them. All else is either non-religion or false religion.” The three visitors were stuck dumb by Swamiji’s flaming words. Years after his passing away, Pandit Deuskar, when relating the incident, said that those words remained ever grafted on his mind and made him realize, for the first time, what true patriotism meant.

On another occasion, a pandit of northern India came to argue with him on the Vedanta. Swamiji was then much depressed at his helplessness in coping with the wide-spread famine. Without giving the pandit any opportunity to discuss the scriptures, he said, “Panditji, first of all try to ameliorate the terrible distress that is prevailing everywhere, to still the heart-rending cry of your hungry countrymen for a morsel of food; after that come to me to have a debate on the Vedanta. To stake one’s whole life and soul to save thousands who are dying of starvation – this is the essence of the religion of the Vedanta.”

At a time when the nation is reeling with issues of moral degradation, corruption, lack of value-based leadership, society rampant with human brutality and forces that constantly seek to divide rather than unite, what we need is the spirit in which Swami Vivekananda interpreted Patriotism and Nationalism. For him these were not merely emotions for public consumption but reflected a deeper, pragmatic conviction that resulted in concrete action. This positive action meant wiping away the widow’s tears and bringing a piece of bread to the orphan’s mouth. It meant waging a battle against poverty, social evils and the constant striving to bring in equity, justice and fairness in all public affairs. A new India can arise only when we translate this vision of Swami Vivekananda into reality.

Reprinted from Balu’s Musings.

Dr R.Balasubramaniam (Balu) is a development activist, social innovator, writer and a leadership trainer. After getting his degree in Medicine, he earned his M.Phil from the Birla Institute of Technology & Sciences, Pilani. He has a Masters in Public Administration from Harvard University. He is a Tata Scholar, a Mason Fellow in Public Policy & Management of the Harvard University and was a Fellow at the Hauser Center for Non-Profits, Harvard University. He is the Frank H T Rhodes Professor at Cornell University and an adjunct Professor at the University of Iowa, USA.

স্বামীজীর স্বদেশ-প্রেম ও ভারতে নবজাগরণ সাগরিকা বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে (১৬ই অগাস্ট, ১৮৮৬) স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারত-আত্মার খোঁজে কলকাতা ছেড়ে বাইরের জগতে পা রাখছেন তখন তিনি বলেছিলেন, ‘যখন ফিরব তখন বোমার মতো ফেটে পড়ব।’ বস্তুতঃ হয়েছিল তাই।

পরিব্রাজক জীবনের পরবর্তীকালে স্বামীজীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অধ্যায় শুরু হ’ল যখন ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি রূপে তিনি তাঁর অসামান্য বক্তৃতাটি উপস্থিত করলেন। তিনি যখন ‘Sisters and brothers of America’ বলে সম্বোধন করলেন- তাঁর সেই আন্তরিক ডাক গিয়ে পৌঁছাল উপস্থিত সাত হাজার দর্শকের হৃদয়ে। তাঁরা প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় তিন মিনিট ধরে করতালি দিয়ে স্বাগত জানালেন সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আসা অপরিচিত এই যুবকটিকে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের এক সন্ন্যাসীরূপে স্বামীজী ডাক দিলেন ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠে অপরের ধর্মকে শুধুমাত্র সহ্য করা নয়, তাকে স্বীকার করার অঙ্গীকারের জন্য। এরপর তিনি ঐ ধর্ম মহাসভায় আরও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর সভার শেষ অধিবেশনে তিনি বললেন, ‘যুদ্ধ নয় সাহায্য, ধ্বংস নয় মিলন, বিভেদ নয় সমন্বয় ও শান্তি।’ স্বামীজী তাঁর বলিষ্ঠ, উদার চিন্তাধারা দিয়ে উপস্থিত সমস্ত দর্শকদের মুগ্ধ করলেন, তথা আমেরিকাবাসী ও ভারতবাসীর হৃদয় জয় করলেন। এর পর শুরু হ’ল আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে স্বামীজীর বক্তৃতার আসর। তিনি দুবার ইংল্যান্ডে ভ্রমণ করেন এবং সেখানেও বহু জায়গায় বক্তৃতা দেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় এইসব বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তিনি বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তোলেন। আমরা জানি এরপর স্বামীজী যখন দেশে ফেরেন, তাঁর গুণগ্রাহী একদল বিদেশী মহিলা ও পুরুষ নিজেদের আরামের আশ্রয় ত্যাগ করে তাঁকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষে আসেন। স্বামীজী তাঁদের মাতৃভূমির কাজে নিযুক্ত করেন।

শিকাগো ধর্মমহাসভা শেষ হবার পরে সভার প্রেসিডেন্ট ডঃ বরোস স্বামীজীর সম্বন্ধে বললেন, ‘India the mother of religion was represented by Swami Vivekananda, the orange monk, who exercised the most wonderful influence over his audience.’ বস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট লিখল- ‘কোন সন্দেহ না রেখেই ধর্মমহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।’ দ্য নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক লিখল ‘এই সুবক্তা ঐশ্বরীয় শক্তিতে সমৃদ্ধ। আর গৈরিক বস্ত্র পরিহিত সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, তাঁর উচ্চারিত শব্দের থেকে কিছু কম আকর্ষক ছিল না।’ দ্য নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড লিখল- ‘নিঃসন্দেহে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্মমহাসভার সবথেকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর কথা শোনার পরে আমরা বুঝতে পারি ভারতবর্ষের মতো শিক্ষিত দেশে ধর্মযাজক পাঠানো কতটা নির্বুদ্ধিতার কাজ।’ দ্য মিরর লিখল, ‘এই বৃহৎ সমাবেশের কাছে সবচেয়ে আকর্ষক ব্যক্তিদের অন্যতম হলেন হিন্দু তাত্ত্বিক এবং সুপন্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ। তারুণ্যে ভরা মনোহরী রূপ নিয়ে তিনি এমন এক ভাষণ দিলেন যে ধর্মকংগ্রেসকে যেন একেবারে জয় করে নিলেন। সেখানে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের বিশপ ও মিনিষ্টাররা উপস্থিত ছিলেন- তাঁদের যেন তিনি উড়িয়ে নিয়ে গেলেন।’

ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অসামান্য সাফল্যের সংবাদ ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হ’ল ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায়। অপরিচিত হিন্দু সন্ন্যাসীর অভূতদয় বার্তার চেউ এসে জাগিয়ে তুলল শিরদাঁড়াহীন, ভীত-সঙ্কস্ত, দারিদ্রের ভারে কাতর পরাধীন ভারতবাসীকে। ১৮৯৩-১৮৯৬ সালে স্বামীজী পাশ্চাত্য জগতে যে অসাধারণ সম্মান অর্জন করেছিলেন তা ভারতীয়দের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান বোধ, যা নব-জাগরণের সূচনায় ভারতবর্ষকে সাহায্য করেছিল। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির কর্ণধার অ্যানি ব্যাসন্ত লিখেছেন, ‘শিকাগোর আবহাওয়ার মধ্যে জ্বলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত গুণ্ড, চকিত দ্রুতগতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোষাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাসী তাঁর পরিচয় কিন্তু তিনি সৈনিক সন্ন্যাসী। প্রথম দর্শনে তাঁকে সন্ন্যাসীর থেকে সৈনিক বলেই মনে হয়। দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে তাঁর দেহের রেখায় রেখায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন কৌতূহলী অর্বাচীনদের দ্বারা, যারা কোনমতেই নিজেদের দাবী ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। যেন

তারা বলতে চায় তিনি যে সুপ্রাচীন ধর্মের প্রতীক-পুরুষ, সেই ধর্ম আশেপাশে সমবেত ধর্মসমূহের মহিমার চেয়ে হীনতর। কিন্তু তা হবার নয়- ধাবমান ও উদ্ধত পাশ্চাত্য দেশের কাছে যতক্ষণ ভারতের এই বাণীবহ সন্তান বর্তমান আছেন ততক্ষণ সে লজ্জিত থাকবে না। ভারতের বাণীকে তিনি বহন করে এনেছেন, ভারতের নামে তিনি দাঁড়িয়েছেন। প্রাণবন্ত, শক্তিদ্র, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্থির স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষের মধ্যে পুরুষ- নিজেকে উত্তোলন করার মতো সামর্থ্য সম্পন্ন পুরুষ।’

এরপর আরো বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিবেকানন্দের সাফল্যগাথা ভারতবর্ষে এল ও সারা দেশকে কাঁপিয়ে তুলল তার ভিত্তি থেকে, শিহরণ জাগালো ভারতবাসীর প্রাণে। আজকের দিনে সেকথা কল্পনারও বাইরে যে কোথাও কোন আপস না করে, এতটুকু মাথা নত না করে, নিজ তেজ ও কৃতিত্বে স্বামীজী যা অর্জন করেছিলেন তা পরাধীনতার গ্লানিতে জর্জরিত ভারতবাসীর জীবনে কী অসাধারণ অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। তারই সঙ্গে বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম একটা উদাহরণ স্থাপিত হ’ল যেখানে একজন ব্যক্তির বহির্বিশ্বে সাফল্যের সংবাদে একটা সমগ্র জাতি জেগে উঠল। ইন্ডিয়ান মিরর লিখল- ‘স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণ ও প্রচারের বাস্তব ফল সেখানে যাই হোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে তার দ্বারা ইতিমধ্যেই সভ্য পৃথিবীর কাছে খাঁটি হিন্দুধর্মের গুণাবলী বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। এই কাজের জন্য সমস্ত হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতা স্বামী বিবেকানন্দ পাবেন।’ মাদ্রাজের সংবাদপত্র হিন্দু লিখেছিল, ‘ঐ সময়ের মধ্যেই স্বামীজী বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের সমতুল্য বলে প্রতিভাত হয়েছেন। বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় ধর্মকে জাগালেন, যাতে ভারতের জাগরণের সূচনা হ’ল। তিনি কেবল ভারতেরই ধর্মকে জাগালেন না- পৃথিবীতে শুরু হয়ে গেল এক নতুন ধর্মচেতনার কাল। বিবেকানন্দ সেই চেতনার উৎসমুখকে উন্মোচন করে দিলেন।’

বিদেশে থাকার সময় থেকেই স্বামীজী ভারতে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর অন্যান্য সন্ন্যাসীভাই ও অনুগত শিষ্যদের সঙ্গে নিয়মিত পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে। তিনি নিয়মিত অর্থ-সাহায্য পাঠাতেন ও উপদেশ দিতেন সমাজ-সেবার কাজে নিযুক্ত হবার জন্য। গুরুভাই স্বামী অখন্ডানন্দকে লিখলেন, ‘যাও, দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের দরজায় গিয়ে তাদের শিক্ষা দাও, সেবা করো, চুপচাপ ঘরে বসে থাকলে কিছুই হবে না।’

১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী স্বামীজীর জাহাজ কলম্বোতে (তখন ভারত ভূখন্ডের অন্তর্গত) গিয়ে পৌঁছল। এক নতুন ভারত তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। বিবেকানন্দের বিজয়রথ গড়িয়ে চলল কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ে। সেই রথের ঘোড়া খুলে দেশবাসী নিজেরা তাঁকে টানল। তাদের প্রাণোচ্ছ্বাসে, করতালিতে, কলরব ও হর্ষে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল। তাঁকে যে সম্মান দেওয়া হ’ল তার উত্তরে স্বামীজী বললেন, ‘আমি সেনাপতি নই, রাজা নই, ধনী নই, আমি শুধু সন্ন্যাসী- দরিদ্র ভিখারী সন্ন্যাসী। আমার জন্য এই সম্বর্ধনা- এ কী আমার জন্য, না আমি যে আদর্শের জন্য দাঁড়িয়ে আছি তার জন্য! এ কী ভারতের পরমানন্দের, একান্ত হৃদয়ের আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়! হে ভারত ভুলো না তোমার চির-সম্পদকে।--- পূর্বে সকল হিন্দুদের মতো আমিও বিশ্বাস করতাম ভারত পুণ্যভূমি - কর্মভূমি। আজ এই সভায় দাঁড়িয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি- তা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীতে এমন কোন দেশ থাকে যাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা যায়, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা বেশি গুণের বিকাশ হয়েছে, যেখানে চরম আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে- তবে নিশ্চয় করে বলতে পারি, সে দেশ আমার মাতৃভূমি- এই ভারতভূমি।’ পস্বানে স্বয়ং রাজা এসে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, ‘স্বামীজী এসেছেন তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে বা তর্ক করতে নয়। তিনি এসেছেন শঙ্করাচার্য, রামানুজ, বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট এবং মহম্মদের ধর্মের উদ্দেশ্যে ভাতৃত্বের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করতে।’ এইভাবে রক্ষণশীল মাদ্রাজ ও সমগ্র দক্ষিণ ভারত সম্বর্ধনা জানাল এমন একজনকে, যিনি কালাপানি পার হয়েছেন, স্নেলচ্ছদের সঙ্গে খেয়েছেন, যিনি প্রচলিত রীতিনীতি কিছুই মানেন না!

মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়ে ২০শে ফেব্রুয়ারী স্বামীজীর স্টিমার গিয়ে ভিড়ল বজবজে। সেখান থেকে স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদা। সেই স্টেশন তখন উৎসবের রূপ নিয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছে স্বামীজীকে হৃদয়ের অভ্যর্থনা জানাতে। সারা পথটি পতাকা, ফুল-পাতা এবং বিজয় তোরণে সজ্জিত, যার ওপর লেখা ছিল স্বাগতবাণী। সমস্ত বাড়ির ছাদ মানুষের ভিড়ে বোবাই। জায়গায় জায়গায় নহবৎ বসেছে, যেখানে বাজছিল মঙ্গল রাগিনী। ২৮শে ফেব্রুয়ারী শোভাবাজার রাজবাড়ির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্বামীজীকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধনা

জ্ঞাপন করা হ'ল। সভাপতির ভাষণে রাজা বিজয়কৃষ্ণ বলেন, 'বিবেকানন্দের মতো মানুষ কোটিতে গুটি মেলে। তিনি নরকুলে নরেন্দ্র। বিদেশে তাঁর কর্মসামান্য স্বদেশের জাতীয় জীবনে বেগ সঞ্চারণ করেছে, জাতীয়তা যার ফল- পরিণতি। তিনি এসেছেন বিজয়ী বীরের মতো, তাঁকে প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই।' এই অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বললেন, 'হে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসীগণ, তোমাদের কাছে আমি সন্ন্যাসীভাবে উপস্থিত হইনি, ধর্মপ্রচারক রূপেও নয়। তোমাদের কাছে পূর্বের ন্যায় কলকাতাবাসী বালকরূপে আলাপ করতে উপস্থিত হয়েছি। হে ভ্রাতৃগণ! আমার ইচ্ছে হয় এই নগরীর রাজপথের ধুলোর ওপর বসে বালকের ন্যায় সরল প্রাণে আমার মনের সব কথা খুলে বলি। পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের ঠিক আগে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, -স্বামীজী, চার বছর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবমুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের পরে আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগবে? - আমি বললাম- পাশ্চাত্যভূমিতে আসার আগে আমি ভারতকে ভালবাসতাম। এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে তীর্থস্বরূপ।' আরো বললেন- 'উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধতা--- ওঠো জাগো! জগৎ তোমাদের আহ্বান করছে। জগতের অন্যান্য প্রান্তে বুদ্ধিবল আছে, ধনবল আছে, কিন্তু আমার মাতৃভূমিতে উৎসাহ আছে--- ভেবো না তোমরা দরিদ্র, তোমরা বুদ্ধিহীন। কে কোথায় দেখেছে টাকায় মানুষ করেছে- মানুষই টাকা করে। জগতের যা কিছু উন্নতি সব মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের শক্তিতে হয়েছে।' এরই পাশাপাশি তিনি দৃঢ় ভাষায় শিক্ষার দিয়ে সমগ্র জাতিকে তার অলসতা, কুসংস্কার ও অশিক্ষার কবল থেকে টেনে বার করে তাকে কর্মমুখর করে তোলার জন্য অফুরন্ত উৎসাহ দিয়েছিলেন। শেষে তিনি বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা- 'আপনারা আমার হৃদয়ের আরো এক তন্ত্রী, সর্বাপেক্ষা গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করেছেন- আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্টদেবতা, প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম গ্রহণ করে। যদি কায়-মন-বাক্য দ্বারা আমি কোন সৎকার্য করে থাকি, যদি আমার মুখ থেকে এমন কোন কথা বেরায়, যাতে জগতের কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হয়েছে, তাতে আমার কোন গৌরব নেই, তা তাঁর। কিন্তু যদি আমার জিভ কখনও অভিশাপ বর্ষণ করে থাকে, যদি আমার মুখ থেকে কখনো কারো প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য বার হয়ে থাকে, তবে তা আমার, তাঁর নয়। যা কিছু জীবনপ্রদ, বলপ্রদ, যা কিছু পবিত্র, সকলই তাঁর শক্তির খেলা, তাঁরই বাণী, তিনি স্বয়ং।'

দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের নবভারত গঠনের ভাবনা তাঁরই ভাষায় বলা যায়- 'নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের বুপড়ির মধ্যে থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে।' প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা কোন জাতীয় সংগঠনে যোগদান না করলেও নতুন ভারত গঠনের ভাবনা-চিন্তা স্বামীজী সর্বদাই করতেন। ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কাজে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর ভাষায়- 'আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে যে কেউ স্পষ্ট দেখতে পাবে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী।--- তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক- আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা।'

জগদ্বরলাল নেহেরু বলেছেন, 'সাধারণ অর্থে রাজনীতিবিদ বলতে যা বোঝায়, স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে তা ছিলেন না। তবুও তিনি ছিলেন ভারতের আধুনিক জাতীয় আন্দোলনের একজন স্রষ্টা।--- পরবর্তীকালে যারা জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে সেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।'

স্বামীজী বলতেন, 'শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু।' বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ ও তাঁর ভাই বরিন্দ্রকুমার বিবেকানন্দের 'শক্তি সাধনা' আদর্শের অনুগামী ছিলেন। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, 'ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করেছিলেন।' তিনি আরো বলেন, 'স্বামীজীর আমেরিকায় ভ্রমণ ও তার পরবর্তী সমস্ত কাজ- ভারতের জন্য যা তিনি করেছিলেন, তা হাজারটা লন্ডন-কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশী। সেটাই ছিল প্রকৃত নব-জাগরণ।'



বিবেকানন্দের বৈচিত্র্যময় শিক্ষা মালবিকা চ্যাটার্জী

বিবেকানন্দ যে একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন সে সম্বন্ধে সকলেই অবগত। বিবেকানন্দের নামে সর্বপ্রথম আমাদের মনে গেরুয়াধারী সৌম্যকান্ত এক যোগীর চেহারা ফুটে ওঠে। তাঁর সেই সুঠাম বুদ্ধিদীপ্ত অবয়ব পরিচয় দেয় তাঁর পান্ডিত্য ও অগাধ জ্ঞানের। তিনি যে দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন সেখানেই চিহ্ন রেখে গেছেন।

তাঁর জন্ম হয়েছিল সোমবার ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৩ সালে, ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে। সেই বাড়িটি এখন রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র। মা ভুবনেশ্বরী দেবী ও বাবা বিশ্বনাথ দত্ত দ্বারা নরেন্দ্রনাথ বহুভাবে প্রভাবিত হন। বাবা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে একজন নামজাদা অ্যাটর্নি ও যুক্তিবাদী, মা ছিলেন পরম ভক্তিমতী। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের সঙ্গে জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর পরিচয় ঘটে। যার ফলে তিনি অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুই সহজে গ্রহণ করতে পারতেন না। আবার অপর পক্ষে ছেলেবেলা থেকেই ধ্যান ও আধ্যাত্মিকতার দিকেও ছিল যথেষ্ট আকর্ষণ। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি আমার মায়ের কাছে ঋণী।’

বাড়িতেই তাঁর শিক্ষার সূত্রপাত। পরে ১৮৭১ সালে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং ১৮৭৯-এ এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। ১৮৮০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন, এক বছর সেখানে অধ্যয়ন করে ১৮৮১ তে চলে যান স্কটিশ চার্চ কলেজে। ১৮৮১ তে এফ্ এ পরীক্ষায় পাস করেন আর ১৮৮৪ তে ব্যাচেলার অফ আর্টস ডিগ্রী পান। বিবেকানন্দের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ আর ছিল বিভিন্ন বিষয়ের উপর আগ্রহ এবং অগাধ জ্ঞান। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ইতিহাস, সাহিত্য, বেদ, উপনিষদ, পুরান, ভাগবত গীতা ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে। তিনি একাধারে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গান ও বাজনা দুটিতেই পারদর্শী ছিলেন। ছোটবেলা থেকে শারীরিক ব্যায়ামের দিকেও নজর ছিল তাঁর।

স্কটিশ চার্চ কলেজে তিনি যখন পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে লেখাপড়া করেছিলেন, সেই সময় সে কলেজের অধ্যক্ষ Dr. William Hestie বলেছিলেন, ‘Narendra is really a genius. I have travelled far and wide but I have never come across a lad of his talents and possibilities, even in German universities, among philosophical students.’ Dr. Hestie একবার সাহিত্যের ক্লাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘The Excursion’ কবিতাটি পড়তে গিয়ে কবিতায় ব্যবহৃত trance কথার মানে বোঝাবার সময় ছাত্রদের বলেছিলেন যে এই শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝতে গেলে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতে হবে। সেই শুনে তাঁর বেশ কিছু ছাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে গিয়েছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন এক আলোচনার পর বলেছিলেন, ‘আমি ভাবতেও পারিনি এই রকম একটি বাচ্চা ছেলে এতকিছু পড়েছে।’ বলা বাহুল্য শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় মানুষই তাঁর মেধায় অভিভূত হননি, যিনিই বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসেছেন তিনিই উপলব্ধি করেছেন সমস্ত বিষয়ে বিবেকানন্দের অগাধ পান্ডিত্য।

ছোট থেকেই নরেন্দ্রনাথের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরোপলব্ধির সঙ্গে সর্বোচ্চ অধ্যাত্ম সত্য উপলব্ধির ব্যাকুলতা প্রকট হয়ে ওঠে। যার জন্য তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রচুর ধর্মীয় ও দার্শনিক ধ্যান ধারণা নিয়ে পড়াশোনা করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনা অধ্যয়নের সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও বাংলা গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন। তিনি এক সময় ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন ও সেই সমাজের একেশ্বরবাদ, অপৌত্তলিকতা ও সংস্কার চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হন। বহু ধর্মের গুরুদের কাছ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রশ্নের সদুত্তর না পাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের অতি সহজ কথায় তাঁর মনে পরিপূর্ণতা আসে। শ্রীরামকৃষ্ণও এই প্রতিভাবান তরুণের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখে মুগ্ধ হন। তিনি সহজে শ্রীরামকৃষ্ণকে মানেননি- বহু প্রশ্ন, বিদ্রোহ, বহু যুক্তি-তর্ক, বহু পরীক্ষার পর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু মানেন এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই গুরু-শিষ্যের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন অতুলনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্যান্সারের সময় চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁকে তাঁর শিষ্যরা কাশীপুরে নিয়ে যান। তাঁর অসুস্থতার শেষ পর্বে নরেন্দ্রনাথ

ও তাঁর কিছু গুরভাইরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পাওয়া গৈরিক বসন ধারণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যার ফলে সেখানে রামকৃষ্ণ সংঘ তৈরী হয়। ১৮৮৭ সালের প্রথম দিকে নরেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই তাঁর নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ।

এর পর ১৮৮৮ থেকে শুরু হয় স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবন। লাঠি ও কমন্ডলুর সঙ্গে ভাগবত গীতা ও ঈশানুশরণ বইদুটি নিয়ে তিনি ভ্রমণ শুরু করেন। উত্তর ভারত, হিমালয়, রাজপুতানা, পশ্চিম ভারত, দক্ষিণ ভারত ইত্যাদি জায়গাগুলিতে যান। পরে বিদেশেও ভ্রমণ করেন প্রচুর- জাপান, চীন, ক্যানাডা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ইত্যাদি। সব জায়গায় ভারতের হিন্দুধর্ম বিষয়ে মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা দিয়ে জনমানবের মন জয় করেন। তাঁর সুললিত ভাষায় কথা বলার ভঙ্গি জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত। ফরাসী নোবেল লরিয়েট Romain Rolland বলেছিলেন, ‘His words are great music, phrases in the style of Beethoven, stirring rhythms like the march of Händel choruses.’

তিনি যখন পাঁচ বছর যাবৎ ভারতের নানান জায়গা পরিভ্রমণ করছিলেন তখন সেসব জায়গার শিক্ষায়তন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় ঘটে। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে সমবেদনা অনুভব করেন এবং জাতির উন্নতির কাজে মনোনিবেশ করেন। এইসব পর্যটনের সময় তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও বসবাস করেন। সেই যুগে এটি একটি বিশেষ সাহসিকতা ও উদারতার উদাহরণ রেখে গেছে।

বারাণসীতে ভ্রমণকালে তিনি পন্ডিত প্রেমদাস মিত্রের সংস্পর্শে আসেন এবং পরেও তাঁর সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। আমেদাবাদে থাকাকালীন তিনি ইসলাম ও জৈন সংস্কৃতির পাঠ সম্পন্ন করেন। সেসময় তিনি পোরবন্দরে নানা পন্ডিতদের কাছ থেকে দর্শন ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলি নিয়ে লেখাপড়া করেন। সেই সঙ্গে সভা পন্ডিতদের সঙ্গে বেদ অনুবাদের কাজও করেন। গোয়ার প্রাচীনতম কনভেন্ট-কলেজ রাতোল সেমিনারীতে সংরক্ষিত ল্যাটিনে রচিত ধর্মসাহিত্যের পান্ডুলিপি ছিল। মনে করা হয় সেখানে তিনি খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন আদি শঙ্করের ভাষ্যের ভিত্তিতে যে বেদান্ত দর্শন তৈরী হয়েছিল তাতে হিন্দু ধর্মের কথা সবথেকে সুন্দরভাবে বিবৃত আছে। তিনি বেদান্তের সার যা বুঝেছিলেন, তা হ’ল- জেগে ওঠো, সচেতন হও এবং লক্ষ্যে পৌঁছান পর্যন্ত থেয়ো না, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের গভীরে থাকা উৎকর্ষের প্রকাশ, ধর্ম হচ্ছে মানুষের অন্তরে দেবত্বের প্রকাশ ইত্যাদি।

১৮৯৩ সালে স্বামীজী স্যার জামশেদজী টাটাকে অনুপ্রাণিত করেন একটি বিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য। গড়ে ওঠে ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স’, যেটি এখন ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। জামশেদজী স্বামীজীকে অনুরোধ করেন সেখানকার প্রধান আসনটি গ্রহণ করতে, কিন্তু স্বামীজী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন কারণ সেটি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার কালে বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদী আদর্শের মূল কথাগুলি বলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ভারতে অনেক দার্শনিক ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবিত করেছিল। গান্ধীজীর সারা জীবনের উদ্দেশ্য ছিল বিবেকানন্দের ধারণাগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকরী করে তোলা। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতে বিবেকানন্দ হলেন আধুনিক ভারতের নির্মাতা। তিনি বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘সুগভীর, জটিল ও ঋদ্ধিসমন্বিত ব্যক্তিত্ব--- ত্যাগে বেহিসেবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনই বহুমুখী। ভাবাবেগে উচ্ছসিত স্বামীজী মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতির নির্মম সমালোচক ছিলেন, অথচ সারল্য ছিল তাঁর শিশুর মতো। আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল।’ শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দকে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু মানতেন। তিনি বলেছেন- ‘আর বিবেকানন্দ- মহাদেবের নয়ননিঃসৃত এক দীপ্ত কটাক্ষ। কিন্তু তার পিছনে ছিল সেই ভাগবত দৃষ্টি যা থেকে উদ্ভূত বিবেকানন্দ স্বয়ং, মহাদেব স্বয়ং এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বিশ্বাতীতীয় ওমা’ বিবেকানন্দের মৃত্যুর বহু বছর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Romain Rolland-কে বলেছিলেন, ‘যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই।’

বিবেকানন্দের কবি-প্রতিভাও ছিল সুপ্রসিদ্ধ। তিনি বেশ কিছু গান ও কবিতা লিখে যান। তাঁর রচিত দর্শন বিষয়ক বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল হিন্দু যোগদর্শনের উপর চারটি মৌলিক গ্রন্থ। তিনি মানবজাতিকে চারটি ভাগে ভাগ করেন।- যঁারা প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেন তাঁরা কর্মী, তাঁদের জন্য কর্মযোগ। যঁারা অন্তরের প্রেরণায় জীবনে কিছু অর্জন করতে চান তাঁরা ভক্ত, তাঁদের জন্য ভক্তযোগ। যঁারা মনের গতিবিধি বিচারে কাজ করেন তাঁরা মরমিয়া, তাঁদের জন্য রাজযোগ। আর যঁারা যুক্তির মাধ্যমে সবকিছু বুঝে নেন তাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের জন্য জ্ঞানযোগ।

স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক হিন্দুধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনিই এই ধর্মটি ভারতে ও ভারতের বাইরে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ভারতে যোগ ও ধ্যানের দ্বারা আত্মবিকাশের প্রচলিত পদ্ধতিগুলি তিনি পাশ্চাত্য দুনিয়ায় জনপ্রিয় করে তোলেন। বৈজ্ঞানিক নিকোলা টেসলা বিবেকানন্দের বৈদিক দর্শন শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯৯৫ সালে শিকাগোর মিশিগান অ্যাভিনিউ-এর একটি অংশের নাম রাখা হয় 'স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ে'।

মাত্র ৩৯ বছর বয়সের মধ্যে এই দৃঢ় মনোভাবের যুবক সারা পৃথিবীর মানুষের মনে রেখাপাত করেছিলেন, অর্জন করেছিলেন সবার কাছ থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা, এবং সর্বোপরি ভারতের মানুষকে শিখিয়েছিলেন জীবনের সেবা করে, নিজের কর্মে স্থির থেকে, উন্নত শিরে, নির্ভয়ে সত্যের পথে এগিয়ে চলতে। স্বামীজী তাঁর মায়ের একটি শিক্ষার কথা বারবার ব্যবহার করতেন- 'সারাজীবন পবিত্র থেকে, নিজের সম্মান রক্ষা করো, অন্যের সম্মানে আঘাত করো না। কোমল হও কিন্তু প্রয়োজনবোধে নিজের হৃদয়কে শক্ত রেখো।'

১২ই জানুয়ারি ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন 'জাতীয় যুব দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয়।



৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলকাতা।
এই বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।
বর্তমানে বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম কেন্দ্র।



বেলুড় মঠে স্বামীজীকে দাহ করার স্থানে
'স্বামী বিবেকানন্দ মন্দির'

Writings of Swami Vivekananda

স্বামী বিবেকানন্দের লেখা

Handwritten note: *Handwritten note: Matt Below, Handwritten on the 14th Dec 78*

Your kindness - your telegram has been the key to my life - and it is worthy of your noble self - I have not time to detail of what you I want.

The local possible cost of building a little house in Calcutta is at least ten thousand rupees. With that it is hardly possible to buy or build a house in any other - the very wants of the town a little less fit for to be known before in.

As for the expense of living the 10000 a month you give only - is supplying my mother in month of her. At another 10000 a month he added to it for my life - but for my release which unfortunately this illness has increased, and which I hope will not be for long a source of trouble to you. As we reached only before a progress at hand, I will be perfectly happy. One thing more will I say of you - of trouble the 10000 a month for my mother be made permanent, so that even after my death it may regularly

reach her, or even if your kindness ever gets weary to stop your love and kindness for me, by how the old mother may be provided, remembering the love you once had for a poor father.

This is all, but this little work amongst the many other noble deeds you have done, knowing well what you do can be known or not, the power of Karma - self evident to all.

The blessing of the good Karma shall always follow you and yours. As for me, what shall I say - a lifetime I am in the world have been also almost all through your help. you made it possible for me to get rid of a terrible ailment - and face the world as so some work. It might be that you are distressed by the world to be the instrument of helping you greater work by taking the load off my mind once more.

But whether you do this or not - "one loved is always loved" let all my love and blessings and prayers follow you and yours day and night for what I owe you already and may the Mother above bless you in this universe and in above

Handwritten note: *Handwritten note: I am sure that the things that you have written...*

Chicago the 2nd Nov 78

Dear Madam

I will be very glad to pay you a visit on Sunday. You may come anytime in the afternoon Saturday when I will be very glad to accompany you. Only if I have to go out of town on Saturday or Sunday I hope to be excused but of which there is almost no chance. Mrs & Mrs Mills express their regret in not being able to take advantage of your kind invitation.

Yours sincerely
Vivekananda

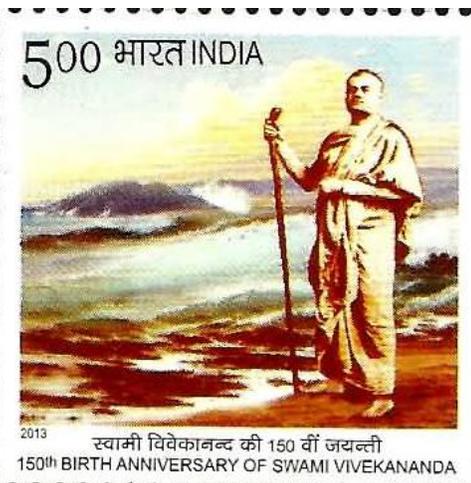
BLESSINGS TO NIVEDITA.

The mother heart, the hero's life
The sweetness of the mother's breast
The sacred charm and strength that dwell
On Arjuna's altar, flaming, free;
All these be yours, and many more,
No ancient soul could dream before -
Be there, to bid a future Son
The mission, sword, friend, in one.

With the blessings of
Vivekananda

Postage Stamps Commemorating Swami Vivekananda

ডাক টিকিটে স্বামীজী



In Memoriam: Remembering the Titans

Compiled by Uttara Bhattacharya

It weighs to a great extent on our psyche whenever a famous individual around us suddenly leaves the materialistic world for eternity. Ironically, it happens at the end of every year that we took a moment to remember some of the larger-than-life individuals who through their work impacted their respective fields heavily, before departing to the clouds. Through this article we honor some famous Indians who died in the year 2012-13, leaving behind a great legacy and shockwaves of shivering magnitude at the same time.

Dara Singh (19 November 1928 – 12 July 2012) was an Indian wrestler-turned-actor from Indian Punjab. He started acting in 1952 and was the first sportsman to be nominated to the *Rajya Sabha*. He has also worked as Hindi and Punjabi film producer, director and writer in his career. He also acted on film and television. Singh became the first sportsman to be nominated to the *Rajya Sabha* - the upper house of the Parliament of India. He served in that role between 2003 and 2009. Many likened him to Arnold Schwarzenegger, the bodybuilder-turned-actor-turned-governor of California.



Rajesh Khanna (29 December 1942 – 18 July 2012) was a Bollywood actor, film producer and politician. He was referred to as the "first superstar" and the "original superstar" of Indian cinema. He earned these titles following 15 consecutive solo hit films in the 1970s, a record that remains unbroken. He was also a Lok Sabha member of the Indian National Congress from New Delhi constituency from 1992 to 1996. After being critically ill, Khanna died on 18 July 2012. Khanna has been awarded posthumously India's third highest civilian honor Padma Bhushan.



Lakshmi Sahgal (24 October 1914 – 23 July 2012) was a revolutionist of the Indian independence movement, an officer of the Indian National Army, and the Minister of Women's Affairs in the Azad Hind government. Sahgal is commonly referred to in India as Captain Lakshmi, a reference to her rank when taken prisoner in Burma. In 1998, Sahgal was awarded the Padma Vibhushan by Indian president K. R. Narayanan.



Prabuddha Dasgupta (21 September 1956 – 12 August 2012) was a noted fashion and fine-art photographer from India. Known for his iconic black and white imagery, he had an extended career, primarily as a fashion photographer, spanning more than three decades. Though he was he trained as a historian, he started his career as copywriter before



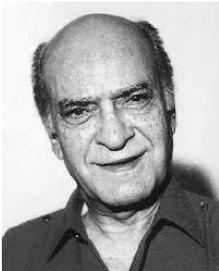
Source: Wikipedia.

turning to photography. A self-taught photographer, he received the Yves Saint Laurent grant for photography in 1991.

Vilasrao Dagadojirao Deshmukh (26 May 1945 – 14 August 2012) was a politician who served as Minister of Science and Technology and Minister of Earth Sciences. Vilasrao Deshmukh was a Member of Parliament in Rajya Sabha, India. He has previously held the posts of Minister of Rural Development and Minister of Panchayati Raj, Government of India and Minister of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India. He was a member of Rajya Sabha representing Maharashtra. Vilasrao Deshmukh was two-time Chief Minister of Maharashtra, from 1999 to 2003 and from 2004 to 2008.



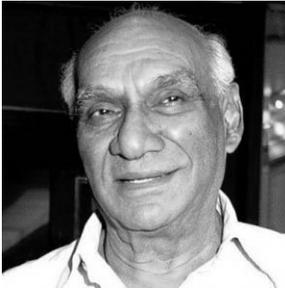
Avtar Kishan Hangal (1 February 1917 – 26 August 2012), popularly known as A. K. Hangal, was an Indian freedom fighter from 1929–1947 and also stage actor from 1936–1965 and later became a character actor in Hindi language films from 1966–2005. Hangal participated in the Indian freedom movement when as a student, he joined protests in the North West Frontier Province against the massacre at Jallianwala Bagh. He later moved to Karachi, where he spent three years in prison for protesting against British rule. The government of India awarded him the Padma Bhushan for his contribution to Hindi Cinema in 2006.



Vergheese Kurien (26 November 1921 – 9 September 2012) was an Indian engineer and renowned social entrepreneur. He is best known as the "Father of the White Revolution" for his 'billion-liter idea' or Operation Flood — the world's biggest agricultural development program. The operation took India from being a milk-deficient nation, to the largest milk producer in the world, surpassing the United States of America in 1998, with about 17 percent of global output in 2010–11, which in 30 years doubled the milk available to every person. He founded around 30 institutions of excellence (like AMUL, GCMMF, IRMA, NDDDB) which are owned, managed by farmers and run by professionals. As the founding chairman of the Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (GCMMF), Kurien was responsible for the creation and success of the Amul brand of dairy products. A key achievement at Amul was the invention of milk powder processed from buffalo milk (abundant in India), as opposed to that made from cow-milk, in the then major milk producing nations. One of the greatest proponents of the cooperative movement in the world, his work has alleviated millions out of poverty not only in India but also outside. Hailed as the "Milkman of India", Kurien won several awards including the Padma Vibhushan, the World Food Prize and the Magsaysay Award for community leadership.



Yash Raj Chopra (27 September 1932 – 21 October 2012) was an Indian film director,



script writer and film producer, predominantly working in Hindi cinema. Chopra's career has spanned over five decades and over 50 films. He is considered one of the leading filmmakers in the history of Hindi cinema. He came to be known as the "King of romance" of the Indian cinema. Chopra has won several film awards, including six National Film Awards, and four Filmfare Award for Best Director. The Government of India honored him with the Dadasaheb Phalke Award in 2001 and the Padma

Bhushan in 2005 for his contributions towards Indian cinema. BAFTA presented him with a lifetime membership for his contribution to the films, making him the first Indian to receive the honor.

Sunil Gangopadhyay (7 September 1934 – 23 October 2012) was an Indian poet and



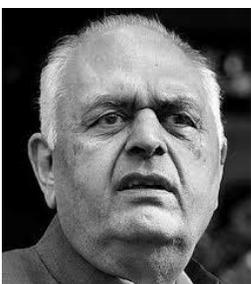
novelist, who primarily wrote in Bengali. Ganguly created the Bengali fictional character Kakababu and wrote a series of novels on this character which became significant in Indian children's literature. He received Sahitya Akademi award in 1985 for his novel *Those Days* (Sei Samaya). Author of well over 200 books, Sunil was a prolific writer who has excelled in different genres but declares poetry to be his "first love".

Jaspal Singh Bhatti (3 March 1955 – 25 October 2012) was an Indian television



personality famous for his satirical take on the problems of the common man. He is most well-known for his television series *Flop Show* and mini capsules *Ulta Pulta* which ran on Doordarshan, India's national television network, in the late 1980s and early 1990s. He died in a car accident near Shahkot in Nakodar area of the Jalandhar district on 25 October 2012, aged 57. In 2013, he was honored with the Padma Bhushan (posthumously).

Krishna Chandra Pant (1931 – 15 November 2012) was a cabinet minister in the



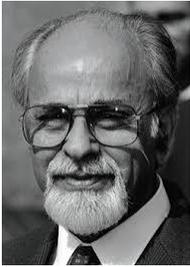
federal Government of India. He was born in Nainital (Uttarakhand, then Uttar Pradesh) and educated at St. Joseph's College, Nainital. He was the son of Govind Ballabh Pant, a former chief minister of Uttar Pradesh. K.C. Pant was Union minister with cabinet rank holding the portfolios of Defence, Finance, Steel and Heavy Engineering, home Affairs, Electronics, Atomic Energy and Science and Technology. He was the first chairman of the Advisory Board on Energy. He was deputy chairman of the Planning Commission of

India from 2000 to 2004.

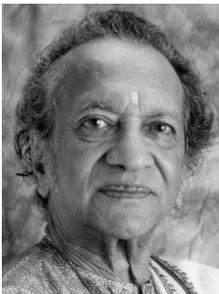
Bal Keshav Thackeray (23 January 1926 – 17 November 2012) was a politician who founded the Shiv Sena, a regional political party active mainly in the western India's Maharashtra. Thackeray began his professional career as a cartoonist with the English language daily The Free Press Journal in Mumbai, but left it in 1960 to form his own political weekly Marmik. He never assumed any political position, but still remained one of the most influential people in the political movement in the region.



Inder Kumar Gujral (4 December 1919 – 30 November 2012) was an Indian politician who served as the 12th Prime Minister of India from April 1997 to March 1998. Gujral was the second PM to come from the Rajya Sabha. The Gujral Doctrine is a set of five principles to guide the conduct of foreign relations with India's immediate neighbors, notably Pakistan, as spelt out by Gujral. The doctrine was later termed as such by journalist Bhabani Sen Gupta in his article, India in the Twenty First Century in International Affairs.



Ravi Shankar (7 April 1920 – 11 December 2012), often referred to by the title Pandit, was an Indian musician and composer who played the sitar, a plucked string instrument. He has been described as the best-known contemporary Indian musician. Shankar was born in Varanasi and spent his youth touring Europe and India with the dance group of his brother Uday Shankar. He gave up dancing in 1938 to study sitar playing under court musician Allauddin Khan. After finishing his studies in 1944, Shankar worked as a composer, creating the music for the Apu Trilogy by Satyajit Ray, and was music director of All India Radio, New Delhi, from 1949 to 1956. In 1956, he began to tour Europe and the Americas playing Indian classical music and increased its popularity there in the 1960s through teaching, performance, and his association with violinist Yehudi Menuhin and rock artist George Harrison of the Beatles. Shankar engaged Western music by writing concerti for sitar and orchestra and toured the world in the 1970s and 1980s. From 1986 to 1992 he served as a nominated member of Rajya Sabha, the upper chamber of the Parliament of India. Shankar was awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 1999, and received three Grammy Awards.



Leslie Walter Claudius (25 March 1927 – 20 December 2012) was an Indian field hockey player from Bilaspur. Claudius was a member of India's generation of hockey that won the Olympic gold in 1948, 1952 and 1956. He was the first hockey player who played over one hundred games for India. In 1971 he was awarded the Padma Shri. He is mentioned in the Guinness Book of World Records along with Udham Singh for having won the most number of Olympic medals in field hockey.



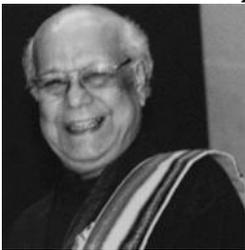
M.S. Gopalakrishnan (10 June 1931 – 3 January 2013) was a violinist in Carnatic music. He was a recipient of the Padma Bhushan, Padma Sri, Kalaimamani, Sangeetha Kalanidhi and 1997 Sangeet Natak Akademi awards. Gopalakrishnan had researched playing technique, and developed particular fingering and bowing disciplines of the "Parur style" to produce a clarity of sound and speed of delivery. His style includes one-finger playing and a thematic development on single-string octaves.



Hari Shankar Singhania (20 June 1933 – 22 February 2013) was the President of J.K. Organization, a leading Indian Industrial Group, which has its roots extending nearly 100 years. He has served as the President of International Chamber of Commerce (ICC), Paris, the world organization of business in 1993, only the second Indian and third Asian to do so. He was awarded prestigious National Award "Padma Bhushan" in the year 2003 by the President of India, for his contribution in the field of trade and economic activities. Widely traveled overseas, Mr. Singhania was a keen gardener and an enthusiastic photographer.



Haradhan Bandopadhyay (6 November 1926 – 5 January 2013) was a Bengali Indian male actor of television and films. He made his debut in 1948 Bengali film Devdutt directed by Atanu Bandopadhyay. He had worked with most prominent directors of Bengali cinema like Satyajit Ray and Mrinal Sen. He was recognized by National Film Award for Best Supporting Actor in 2005. He was most recently seen in critically acclaimed movie Barfi.



Rama Prasad Goenka (1 March 1930 – 14 April 2013) was the Founder and Chairman Emeritus of the RPG Group, a multi-sector Indian industrial conglomerate. Born in 1930, he was the eldest son of Keshav Prasad Goenka and grandson of Sir Badri Prasad Goenka, the first Indian to be appointed Chairman of the Imperial Bank of India (now the State Bank of India). Rama Prasad Goenka (better known as RP Goenka), established RPG Enterprises in 1979. He attended Presidency College in his home town of Kolkata and Harvard University in the United States. He was an M.P. in the Rajya Sabha, or upper house, of the Indian Parliament. He was a former president of the FICCI and the immediate past Chairman of the Board of Governors of the Indian Institute of Technology in Kharagpur. Goenka was twice awarded the Order of the Sacred Treasure by the Emperor of Japan. Through a series of mergers and acquisitions including the likes of Dunlop India and CESC in 1980, CEAT Tyres in 1982, RPG Life Sciences (then Searle India) and KEC International in 1985, the Gramophone Co. of India (now Saregama) in 1986, Spencers and Harrisons Malayalam in 1988, Bayer India and many more, R. P. Goenka came to be known as the 'takeover king' in his heydays.



সুনীলদা

রাহুল রায়



সুনীলদার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যাতে যার সাথেই গুঁর পরিচয় হয়েছে, সেই মনে করেছে যে তিনি তাকে বিশেষভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। কথাবার্তার মধ্যে উনি এমন একটা সুর টেনে আনতেন যাতে গুঁকে খুব আপন বলে মনে হত। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। কলকাতায় গিয়ে বা এখানে ছেলে শৌভিকের বাড়ি যখনই ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছি- সুনীলদা আসব? প্রতিবারই উত্তর এসেছে- হ্যাঁ চলে এসো। কখনো বলতে শুনি- না এখন একটু ব্যস্ত আছি, অথবা- কেন কী চাই বলো তো? আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন সুনীলদা ফেলনা কিছু নন, ভারতীয় সাহিত্য জগতের মধ্যমণি, আর বাঙলা সাহিত্য জগতের আইকনিক ব্যক্তিত্ব। সুনীলদার এই ‘মাটিতে-পা-

ছোঁয়ানো’ ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি ছিলেন আড্ডা জগতেরও মধ্যমণি। যেখানেই উনি গেছেন সেখানেই গুঁর চারপাশে এক দঙ্গল উঠতি কবি, সাহিত্যিক আর কিছু নিছক মজা মারার লোক একেবারে মাছির মতো ঘিরে থেকেছে। সুনীলদার মজলিশি ও আন্তরিক ব্যক্তিত্ব চুষকের মতো সবাইকে কাছে টেনেছে।

সবে স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে ঢুকেছি। সুনীলদার কবি জীবনের প্রথম দিকে সুনীল-শক্তি, শক্তি সুনীল বা হাংরী জেনারেশনের দীপক -সন্দীপন-শরৎ দিনের কথা তখন প্রবাদপ্রতিমা। তাদের বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা আমায় ও আমার কিছু বন্ধুকে চুষকের মতো টেনেছে। কিন্তু সুনীলদা সুনীলদাই, সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই সাধারণ অর্থকরী জীবিকা বেছে নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছি। বোহেমিয়ান হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়ে বুঝে গেছি যে বাউন্ডুলে জীবনযাপন করে জীবনে কিছু করা যায় না। তাহলে সুনীলদা সুনীলদা হলেন কী করে! বাইরে বিশেষ কোন প্রকাশ না থাকলেও সুনীলদার আপাত অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল জীবনের মধ্যে ছিল অস্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতো কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও অবিশ্বাস্য চারিত্রিক দৃঢ়তা। সুনীলদা লিখেছেন অজস্র পদ্য, গদ্য, কিশোর-সাহিত্য, প্রবন্ধ - কী না! কয়েক বছর একই সময়ে নীললোহিত, সনাতন পাঠক ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামে লিখেছেন, আবার বেনামে দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখেছেন তদানীন্তন সম্পাদকের অনুরোধে। উনি তো তখনও বাউন্ডুলে জীবন পুরোপুরি ছাড়েননি! কী করে হ’ল? আড্ডা মারতে মারতে যখন সবাই গল্পে মশগুল তখন উনি লিখে গেছেন মাথা নামিয়ে। মদ খেয়ে অনেকে বেহেড আর উনি লিখে চলেছেন- পরদিন কোন পত্রিকার সম্পাদকের কাছে চুক্তিবদ্ধ! কোথাও লেখা দেবেন বলে কথার খেলাপ করেছেন বলে জানা যায় না। এক অসাধারণ সংকল্প ও নীতিবোধের ফলে তা সম্ভব হয়েছে। তার কিছু পরিচয় আমি নিজে পেয়েছি। সে কথা জানাতেই এই স্মৃতিচারণের অবতারণা।

সুনীলদার সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৮৬-তে। জুলাই মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা কবিতার ওপর এক সম্মেলনের আয়োজন করে। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতিনিধি হয়ে আসেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমার মনে আছে সুনীলদা সেখানে তাঁর বিখ্যাত কবিতা -লোরকার প্রতি -কবির মৃত্যু আবৃত্তি করেন। তার ইংরেজী অনুবাদ করে গৌতম রায় নামে এক যুবক। পুরো অনুষ্ঠানটা ছিল এক অনবদ্য আয়োজন, এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। অনুষ্ঠানের পর আমি, আমার স্ত্রী স্বপ্না ও আরো কয়েকজন সুনীলদাকে ঘিরে ধরেছি দুটো কথা বলার জন্য সেই প্রবাদপ্রতিম লোকটির সঙ্গে, আর আমাদের গেস্টবুকে সুনীলদার স্বাক্ষর আমাদের কাছে ধরে রাখার জন্য। নানারকম কথা হতে হতে রাত বাড়ছে। ওদিকে সেদিন রাতেই সুনীলদার নিউ জার্সি ফেরত যাওয়ার কথা। আমি আর স্বপ্না ধরে বসলাম- ‘প্লীস, দুদিন এখানে থেকে যান। আজ শুক্রবার, রবিবার আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।’ অনুরোধ তো

করলাম, কিন্তু আমরা তখন কেমব্রিজে একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। সে কথাও বললাম অকপটে। আশ্চর্যজনকভাবে উনি রাজী হয়ে গেলেন। খালি বললেন- ‘আমার সাথে এরা তিনজন আছে, ওরা যাবে কোথায়?’ কোথায় আর যাবে, অসুবিধে না হলে আমাদের সাথেই সে রাতের মতো থেকে যাবে। বস্টনে পূর্ব পরিচিত এক কবিতাপ্রেমী, গৌরীদি আড্ডার গন্ধ পেয়ে অনুরোধ করলেন- তিনিও আসতে চান। ছোটবেলায় পড়া সেই দাদুর দস্তানার মতো- আয় চলে আয়!

আলাপ হ’ল সুনীলদার আন্টুরাজ তিনজনের সাথে- কবি গৌতম (দত্ত), একমুখ দাড়িওয়ালা গৌতম (কল্যাণ রায়, বর্তমানে নামকরা চিত্রাভিনেতা), আর ফর্সা গৌতম (রায়?)। আকঠ ভডকা সেবন ও মুহুমুহু সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে সারা রাতভর কবিতা আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে সুনীলদার সাথে ঘনিষ্ঠতার শুরু। এরপর বছর দেখা হয়েছে কলকাতায় গুঁর ম্যাডেভিলা গার্ডেন্সের ফ্ল্যাট পারিজাত-এ, আমাদের বাড়ি ও ছেলে শৌভিকের বাড়িতে, নানান বঙ্গ সম্মেলনে, আর বিভিন্ন কবিতা পাঠের আসরে। আলাপ হয়েছে স্বাতীদির সাথে, ছেলে শৌভিক আর তার বৌ চান্দ্রয়ীর সাথে। তাদের ছেলে অয়ন এখন স্বপ্নার গানের স্কুল স্বরলিপিতে গান শেখে। আমরা সুনীলদার জন্য কবিতা আবৃত্তির আসরের আয়োজন করেছি। গত বছর স্বরলিপির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়েছেন। মেঘে মেঘে বেলা বেড়েছে। চিরযুবক সুনীলদার বয়স বেড়েছে, শরীর ভারি হয়েছে। আর আমাদের চুলে ধরেছে পাক। ভালকরে লক্ষ্য করলে চশমায় মাল্টি ফোকাল দাগ দেখা যায়। এত কথা বলার কারণ এই যে সুনীলদার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও পারিবারিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে।

আমি তখন কয়েক বছর হ’ল অল্পস্বল্প কবিতা ও গদ্য লিখি। স্থানীয় পত্র পত্রিকায়, পুজোর ম্যাগাজিনে মাঝে মাঝে সেসব লেখা বেরোয়। একবার কলকাতা গিয়ে সুনীলদা-স্বাতীদির সাথে দেখা করতে গেছি, হঠাৎ কি খেয়াল চাপল, বললাম- ‘সুনীলদা, আমি একটু কবিতা-টবিতা লিখি, তবে কোয়ালিটি হয়ত উঁচুদের কিছু নয়। আমি কি কৃত্তিবাস-এর জন্য দিতে পারি?’ ভেবেছিলাম উনি বলবেন আরো কিছুদিন লেখো, তারপর পাঠিও, তখন দেখা যাবে কৃত্তিবাসে ছাপা যায় কিনা। তার বদলে উনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বললেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ দাও, আমরা তো সবসময়ই নতুন কবির লেখা চাই, তবে কবিতার যোগ্যতা অবশ্যই মাপতে হবে।’ তারপর গলা উঁচু করে ডাকলেন- ‘ধনঞ্জয়, এই কবিতাটা নিয়ে খাতায় এন্ট্রি করে দাও।’ এইভাবে কৃত্তিবাসে আমার যাত্রা শুরু- সেই কবিতাটা কৃত্তিবাসে ছাপা হয়েছিল। এর পরেও নানা সংখ্যায় আমার কবিতা বেরিয়েছে। স্বপ্নাও লেখে- ওর কবিতাও কৃত্তিবাসে ছাপা হয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, আত্মশ্লাঘাও কম হয় না- বাংলা কবিতার, মতান্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকার মধ্যে আমার কবিতা স্থান করে নিচ্ছে! সেখানে একই সংখ্যায় বেরোচ্ছে শঙ্খ ঘোষ, নীরেন চক্রবর্তী, মন্দাক্রান্তা সেন, নবনীতা দেবসেন ও আরো অনেক নামী-দামী কবির কবিতা। সন্দেহ হওয়াটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

সুনীলদা তখন ওয়ালথ্যামে, ছেলের কাছে। একসাথে সিগারেট খেতে খেতে আমি একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললাম আমার প্রশ্নটা- ‘সুনীলদা, আমি ও স্বপ্না আপনাকে চিনি বলেই কি আমাদের কবিতা কৃত্তিবাসে বেরোচ্ছে?’ প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে আপত্তিজনক, কিন্তু উনি একটুও না চটে গিয়ে আমায় বললেন, ‘একদম না। তোমাদের কবিতা যোগ্য মনে করলেই আমরা নেবা। সব কবিতা কি নিয়েছি?’ আমরা সবাই মানুষ ও চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের মতো, তাই সুনীলদার এই সাধারণ কথাগুলি আমার কাছে সুনীলদার চরিত্রের অন্য একটা দিক তুলে ধরেছিল।

বছর দু-তিনেক আগে, পূর্বে উদ্ধৃত সেই গৌতম দত্তের কাছ থেকে একটা ই-মেল পেলাম। উত্তর অ্যামেরিকায় যারা লেখালেখি করে তাদের কাছে একটা সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত- সুনীলদা বঙ্গ সম্মেলন উপলক্ষ্যে এদেশে আসছেন। তার আগে উনি এখানকার লেখক-লেখিকাদের লেখার সমালোচনা করতে রাজী হয়েছেন। লেখা পাঠালে উনি তা পড়ে লাইফ স্ট্রিটমিং পদ্ধতির মাধ্যমে সমালোচনা করবেন। এর মূল্য ১০০ ডলার। আমি তো বেশ চমৎকৃত। এর আগে উনি আমার কবিতার মান জানেন। তখন আমি গদ্য লিখতে আরম্ভ করেছি, সুতরাং সুনীলদা যদি আমার গদ্য লেখার মান

নির্ধারণ করেন, তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে। আমার একটা লেখা, যা লিখে বেশ খুশি হয়েছিলাম ও যথেষ্ট আরাম পেয়েছিলাম, সেটা পাঠিয়ে দিলাম।

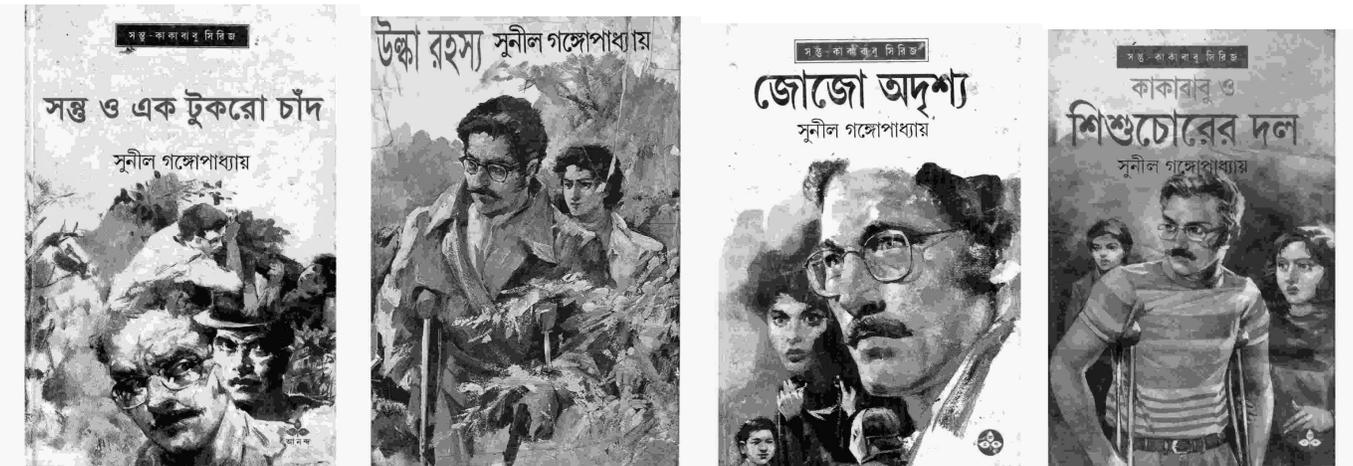
নির্ধারিত দিনে কম্পিউটার খুলে দেখি কর্নেল ইউনিভার্সিটির কোন এক ঘরে বসে সুনীলদা বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বলছেন। লিখতে গেলে বাংলা ভাষার দখল কতটা দরকার, কতটা পড়া দরকার- সে সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা। ছন্দের কবিতা, নানা ছন্দের কবিতা, কবিতার মিটার কিভাবে মাপা হয়- এ প্রসঙ্গে জানালেন ছোটবেলায় মার মুখে লক্ষ্মীরপাঁচালি শুনে শুনে চতুর্দশপদী কবিতার ছন্দ শেখা। উনি শোনালেন একই ভাবের সম্প্রসারণ বিভিন্ন কবি কিভাবে করেছেন ও তাতে কবিতার গায়ে কী রকম পরিবর্তন এসেছে। সুনীলদার মুখে এই আলোচনা শোনা এক পরম সৌভাগ্য, পয়সা দিয়েও এ কেনা যায় না। এরপর এল স্থানীয় সাহিত্যিকদের লেখার সমালোচনা। বললেন কারোরটা ভাল, কারো আরো অনুশীলন করতে হবে, তারপর এল আমার লেখাটা। উনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বললেন যে এ লেখা একেবারে আজগুবি, বাস্তব জগতে এরকম হয় না, ইত্যাদি। এই আলোচনার ভিত্তিতে যদি আমার সাহিত্যিক হওয়ার উচ্চাশাও থেকে থাকত, তাহলে সুনীলদা সেই আশার কফিনের ওপর শক্ত করে পেরেক ঠুকে দিলেন।

খারাপ লাগেনি বললে মিথ্যে বলা হয়, বিশেষ করে এইভাবে অন্য এত সাহিত্যিকের সামনে। আমার নিজের লেখার সম্বন্ধে আমার ধারণা কী সত্যিই এত কম! আমার পদ্য ও গদ্য লেখার মধ্যে কি সম্পূর্ণ দুটি ব্যক্তিত্ব থাকে? আমার কি গদ্য লেখা বন্ধ করে দেওয়া উচিত? এরকম নানা প্রশ্ন আমার মাথায় তখন গিজগিজ করছে। কম্পিউটারটা বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম- উনি তো আমায় অনেকদিন চেনেন, সবাইয়ের সামনে এরকম হেনস্তা করা কী ঠিক হল ইত্যাদি।

এই ঘটনাটা নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি। আর প্রতিবারই উত্তর পেয়েছি উনি যা করেছেন আমার ভালর জন্যই করেছেন। প্রথমত, এতে যদি আমি নিরুৎসাহিত হই তাহলে আমার সাহিত্যিক হওয়ার কথা চিন্তা করা উচিত নয়। কারণ প্রত্যেক সাহিত্যিককে এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কোথাও পড়েছি খ্যাতনামা কবি বহুদিন নানান কবিতা ‘দেশ’ - এর দপ্তরে পাঠানো ও কোন উত্তর না পাওয়ার পর হঠাৎই প্রথম ব্রেক পান। দ্বিতীয়ত, আমি সুনীলদাকে চিনি বলে উনি আমার লেখার কঠোর সমালোচনা করবেন না- একথা যদি আমি ভেবে থাকি- সেটা আমার মূর্খামি। উনি নিজের মনের কথা না বললে নিজেকেই ছোট করতেন, আমাকেও, অর্থাৎ আমার সীমিত প্রয়াসকে। এত আত্মসমালোচনার পর আমার আবার নতুন করে আশ্চর্য হওয়ার পালা। বুঝতে পারলাম যে এই অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্যই সুনীলদা যৌবনের শক্তি-সুনীল সময়ের বাউন্ডুলে ও আপাত বিশৃঙ্খল জীবন ও মানসিকতা থেকে উঠে এসে সর্বকালের বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদপ্রতিম চরিত্র হয়ে উঠেছেন।

Reprinted with permission.

Selected works of Sunil Gangopadhyaya



চোর

সজ্জন মহারাজ

চোর একটি শব্দ যা জগতে সকলে ও সর্বস্তরের লোক এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। এই পরিচিতি কিন্তু শ্রদ্ধা বা আদরের সঙ্গে নয়, এই শব্দটি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও লজ্জা জড়িত বলে মানুষের মনের গভীরে লুকানো। কারণ এর প্রকাশ হলেই কি দেশে, কি বিদেশে, সর্বত্র তাড়না, ভৎসনা, শাসন ও অবশেষে আইনের চাকায় নিশ্চিত হতে হয়। এই জগতে চোরের কোন আশ্রয় নেই, গভীরতম নির্জন অন্ধকারই তার একমাত্র আশ্রয়।

মহাকাবি তুলসীদাস শ্রীরামচরিতমানস গ্রন্থে লিখেছেন -

ধুম কুসঙ্গতি কারিখ হোঙ্গ,
লিখিঅ পুরাণ মঞ্জুমসি সোঙ্গ।

কুসঙ্গ ধোঁয়ার প্রভাবে যে কালি তা জগতে কেউ পছন্দ করে না। আবার সেই কালি সংসঙ্গে পুরাণ, ভাগবত লেখার কাজে ব্যবহারে তার জীবন ধন্য হয়ে যায়।

নয়ন অমিত দৃগ দোষ বিভঞ্জন।

ঐ কালি কাজলরূপে অঞ্জন হয়ে নয়নে স্থান লাভ করে চোখকে পরিমার্জিত করে নয়নের সুন্দরতা দান করে।

সাধু চরিত সঙ্গ চরিত কপাসু
নিরস বিসদ গুণময় ফল জাসু।।
জো সহি দুখ পরছিদ্র দুরাবা,
বন্দনীয় জেহি জগ জস পাবা।।

সাধুর চরিত্র কার্পাস (তুলো) ফলের মত নিরস, শুভ্র ও গুণময়। কার্পাস তুলো নিরস, সাধু চরিত্রে বিষয়াসক্তি না থাকায় সে নিরস, তাঁর হৃদয় পাপ ও অজ্ঞান অন্ধকার বর্জিত, তাই শুভ্র ও উজ্জ্বল, গুণ অর্থাৎ সুতো হ'ল সং গুণের ভান্ডার। কার্পাসের সুতো সূঁচের ছিদ্রকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে রাখে। আবার কাটাই, ডলাই, ধোলাইয়ের কষ্ট সহ্য করে বস্ত্ররূপে অপরের লজ্জা নিবারণ করে। সাধু তদুপ জগতের সকল দুঃখ সহ্য করে অপরের সকল দোষকে নষ্ট করে পরম পবিত্র করে, যশশ্রী দান করে থাকেন।

ভারতের মুনি, ঋষি, জ্ঞানী, যোগী, তপস্যা, তাঁদের জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও ভক্তির মন্ত্রে এক চোরের সন্ধান দিয়েছেন যিনি নিজের ঘরে চুরি করতে গিয়ে মায়ের হাতে ধরা পড়ে শাসিত, দণ্ডিত ও বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়েছেন। চোর চুরি করে ধরা পড়লে কখনো কখনো বাবা মাকেও জেল খাটতে হয়, এই চোর এমনই ভয়ঙ্কর যে তাঁর জন্মের পূর্বে ও পরে নিজের বাবা ও মাকে আট আট ষোল বছর জেল খাটিয়েছেন। এই চোরের গুণাগান শ্রদ্ধার ফলস্বরূপ রাজ সিংহাসন থেকে তিরস্কৃত হয়ে জেলের শৃঙ্খল গ্রহণ করতে হয়েছে। অথচ জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষের ঋষি, মুনি এই চোরকে বারবার প্রণাম করেছেন। একটি প্রণাম মন্ত্রে এনার কয়েকটি চুরির কথা বলেছেন।

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চোরং,
গোপাঙ্গনানান্চ দুকুলচোরম্
অনেক জন্মার্জিত পাপচোরং
চৌরাগ্রগণ্য পুরুষং নমামি।।

এই চোর ব্রজের প্রসিদ্ধ ননীচোর, ব্রজগোপীগণের ইহকাল, পরকাল চুরি করেছেন, এই চোর জন্ম জন্মের পাপ চুরি করেন, তাই আমি সেই শ্রেষ্ঠ চোরকে প্রণাম করি। এমন একটি চোর অনন্ত কোটি ব্রহ্মান্ড খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই চোরের স্বরূপ হ'ল -

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম
কেনাপ্যহো ভীষণ চৌর ঈদৃগ দৃষ্ট শূতো বা ন জগত্রয়েহপিনা।

যে এই চোরের আশ্রয় নেয় সে তার সর্বস্ব হরণ করে রাস্তার ভিখারী করে দেয়। জগতে এমন একটি চোরকে কেউ দেখেনি বা শোনেনি। এই মহাচোর কৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন মথুরার রাজা উগ্রসেন। পরিণাম স্বরূপ কংস তাঁকে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করে নিজে রাজা হলেন। কিন্তু কেন? এর উত্তর আমরা পরে দেখতে পাব। চোর গৃহস্থের বাড়িতে আসা যাওয়া করে গভীর অন্ধকারে। ইনিও তার ব্যতিক্রম নন। কংসের রাজত্বকালে কংস মথুরার সিংহাসন দখল করেন ও ভগিনী দেবকী দেবীর সঙ্গে পরম ধার্মিক বসুদেবের বিবাহ ঠিক করেন। বিবাহের পরদিন বসুদেব স্বস্তীক গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে কংস নিজে রথের সারথী হয়ে তাঁদের নিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ দৈববাণী হ'ল 'রে কংস তুমি যাকে রথে নিয়ে যাচ্ছ তার অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার মৃত্যুর কারণ হবে।' এই আকাশবাণী শোনামাত্র কংসের হিংস্রতার নগ্ন চিত্র মুহূর্তে প্রকাশিত হ'ল। কংস রথের রশি ছেড়ে, অসি ধারণ করে দেবকী দেবীকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তখন বসুদেব মহারাজ অনেক ধর্ম উপদেশ দিয়ে দেবকীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু কংসের বধির কর্ণে কোন উপদেশ কার্যকারী হয় না। চতুর বসুদেব মহারাজ শেষে প্রতিজ্ঞা করলেন যে দেবকী দেবীর সন্তান জন্মানোর পর তিনি শিশুকে কংসের হাতে তুলে দেবেন। প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি প্রথম পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কংসের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কংস তাঁকে বললেন, - তোমার অষ্টম পুত্রকে আমাকে দিয়ো, একে নিয়ে যাও। বসুদেব ফিরে এলে সকল দেবতার নারদকে ডেকে আলোচনা করে বললেন, পৃথিবীর ভার অপোনদনের জন্য ভগবানের শীঘ্র আগমন প্রয়োজন, তাই তুমি কংসের কাছে যাও। তখন নারদ কংসের কাছে গিয়ে বললেন, দেবতার নারদ তোমাকে হত্যা করার জন্য আলোচনা করছেন। ঐরাও (বসুদেব) দেবতাদেরই লোক, এদের মোটেই বিশ্বাস করো না, আমি স্বর্গে গিয়ে সব শুনে এলাম। এ কথা শুনে কংস অবিলম্বে প্রথম পুত্রটিকে হত্যা করে বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করলেন। কারাগারের এক অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে উগ্রসেন মহারাজ এই চিত্রচোর কৃষ্ণ নামকীর্তন করছেন আর বলছেন,

মনমানসে তাসরাশি ঘোরে, কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবন্ধঃ
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়, স্বচৌর্য্যদোষো চিতমেব দন্ডম।

হে চোর, হে হরে, তুমি এই অন্ধকারময় কারাগৃহের থেকেও ঘোর তমসচ্ছন্ন দুঃখময় কারাগৃহরূপ আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য নিবন্ধ থেকে নিজের চৌর্য্যকার্যের উপযুক্ত দন্ড গ্রহণ কর। উগ্রসেন মহারাজের সিংহাসন চ্যুতির জন্য কোন দুঃখ নেই, কৃষ্ণ নামানন্দে তিনি ডুবে আছেন। কৃষ্ণ নামের এই মহিমা 'সংসার তাপত্রয় নাশবীজম'। উগ্রসেন মহারাজকে কোন ত্রিতাপ স্পর্শ করেনি। মথুরায় কংসের কারাগারের অন্য আরেক প্রকোষ্ঠে দেবকী ও বসুদেব প্রতি নিয়ত পুত্রশোক ভুলবার চেষ্টা করে ভগবানকে বলছেন -

ধনঞ্চ মানঞ্চ তথেন্দ্রিয়ানী, প্রাণাংশ্চ হত্বা মম সর্বমেব,
পলায়সে কুত্র ধৃতহৃদ্যচৌর, ত্বং ভক্তিদাম্বাসি ময়া নিরুদ্ধঃ।।

হে চোর, তুমি আমার ধন, মান, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সব কিছু হরণ করে কোথায় পালাবে? আমি তোমাকে আজ ধরে ফেলেছি এবং ভক্তিরঞ্জু দিয়ে চিরকালের মত আমার হৃদয়ে বেঁধে ফেললাম। বসুদেব ও দেবকী দেবী পুত্র শোক ও সংসার সুখ তুচ্ছ করে কোন সুখের আশ্বাদনে মেতে উঠেছেন? তাই ভাগবতে বলছেন,

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্ন্বননসো মহোৎসবম।
তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃ শ্লোকযশোহনুগীযতে।। (ভাঃ ১২-১২-৫০)

যেখানে উত্তম শ্লোকে শ্রীহরি কথা গীত হয়, তিনি সেখানে নব নবায়মানরূপে রুচিপ্ৰদ, রম্য, চিত্তমহোৎসব জনক ও শোক সমুদ্র বিনাশক হয়ে বিরাজ করেন। বসুদেব দেবকী জাগতিক সব দুঃখকে তুচ্ছ করে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণসূর্যকে পাবার অভিনায়ে কারাগারের গভীর অন্ধকারে অপেক্ষা করছেন।

নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে,
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণু সর্বগুহাশয়ঃ
আবিরাসিদ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরীব পুঙ্কল।। (ভাঃ ১০-৩-৮)

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর নিশি রজনীতে ভব-বিরিঞ্চি প্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে পৃথিবী ঘনান্ধকারে পরিবৃত হ'ল। সেই চিরস্মরণীয় শুভ মুহূর্তে পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের মতো দেব রূপিণী দেবকীর কোলে সর্বগুণাশয়, সর্বব্যাপি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। দেবকী ও বসুদেবের অধীর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, সর্বজীব হৃদয়ে লুক্কায়িত এই চোর কারাগারকে আলোকিত করে দেবকী দেবীর কোলে আবির্ভূত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সূর্য সম মায়া অন্ধকার,
যথা কৃষ্ণ তথা নাই মায়ার অধিকার।।

এই জগতের এক সূর্যকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্ব থেকে দৃষ্টিদান অসহ্য, কিন্তু এই কৃষ্ণ-সূর্যের আলোকদানের সঙ্গে পরম স্নিগ্ধতা। এই আলো কেবল ভক্তের ভক্তির পরিব্যাপ্তিতেই সীমাবদ্ধ। কারাগারের বাইরে বহির্মুখ জীবের কাছে লুক্কায়িত। প্রহরীরা নিদ্রায় অচেতন, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব দেবকীর হৃদয় মন্দিরে ভক্তিপ্রদীপকে পূর্ণ প্রজ্জ্বলিত করে গভীর নিশীথে এই চোর তাঁর নিত্যধাম শ্রীগোকুল বৃন্দাবনে শ্রীনন্দ ও যশোদার ঘরে চলে গেলেন। তাঁর চোর নামের পূর্ণ সার্থকতার স্থান এই ব্রজধাম। ব্রজবাসীদের ঘরে ননী মাখনাদি চুরি করেছেন, তাঁদের হৃদয়কেও চুরি করেছেন। তাই কবি বিল্বমঙ্গল গোপীভাব বর্ণনা করে বলেন -

উথায় গোপ্যোহপর রাত্রভাগে, স্মৃত্বা যশোদাসূত বালকেলিম,
গায়ন্তি প্রচ্ছৈদধিমপ্তয়ন্ত্যো গোবিন্দ দামোদরো মাধবেতি।।

ব্রজবাসীগণের হৃদয়ের ভাব কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করা। তাঁরা তাহলে প্রাণভরে কৃষ্ণকে আদর করতে পারবেন নিজের হাতে খাওয়াতে পারবেন, ভালবাসতে পারবেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ননী, সর, পুরী, নাড়ু, মাখনাদি ঘরে সাজিয়ে রেখে দরজা খুলে রাত্রে শোবার সময় - হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, হে দামোদর, একবার তুমি এসে গ্রহণ কর - এই কথা স্মরণ করতে করতে শয়ন করতেন এবং কৃষ্ণস্মরণে শয্যাत्याগ করতেন। ব্রজবাসীদের এই নিঃস্বার্থ প্রেমই তাঁকে চোর তৈরী করেছে।

ব্রজে প্রসিদ্ধম নবনীত চৌরম্,
শ্রীরাধিকায়্যা হৃদয়স্য চৌরম্
নবানুদ শ্যামলকান্তি চৌরম্।

তিনি যেমন শ্রীমতী রাধিকার হৃদয় চুরি করেছেন তেমন জগতে কেউ কালো রঙ পছন্দ করে না এই রঙ ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে - প্রভু, আমি তোমাদ্বারা নির্মিত, কিন্তু কেউ আমাকে চায় না, ভগবান বললেন - তোমার এই রঙকে আমার অঙ্গে স্থান দিয়ে আমি রাখার শ্যামসুন্দর হতে চাই।

কালো মেঘ বৃষ্টিদানে ধরিত্রীকে শীতলতা দান করে আর এই রাখাশ্যাম সুন্দর জীবের ত্রিতাপকে চুরি করে, লোভ, লালসা, হিংসা মাৎসর্য, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে চুরি করে নিত্য পরমানন্দদানে ধন্য করেন।

গোপানাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরম্।

ব্রজের গোপীগণের ইহকাল পরকাল দুকূল চুরি করে তাঁদের সর্ব-শান্ত করেছেন।
তাঁরা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু চান না - পুত্ররূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে - শুধু কৃষ্ণকাক্ষা। ভগবান গীতায় বলছেন
যে যথা মাং প্রপদন্তে তাং তথৈবভজামহম্।

যে আমাকে যেমন ভাবে ভজনা করে আমি তার কাছে সেই রূপেই উপস্থিত হই।
ব্রহ্মা ভগবানকে পরীক্ষা করতে এসে ব্রজের গোবৎস, গোপবালকগণকে চুরি করে পর্বত গহ্বরে লুকিয়ে রেখে এক বৎসর পরে
এসে দেখেন যে ব্রজে গোচারণলীলা পূর্ববৎ চলছে। তিনি অবাধ বিস্ময়ে দেখেন গোবৎস, ও গোপবালক সবই কৃষ্ণ স্বয়ং।
কৃষ্ণই সখারূপে খেলছেন, গোবৎসরূপে গোচারণ করছেন আবার দিনবসানে পুত্ররূপে ব্রজবাসীদের হৃদয়ের প্রীতি ভালবাসা ও
আদর গ্রহণ করে তাঁদের হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থ করছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মাধুর্য্য দর্শন করে ব্রহ্মা স্তুতি করেছেন -

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাম,
যনিদ্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্।। (ভাঃ ১০-১৪-৩২)

পরমানন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ঋীদের মিত্র সেই নন্দগোপ প্রমুখ ব্রজবাসীদের কী মহাভাগ্য, কী মহাভাগ্য!
ব্রহ্মার দর্পকে চূর্ণ করে ভগবান যে ভক্তির বশ তা দেখিয়েছেন আবার অন্যদিকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান ভক্তের ভক্তির কাছে
পরাভূত হয়ে নবীর পুতলী হয়ে গোপালরূপে পুত্রত্ব স্বীকার করেছেন।

অনেক জন্মার্জিত পাপ চৌরম্।

এই চোর জন্ম জন্মস্তরের পাপকেও চুরি করেন। এই চোর ব্রজবাসীদের মাখন চুরি করেন বলেই তাঁর নাম মাখনচোর। মাখনচোরের
উৎপাতে ব্রজগণ আনন্দে থাকলেও, যশোদা দেবী ভাবছেন - আমার ঘরে তো দুধ, ননী, মাখনের কোন অভাব নেই, তবে
আমার ছেলে অন্য ঘরে যায় কেন? নিশ্চয়ই আমি নিজে হাতে গোপালের জন্য কিছু করি না, দাস দাসীরাই করে, সেই জন্য।
ব্রজবাসীরা নিজহাতে গোপালের জন্য মাখনাদি তৈরী করে তাই সে অন্যের বাড়ি যায়। যশোদাদেবী ঠিক করলেন তিনি নিজহাতে
গোপালের জন্য মাখন তৈরী করবেন। যশোদাদেবীর এই ভাবকে ভাগবত বর্ণনা করেছেন -

একদা গৃহ দাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী,
কর্মাস্তুর নিযুক্তাসু নির্মমন্তু স্বয়ং দধি।। (ভাঃ ১০-৯-১)

একদিন যশোদাদেবী গৃহ পরিচারিকাদের অন্য কাজে নিযুক্ত করে তিনি স্বয়ং দধি মন্তুন করতে লাগলেন। যশোদাদেবীর এই
প্রীতিময়ী হৃদয় বৃত্তি ও সেবাময়ী বাৎসল্য বৃত্তিকে ধন্য করা, তার জন্যই এই মাধুর্য্যময় বাল্যলীলা। বৈকুণ্ঠাধিপতির ঐশ্বর্য্য প্রথানের
মাধুর্য্য জগতে অবতরণ, পরিপূর্ণতায়- অপূর্ণতা, সত্যতার- অসত্যতা, সর্বজ্ঞতার- অজ্ঞতা, ক্রন্দনহীনের- ক্রন্দন, স্বয়ং প্রভুত্বের-
দাস্যতা, ক্ষুধাহীনের- ক্ষুধা, ভয়ংকরের- ভীরুতা, গান্ধীর্য্যের- চঞ্চলতা, এ এক অপূর্ব মাধুর্য্যমন্ডিত বাৎসল্যের প্রেমময়ী মূর্তি
যা কি না সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার রচনার অতীত। যশোদার বাৎসল্যময় হৃদয়বৃত্তি যেন স্তনদুগ্ধরূপে ও সেবাবৃত্তি নয়নাশুরূপে তাঁকে
সিদ্ধ করেছে। তাই কবিগণ বলছেন -

স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে।

শুকদেব গোস্বামী বলছেন -

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথন্তীং জননীং হরিঃ
গৃহিত্বা দধিমন্তুনং ন্যমেষৎ প্রীতিমাবহন।। (ভাঃ ১০-৯-৪)

তখন শ্রীকৃষ্ণ স্তনদুগ্ধ পান করার অভিলাষে মন্তুনরতা যশোদার সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আনন্দদান করে মন্তুন দন্ড ধারণ
করে দধিমন্তুন নিষেধ করলেন। যশোদার চিন্তাবৃত্তি নিদ্রিত গোপালকে জাগরিত, সেবাবৃত্তি ক্ষুধিত ও বাৎসল্য ননী হরণ এবং
অবশেষে যশোদার হাতে উদুখলে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়ে দামোদর নাম ধারণ করেছেন। নিজ ভক্তের বাক্যকে সত্য করতে ভগবান
নিজের বন্ধন দশাকে আশ্রয় করে কুবেরের পুত্রদ্বয়ের প্রতি নারদের আশীর্বাদরূপ শাপগ্রস্ত নলকুবের ও মণিগ্রীব যমলার্জুন বৃক্ষরূপে
গোকুলে বিরাজ করেছেন তাদের মুক্তিপ্রদান লীলা প্রকট করেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ ব্রজের নিষ্কাম প্রেমে বশীভূত হয়ে এখানে

ঐশ্বর্যের পরিবর্তে মাধুর্য্য পরিপূর্ণতায় - অপূর্ণতা, ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে ভোজন, সত্যব্রত নারায়ণ পদে কৃষ্ণ মিথ্যা বলে, সর্বজ্ঞতায় অজ্ঞতা, বনে বনে গোবৎস ও গোপালক অগ্নেষণ, ক্রন্দনহীনের ক্ষুধায় ক্রন্দন, স্বয়ং প্রভুত্বের দাস্যত্ব, নন্দ মহারাজের পাদুকা মস্তকে বহন, ও গোপীগণের আদেশে জল ও কাষ্ঠাসন (পিঁড়ি) আনয়ন, ভয়ংকরের ভয়, সামান্য বিড়াল কুকুর দর্শনে ভীত যশোদা, শান্ত নারায়ণের স্তন্যপানে ব্যাকুলতা, কোলে আশ্রয় গ্রহণ এবং নারায়ণের গাভীর্য্য ত্যাগ করে ব্রজে অতীব চঞ্চলতা। এই চিত্তচোর ব্রজের ধূলিকে অঙ্গে ধারণ করে এই ধূলিকে চিন্ময়ত্ব দান করেছে।

ব্রজের ধূলা নয় ধূলি নয় গোপী পদরেণু
এই ধূলা মেখেছে নন্দের বেটা কানু।।

সে ধূলা উদ্ধব মহারাজ বন্দনা করেছেন -

বন্দে নন্দ ব্রজ স্ত্রীনাং পদরেণুমভীশ্মশ
পূনাতি ভূবনত্রয়ম যাসাং হরিকথোদগীতং
অনেক জন্মার্জিত পাপ চৌরম।। (ভাঃ ১০-৪৭-৬৩)

আমি নন্দব্রজস্থিত তাদৃশ গোপীগণের চরণরেনুর নিরন্তর বন্দনা করি। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গান দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে।

এ জগতে কোন জীব দেবতা এমন কি স্বয়ং ধরিত্রীদেবীও যে পাপের ভার বহন বা গ্রহণ করতে পারেন না এই মহাচোরের কাছে এলেই তার সকল পাপকে সে চুরি করে তাদের মুক্তি দান করেন। কংসের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যত পাপী অসুর কৃষ্ণকে মারতে এসেছে তারা কেউ কৃষ্ণকৃপা থেকে বঞ্চিত হয়নি। সকলকেই তিনি উদ্ধার করেছেন। এমনকি মাতৃভাব নিয়ে পুতনা বিষ স্তন কৃষ্ণের মুখে অর্পণ করে ধাত্রী গতিপ্রাপ্ত হলে ভাগবতে বলছেন -

কং বা দয়ালু শরণং ব্রজেম।

এই জগতে কৃষ্ণের মত এমন দয়ালু আর কে আছে যার তুমি শরণ নেবে। যাঁর সান্নিধ্য, স্পর্শ, অপবিত্রকে পবিত্র, অশুদ্ধ এবং দীন হীনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে এমনটা জগতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তাঁর নামের অপার মহিমা তাঁর নাম জীব হৃদয়ের সকল মলিনতাকে মুছে পবিত্রতা দান করে সুত গোস্বামী বলেছেন -

শৃণুতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণ পূণ্য শ্রবণ কীর্তনঃ,

হৃদ্যন্তঃস্থো হৃদ্যদ্রানি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম।। (ভাঃ ১-২-১৭)

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত নামগুণ শ্রবণ ও কীর্তনকারী মানবগণের অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ের পাপ বাসনা সমূহকে সমূলে ধ্বংস করেছেন।

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশুন্মানসো মহোৎ সবম্,

তদেব শোকার্ণব শোষণং নৃগাং যদুত্তম শ্লোক যশোহনুগীয়তে।। (ভাঃ ১২-১২-৪০)

এই চিত্তচোর সকল শোককেও শোষণ করেন। যেখানে উত্তম শ্লোক শ্রীহরির যশ অনুক্ষণ কীর্তিত হয়, সেখানে নবনবায়মানরূপে রুচিপ্ৰদ রম্য, চিত্তমহোৎসবজনক ও শোকসমুদ্র বিনাশক হয়ে থাকেন।

ব্রজের এই বিমল আনন্দ ও নিষ্কাম প্রেম তাঁকে চিরতরে বেঁধে রাখতে পারে না, কারণ তিনি যে ভক্তের ভক্তির বশ ভক্তবৎসল তাই কংসের কারাগারে উগ্রসেন মহারাজের কীর্তন, বসুদেব ও দেবকীর বাৎসল্যময় ভগবত চিন্তা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছে। দেবকী চিন্তা করছেন তাঁর ছেলে যশোদার কোলে খেলেছে, ঘুমাচ্ছে, ক্রন্দন করছে, সে আজ হামাগুড়ি দিচ্ছে, ধীরে ধীরে হাঁটতে শিখছে। আমাদের বদলে নন্দ যশোদাকে বাবা মা বলে ডাকছে। দেবকী বসুদেবের এই বাৎসল্যপূর্ণ ক্রন্দনধ্বনি কৃষ্ণের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করে তাঁকে বিচলিত করে তুলেছে। বিষয়সুখে লোভহীন, দেবকী বসুদেবের এই ক্রন্দনে ছয় পুত্র হারানোর শোক নেই, কারাগারের লৌহ শৃঙ্খলের কষ্ট নেই, সূর্যালোকের অভাববোধ নেই, দিনাবসানে ঘন অন্ধকার আকাশভরা তারকার উজ্জ্বলতা ও চন্দ্রমাদের লাভণ্যের স্নিগ্ধতা এই ধরিত্রীকে দান করে, আনন্দ লাভ করে। তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ঘন কৃষ্ণচন্দ্র বসুদেব ও দেবকীদেবীর হৃদয়াকাশে প্রকটিত হয়ে তাঁদের শোকসমুদ্রকে শোষণ করে এক দিব্য আনন্দ চন্দ্রের আগমনের পথকে অশ্রুজলে

আবর্জনামুক্তির আনন্দে মেতে ওঠেন। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের উদয়ের অধীর আগ্রহ ক্ষুধা তৃষ্ণা, ব্যথা বেদনা, এমন কি দেহজ্ঞানশূন্যতা এক অপ্রাকৃত আনন্দে নিমজ্জিত, অপর দিকে কংসের শত্রুভাবাপন্নতা -

আসীনঃ সংবিশং তিষ্ঠং ভুজ্ঞানঃ পর্যটন মহীম্,

চিন্তয়ানো হৃষিকেশম পশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ।। (ভঃ ১০-২-২৪)

কংস সিংহাসনাদিতে উপবেশন, শয্যাডিতে শয়ন, অবস্থান ভোজন, পৃথিবী পর্যটন প্রভৃতি সকল কর্মে ও সকল সময়ে শত্রুভাবে শ্রীহরিকে চিন্তা করতে করতে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখতে লাগলেন। কংসের এই কৃষ্ণতন্ময়তা তাঁর মুক্তিদ্বারকে খুলে দিয়েছে। কংস অক্রুরকে দিয়ে কৃষ্ণকে মথুরায় আনার পরিকল্পনা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসবেন কেন? গীতায় বলছেন -

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

সাধুগণের রক্ষা, দুষ্কের বিনাশ এবং ধর্মস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কংসের কৃষ্ণকে হত্যা করার সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে অক্রুরের লাভ হ'ল বৃন্দাবন দর্শন, ব্রজবাসীর চরণচুম্বিত ধূলি স্পর্শণ, মাধুর্য্যাম্বিত নন্দ, যশোদার চরণচুম্বন ও কৃষ্ণ বলরামের প্রেম আলাপের অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ। মথুরার ভাগ্যে লাভ - শ্রীকৃষ্ণের আগমন, ধরিত্রীর ভার হরণ, ও অসুর নিধন। কংসের ভাগ্যে লাভ - শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুক্তি, বৈকুণ্ঠ গমনের পূর্ণ স্বীকৃতি ও পাপবৃত্তির নিবৃত্তি। দেবকী বসুদেবের লাভ - চির দুঃখের মুক্তি, পুত্রের প্রতি বাৎসল্য প্রীতির অধীর ব্যাকুলতার সমাপ্তি ও নিত্য আনন্দের উৎপত্তি।

মথুরায় ধনুযজ্ঞকে কেন্দ্র করে কংসের অক্রুর দ্বারা কৃষ্ণ বলরামের মথুরায় আনয়নকার্য সফল হলেও কৃষ্ণ নিধন পরিকল্পনা সফল হয় না। কৃষ্ণ চিন্তনদ্বারা কংসের সমস্ত পাপ কৃষ্ণ চুরি করেন ও তাঁর হাতে নিধনের দ্বারা চোর নামের সার্থকতা হয়। কংসের মৃত্যুকালে ভগবানের দর্শনপ্রাপ্তি ও মুক্তিদানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর করুণার কৃপণতা করেননি।

এই চোরের নামের অপূর্ব মহিমা। ঐর নাম গ্রহণ করলে পৃথিবীর যত বড় দুষ্ক, পাষাণ্ড পাপী-তাপীই হোক না কেন, তার সব অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তাকে দয়ালু কারুণিক, ও মহত্ব দান করে। পৃথিবীর কোন শক্তি রত্নাকর দস্যুকে সুন্দর করতে সমর্থ হয়নি, কিন্তু ভক্ত নারদের কৃপায় কেবল এক 'রাম' নামের দ্বারা দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মিকী মুনিতে পরিবর্তিত হয়েছেন। নারদের কৃপায় কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকুবের ও মণিগ্রীবকে পাপকার্য থেকে উদ্ধার করে পরম ভক্ত মধুকণ্ঠ ও স্মৃতিকণ্ঠতে পরিবর্তন করেছেন, পাষাণ্ড ব্যাধকে পরম দয়াল তৃণাদপী সুনীচতা দান করেছেন, দুঃশাসনের হাত থেকে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছেন, এই পরম চোর শ্রীকৃষ্ণ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে রূপের পরিবর্তন করলেও করুণার পরিবর্তন করেননি বরং কারুণিক হয়েছেন।

অনরপিত চরিং চিরাৎ করুণায় অবতীর্ণ কলৌ

এই কলিযুগে তিনি যে করুণা করেছেন তা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

ঘোর কলিকাল দেখিয়া প্রবল জীব উদ্ধারিতে যায়,

নদীয়া নগরে শচীর উদরে জনমিলা গোরা রায়।

দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে গোরারূপে নাম নিলেন শ্রী শচিনন্দন গৌরসুন্দর। স্বয়ং ভগবান ভক্তরূপ অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণ নামের মহিমা প্রচার করলেন। এই কৃষ্ণনাম জগতের সকল মলিনতাকে দূর করে দেয়। নদীয়ার ভয়ংকর দস্যু ও চোর জগাই মাধাই-এর অত্যাচারে সকলে সন্ত্রস্ত, তাদের শাসন করার লোক নেই, তখন গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের চৈতন্য দান করে পরম বৈষ্ণব করে তোলেন, নদীয়ার পাষাণ্ড যবন কাজীকে প্রীতি ও প্রেমের দ্বারা বশীভূত করে পরম ভক্তে পরিবর্তন করেন। চাপাল গোপালের ক্রুরতা, পাপবৃত্তি ও গলিত কুণ্ঠ দূর করে কৃষ্ণ নামে মাতাল করেন। সার্বভৌম পন্ডিতের বিদ্যার অহংকার ও রাজা প্রতাপ রুদ্রের রাজদর্পকে খর্ব করে কেবল এই কৃষ্ণনাম। ভগবান দুষ্কের দমনের জন্য প্রতি অবতার কালে অস্ত্র ধারণ করেছেন, কিন্তু এই কলিযুগে করুণাময় ভগবান অস্ত্র না ধরে, কেবল নাম ও প্রেমের আশ্রয়ে সকলকে পবিত্র করেছেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ ও মহাপ্রভুর মতো করুণ হৃদয় ছিলেন। ঝাড়াখন্ডের মহা

দস্যু ডাকাত বিরহাম বীরকে হরিনাম দ্বারা শ্রীনিবাস আচার্য তাকে ভক্তে পরিবর্তন করেন। উড়িষ্যায় জলেশ্বরের ভয়ংকর ডাকাত উদন্ত রায়কে শ্রী শ্যামানন্দ ঠাকুর পরম বৈষ্ণবে পরিবর্তিত করেন। পূর্ববঙ্গের ময়ূরভঞ্জে এক মুসলমান পীর বাঘের পিঠে চড়ে এসে রসিকানন্দ ঠাকুরকে বলেন- তোর কৃষ্ণ বনের হিংস্র পশুকে বশ করতে পারে? এই দেখ আমি বাঘকে বশীভূত করেছি। এই সময় রসিকানন্দ ঠাকুর একটা ভাঙ্গা দেয়ালের উপরে বসে দাঁত মাজছিলেন, তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে দেয়ালকে চলতে বলেন এবং সেই নিষ্প্রাণ দেয়াল চলতে শুরু করে। তাই দেখে সেই মুসলমান পীর রসিকানন্দ প্রভুর চরণে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

আজ আপনাদের কাছে ৫০০০ এবং ৫০০ বছর আগেকার ইতিহাস বলার কারণ কি? কারণ হ'ল আজ একবিংশ শতাব্দির শিক্ষার আলোকে আমরা নিজেদেরকে উজ্জ্বল ভাবছি, বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা অন্তরীক্ষে পাড়ি দিচ্ছি, সমাজ জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করার জন্য আইন ও বিধি ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে আছি। কিন্তু আমাদের অন্তর এখনো অন্ধকারে পূর্ণ। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, দ্বেষ, হিংসা, মাৎস্যরূপ ভয়ংকর জন্তু সেখানে বাস করছে। এদের হাত তেকে মুক্তি লাভের জন্য দেড় বছর বয়স থেকে সুশিক্ষার ব্যবস্থা, পুলিশী দন্ডবিধান, প্রসাশনিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা যেন দিনের পর দিন বজ্র আঁটুনি ফস্কা গোরোর অবস্থা। তাই আজ এই শিক্ষিত জগতের কাছে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং দেশবাসীর চরণে আমার কাতর নিবেদন ও প্রার্থনা আমরা আমাদের পূর্ব ইতিহাসের আদর্শকে অনুসরণ করলে আমাদের মঙ্গল ও পরিবর্তন আনিবার্য।

সংসারে কিছু ভন্ড ও কপট সাধুর আচরণ থাকবে, যুগে যুগে ভগবানের মহিমাকে খর্ব করার জন্য রাবণ, কালনেমী, শিশুপাল, দন্তবর্কাদি অসুরের জন্ম হয়েছিল, তেমনি আজো সাধুবেশী ও অনেক অসাধু জগতে আছে ও থাকবে, এর হিসাব না করে শাস্ত্রানুসারে, অকপটে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর নামরূপ তরীতে একান্তভাবে আশ্রয় নিয়ে শৌনকাদি ঋষির ন্যায়, জগতের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম ছড়িয়ে দিতে পারলেই পরম মঙ্গল, পরম শান্তি আসবেই। কারণ সুরদাস বলেন -

নামীকো চিন্তা রহিত হ্যায় নাম না হো বদনাম, প্রভুসে বড়া প্রভুকা নাম।

অনেক জনার্জিত পাপ চৌরম্, চৌরাগ্রন্যম্ পুরুষম্ নমামি।।

এই শ্রেষ্ঠ চোর যিনি জন্ম জন্মের পাপ-তাপকে চুরি করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে সকলের প্রণম্য হয়েছেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে জগত ও জীব উত্তম হতে পারে না, তাই তাঁর শ্রীচরণ কমলের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লাভ করাটাই বুদ্ধির পরিচয় ও মানবজন্মের সার্থকতা।



বার্ধক্যের পরিহাস সুজিত কুমার ভট্টাচার্য



কাশী, ইতিহাস বলে এই শহর নাকি ইটালি, রোমের থেকেও পুরনো। লোকসংখ্যা ও শ্রী বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বেড়েছে বই কমেনি। এখানে বয়স্কদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বয়স্কদের প্রতি অবহেলার নজির সর্বদাই মেলে। অজকের এই ‘গল্পো’ ঙ্গদের উদ্দেশ্যেই সমর্পিত হ’ল।

-- আসেন, আসেন, কেমন আছেন? গতকাল দেখি নাই তো?

প্রায় সমবেত স্বরে আগত ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর উপস্থিত ভদ্রলোকেরা। এই আসরের এটাই স্বাভাবিক অভিবাদন।

-- কি দাদা ভালো?

হিন্দি ভাষী একজন, উপস্থিত ঙ্গদের কারুর উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে পাশের টানেলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কথাগুলির প্রতিধ্বনি অবশ্যই হ’ল, উত্তরটা উহা থেকে গেল।

শরতের শেষ, শীতের আমেজ ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। সময় বিকেল পাঁচটা আন্দাজ হবে। জায়গাটা কাশীর গঙ্গার এপার, এখানে আছে ধাপ ধাপ ছোট বড় সিঁড়ি। সংখ্যায় প্রায় শ’খানেক তো হবেই। নীচের দিকের সিঁড়িগুলো জল কাদা ভেঙে উঁকি ঝুঁকি মারছে। উত্তরবাহিনী মা গঙ্গার জলোচ্ছ্বাস এখন কমের দিকে। সব থেকে ওপরের সিঁড়ির ধাপগুলো শুকনো, এমনই কয়েকটি সিঁড়ির ধাপের ওপরে এসে বসেছেন জনাকয়েক ভদ্রলোক। পরনের জামাকাপড় একটু দোমড়ানো মোচড়ানো হলেও পরিষ্কার, সবারই পরিণত বয়স। ঙ্গদের বেশীর ভাগের চোখে চশমা, সেই চিরাচরিত মোটা, পুরু কালো ফ্রেম। অনেকের হাতে রয়েছে ছাতা ও একটি বাজার করার থলি। ছাতার কাপড়ে তালি যে নেই তা নয়, তবে বাজার করার থলিগুলো খালি ও পরিপাটি করে পাট করা। থলিগুলোকে পেতে বসা যায় বইকি, কেউ কেউ আবার রুমাল বা থলির অভাবে বসার জন্য ছাতাটাকেই ব্যবহারে আনেন। এতে অবশ্য একটা লাভ হয়, ছাতাটিকে ভুলে ফেলে রেখে যাবার সম্ভাবনা কম।

আজ এই দলের সকলেই অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। কেউ মিলিটারি থেকে, কেউ রেল বা অন্য কোন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরি থেকে, আবার কেউ প্রদেশের সরকারী দপ্তরের সঙ্গে এক সময় জড়িত ছিলেন, দু/এক জন শিক্ষণ সংস্থানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এখন সব পেনশন ভোগী। এখন ঙ্গদের জীবন - দিনগত পাপক্ষয়। তাই তাঁরা এই সময়টিতে সমসাময়িকদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ নেন। চেষ্টা করেন প্রতিদিন একই জায়গায়, একই সময়ে মিলিত হতে, অর্থাৎ সোজা বাৎলায় - আড্ডা দিতে, অবশ্যই বিনা বাধায় এবং বিনা খরচে। পথে বা বাজারে একের সঙ্গে অপরের সাক্ষাৎ যে হয় না তা নয়। তবে কি শীত, কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম এই জায়গায় মিলিত হবার আনন্দটাই আলাদা। আসতে দেরী হলে যেমন কটুক্তি শুনতে হয়, তাড়াতাড়ি ফেরার তাগিদ করলেও এর থেকে মুক্তি নেই। মিলনের এই

জায়গাটির কিছুটা তফাতে পাতা রয়েছে একটি কাঠের তক্তা, আকারে বেশ বড় হলেও এটা মলিন ও কালো হয়ে গেছে। বিকেল হয়েছে বলে বিশাল আকারের বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরী পান্ডার ছত্রিটা তক্তা থেকে খুলে পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কয়েকটি কুকুরকে মাঝে মধ্যে ছত্রিটির আনাচে কানাচে ঘোরানুরি করতে দেখা যায়, এরা মাঝে মাঝে ঠ্যাং তোলে জুতো লক্ষ্য করে। এই তক্তাগুলির ওপর কখনো কখনো নব প্রজন্মকেও আড্ডা দিতে দেখা যায়। এরা গুলতানি মারে, অবশ্য সবটাই এদের দাঁড়িয়ে।

একদিনের ঘটনা - যুবকদের আড্ডা জোর থেকে জোরালো হচ্ছে, হঠাৎ এদের মধ্যে একজন বলে উঠল - এইবার চল কেটে পড়ি, দাদুদের আসার সময় হ'ল। এসে পড়লে মুশকিল হবে, আবার জ্ঞান দিতে আরম্ভ করলে শুনতে হবে পুরনো সব বুলি - সেই কবে উনি এক আনা সের ঘী খেয়ে বাবুয়া পাঁড়ের আখড়ায় যেতেন মুণ্ডুর ভাঁজতে-। যুবকরা প্রশ্ন করলে সমাগত বয়স্কদের কেউ কেউ আড়চোখে ওদের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন, সম্ভবত দেখতে চেষ্টা করলেন এদের কাউকে চেনা যায় কিনা।

নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘাটের একমাত্র সরকারী ইলেকট্রিক ল্যাম্প-পোস্টের কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে দেবার নিয়ম আছে, তবে পরে আবার কবে সেটা জুড়ে দেওয়া হবে সে নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। ডানদিকে শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার বহিঃশিখা ও খোলা আকাশের এক চিলতে চাঁদের আলোই এই সময় এখানের জমায়েত লোকের ভরসা।

-- আরে শুনছেন?

-- কি ব্যাপার বলুন তো?

সব বয়স্কদের মুখে একই প্রশ্ন - একই সঙ্গে মুখ ফুটে বেরিয়ে এল। নাকে একটিপ নস্যি ঠুসে পরিমালবাবু একটু সোজা হয়ে বসলেন। ইনিই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছিলেন। ইতিমধ্যে ফেঁটা ফেঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করে দিল, অসময়ের বর্ষা, সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। তড়িঘড়ি করে যজ্ঞেশ্বরবাবু উঠে দাঁড়ালেন। হয়ত এই ব্যাপারে পরিবারের সাবধানী বার্তার কথা মনে পড়ে গেল। বসবার জায়গা থেকে রঙচটা ছাতাটি তুলে নিয়ে উনি ওটাকে খুলে ফেললেন। ওনার দেখাদেখি প্রায় সন্ধ্যাই উঠে পড়লেন ও বাজারের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। পরিমালবাবুর কথাটা আজ অসমাপ্ত রয়ে গেল।

বছরের পর বছর এমনটাই হয়ে আসছে। সংখ্যায় একজন কমে গেলে নতুন দুজন এসে দল ভারী করেন। নানান বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। কখনো বাজারদর - কি সস্তা হ'ল, কি মালী হ'ল, রোগ বলাই, চিকিৎসা বা সরকারি অব্যবস্থা - কিছুই বাদ পড়ে না। মাঝে মাঝে রাজনীতিও চলে আসে ও চর্চার বিষয়বস্তু হিসাবে।

আরেক দিনের কথা - সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে শহরটা সবে মুক্তি পেয়েছে। পরিবেশে সর্বত্রই একটা থমথমে ভাব, পরিস্থিতিকে সামাল দিতে এখনো পুলিশী বন্দোবস্ত বলবৎ। প্রথমে বদিবাবু হাজির হলেন আর কেউ উপস্থিত হয়েছেন কিনা দেখতে। ভাবছিলেন - থাকবেন না ফিরে যাবেন এমন সময় শ্যামাবাবুর আবির্ভাব হ'ল। বদিবাবুই কথাটা পাড়লেন -

-- আজ আর কেউ আসবেন বলে মনে হচ্ছে না, যা ভয়ানক কান্ডটা ঘটে গেল।

শ্যামাবাবু ওনার কথায় সায় দিয়ে বললেন -

-- আপনাদের ওদিকে তো শুনলাম বীভৎস সব কান্ড ঘটে গেছে। যা শুনছি সবটাই কি সত্যি? এই বলে প্রশ্নটা ওঁর দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

-- সত্যি নয় মানে? মিথ্যেটা কোথায়? বীভৎস বলে বীভৎস - রাস্তায় ছ-ছ'খানা লাশ পড়েছিল - রক্তরক্তি কান্ড মশাই। বোঝা গেল বদিবাবু ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

-- আরে একটু ধীরে বলুন, অন্য কেউ শুনতে পেলে আপনাকেই জেরা করতে শুরু করবে, এতে বিপদ হতে পারে। এই মন্তব্য করলেন সদ্য আগত যজ্ঞেশ্বরবাবু।

-- আরে মশাই কি বলব ১৯৪৭ সালের দাঙ্গায় যা দেখিনি সেদিন তাও দেখে নিলাম। এ জীবনে এরকমটা দেখতে হবে ভাবিনি। বদিবাবু বলতেই থাকলেন।

উত্তেজনা থামাতে এবার শ্যামাবাবু আবার বললেন,

-- চলুন এবার ওঠা যাক, এই প্রসঙ্গ নিয়ে পরে যথার্থ আলোচনা করা যাবে'খন।

-- হাঁ হাঁ চলুন ফেরা যাক। আজকের কাগজটা পড়েছেন কি? সেদিন উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে কথাটা পাড়লেন পরিমলবাবু।

-- আরে বদিবাবু, আপনার পেনশন তো বাড়ছে। সরকার তো দু প্যারসেন্ট 'ডী এ' বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাড়তিটা গত জানুয়ারী থেকে দেবে বলছে।

-- ও মা তাই নাকি? একটা ভাল খবর শোনালেন মাইরি আপনি। বাড়ী গিয়ে খবরের কাগজটা দেখতে হচ্ছে, অবশ্য ততক্ষণ যদি সেটা অক্ষত থাকে, এটা হলে এ বছর কিছু সাশ্রয় হবে বলে মনে হয়। এরিয়ারটা যদি সময়মত পাই তাহলে তো কথাই নেই, সরকারের মহিমা তো! ঘুসটুস না চাইলেই হ'ল। বদিবাবু বলেই চললেন,

-- ইচ্ছা আছে এ বছরের শেষে একটু বেড়াতে যাবার সাউথের দিকে। জনৈন তো নিজের খরচটা নিজেই পোয়াতে হবে। ছেলে ও তার পরিবার বোধহয় এল.টি.সি নেবে।

-- আরে যা বলেছেন, এই মাল্লী আক্রমণ দিনে, কিছু প্ল্যান করতে গেলে খরচের দিকটা তো আগে ভাবতে হবে। রাহা খরচ তো আছেই, থাকা খাওয়া বাবদ বেশ মোটা টাকার খাঙ্কা। কথাগুলো বলে আর এক টিপ নসি নিলেন পরিমলবাবু। এ ব্যাপারে কিন্তু নন্দীবাবুকে কিন্তু লাকি বলত হবে। কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না, একলা মানুষ। বাড়ীভাড়া, পেনশন ও এম.আই.এস-র ইন্টারেস্ট - এই দিয়ে ওনার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। মন্তব্য করতে ছাড়লেন না বিশুবাবু। ওনার কথায় একটু পূর্ববঙ্গের টান আছে।

-- আরে উনি তো প্রতি বছর একবার ছেলের কাছে ও পরে মেয়ের কাছে বেড়াতে যান। আর কেনই বা যাবেন না? রেলের লোক, বছরে দুবার ফাস্ট ক্লাসের পাস পান যে! এবারে কথাগুলো বললেন যজ্ঞেশ্বরবাবু। নন্দীবাবু নির্বিকার। কথাগুলো শুনতে পেলেন কিনা বোঝা গেল না। ভদ্রলোক পেশায় ডাক্তার, বিপত্তিক, কানে হিয়ারিং এইড লাগিয়ে রাখেন।

-- চলুন, এবারে ফেরা যাক, আমাকে আবার অনেকটা পথ যেতে হবে। বললেন নাবাগত কার্তিকবাবু।

-- হুঃ, দেরী হইলে বাসায় চিন্তা করতে লাগবো, যাইতেই হইবো, এই বলে বিশুবাবুই প্রথম এগিয়ে গেলেন।

-- দাদা, টাচটা একটু জালান দিহি।

সতিহি টানেলের মতন গলিটার ভিতরে বেশ অন্ধকার। অনেক সময় কুকুরগুলো রাস্তার মধ্যখানেই শুয়ে থাকে পাশের মঠ থেকে একটা বাতি জ্বালিয়ে রাখত, আজ সেটা নেই। মনে হয় বালুটা কেউ চুরি করে নিয়েছে বা ফিযুজ হয়ে গেছে। টানেলের মতন রাস্তাটুকু পেরোলেই পড়বে বাজারের রাস্তা। দোকানপাট খোলা থাকলে পথ চলতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। কোন এক সময় এই রাস্তাটা বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই দিয়ে বাঁধানো ছিল, সম্প্রতি সেগুলোকে তুলে ফেলে পাথরের ইট দিয়ে নতুন করে তৈরী করা হয়েছে - করপোরেশনের দৌলতো। আসরে আসা ভদ্রলোকেরা কেউ বাঁদিকে কেউ ডানদিকে ঘুরে নিজের নিজের ঠিকানার উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করে দিলেন।

সবশেষে বেরোলেন ডাঃ নন্দী। উনি অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগোলেন বাঁদিকের রাস্তায়। অন্য সকলের চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলেন বোধহয়, উনি যাবেন কাছাকাছি পাড়া হাড়ারবাগে। কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়ে উনি থামলেন। সামনেই একটি ছোট দোকান, দুধ, দৈ ইত্যাদি বিক্রি হয়। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন একবার। পরে দোকানদারকে বললেন - এক টাকার রাবড়ি দো। মনে হ'ল দোকানদার ওনাকে চেনে, রোজকার খদ্দের। দোকানদার বলল - দাদু আর এক টাকায় হোবে না, পাঁচ টাকার লিতে হোবে।

ডাক্তারবাবু পকেট থেকে একটা নোট বার করে ওকে দিয়ে বললেন - ঠিক হয়, তাই দে দো। দোকানটার একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রাবড়িটুকু গলাধঃকরণ করলেন ডাক্তার নন্দী, হতে পারে এই দিয়েই তিনি সেদিনের রাতের খাওয়া সেরে ফেললেন। ততক্ষণে পাশের বড় রাস্তা থেকে খোল করতাল বাজার শব্দ কানে ভেসে এল। আবার সেই চির পরিচিত হরিধ্বনি বলো হরি ---। আর দেরী না করে পকেট থেকে একটা আধময়লা রুমাল বার করে মুখটা মুছে ফেললেন ও তড়িৎ বেগে রওনা দিলেন নিজের পরিচিত রাস্তায়, আস্তানার অভিমুখে।

আজ বিশ্বে সিনিয়ার সিটিজেন্ দিবস। এখানে কোথাও কিছু পালন করা হচ্ছে কি না এটা ঞ্দের গোচরে নেই। বলা যেতে পারে এ জাতীয় কিছু আদৌ হয় এটাও এহেন আড্ডার সদস্যদের ধারণার বাইরে। সোজা কথায় আজকের

এই পরিবর্তনশীল ছোট্ট দুনিয়ায় সমাজের এহেন মধ্যবিত্ত ঘরের বয়স্ক লোকদের অস্তিত্ব নিয়ে কারুর কোন চিন্তা ভাবনা আছে কিনা - এই প্রশ্নটা উত্তরবিহীন হয়েই থেকে যাবে।

আজও এই ভদ্রলোকেরা এখানে আসছেন, পটভূমি একই, তবে সময়ের অন্তরালে। কিছু চেনা মুখ সরে গিয়ে নতুনদের আগমন হয়, আলোচনার বিষয়-বস্তুতে নতুনত্বের ছাপ লাগে। আজকের দিনের চলতি উপকরণ ও পদ্ধতি ঐদের অনেকেরই নাগালের ও আয়ত্তের বাইরে। টর্চের আলোর বদলে এসেছে মোবাইল ফোনের জোরদার আলো, ছাতাগুলো আকারে ও প্রকারে উন্নত। ঘরে ঘরে টু-ইন-ওয়ান ও মেড্ ইন্ চায়না মার্কা বস্তুতে ছেয়ে গেছে। কথায় কথায় বয়স্করা বিদূপ ও পরিহাসের শিকার হয়ে থাকেন। পরিবার বা সরকারের দিকে মুখ চেয়ে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন ঐদের অন্য করণীয় কিছু কি থাকতে পারে- এটা একটা ভেবে দেখার কথা। সব দেশের লোকেরই আয়ু কম বেশী বাড়ছে, তাছাড়া জেনারেশন্ গ্যাপ্ - সেটাও বাড়ছে। সসন্মানে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা ঐদের মৌলিক অধিকার। সমাজের কাছে এটাই ঐরা আশা করেন।

হঠাৎ মন্দিরের ঘন্টা বাজার শব্দে সম্বিত ফিরে এল। ভাবনার স্রোত বাধা পেল। মনে করিয়ে দিল এবারে আমার বাড়ী ফেরার পালা। আবছা আলোয় ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম ওপরের সেই চির পরিচিত সিঁড়ির ধাপগুলো যেন দাঁত বের করে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমাকেও তো অতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে। বার্ষিক্য সবার জীবনে আসে। এটা নিছক পরিহাস নয়। এটাই জীবনরূপী তীর্থ যাত্রার স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল।

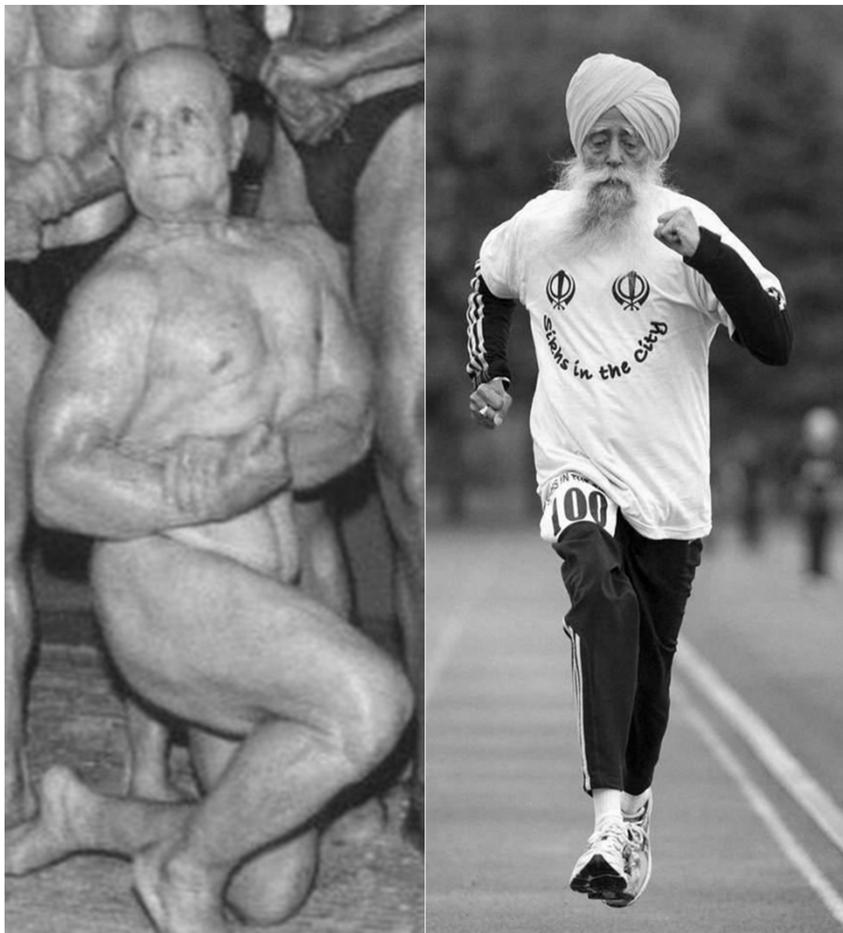
পাড়াটি হলো পিতাম্বর, মন্দিরের নাম কেদারেশ্বর
নদীটির নাম গঙ্গা

শহরের নামটি সবাই জানে, আড্ডার জায়গাটি কেদারঘাট।



কাশীর কেদারঘাট

101 and still not Done



Recently many centenarians have been making news. My attention was particularly drawn towards Indian born Fauja Singh, the 101-year-old marathon runner and the 100-year-old body builder and India's first Mr Universe, Manohar Aich, from Kolkata. What intrigued me most were the stark differences and similarities between their diets, and both vouching that their staple diets are the perfect recipes for longevity.

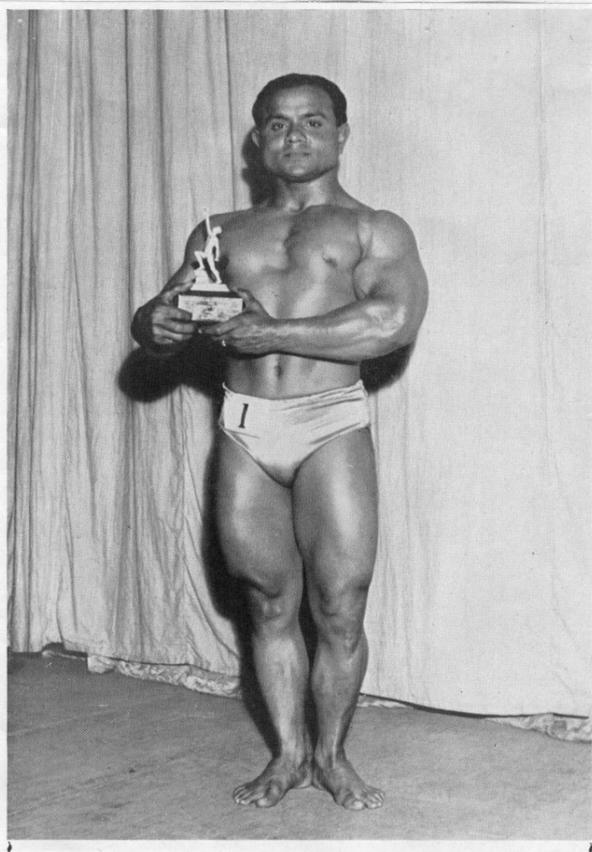
According to Fauja Singh, *alsi di pinni*, works magic for him. A few spoons of crushed pinni in the morning and he is raring to go. Aich swears by a dish called *panta bhateer* (rice cooked the day earlier and left to ferment by adding water). In a recent interview to an Indian weekly he said, "*Panta bhateer jol, tin jowaner Bol*" (the water of fermented rice can give power to three strong men) which literally means the power of the local Bacchus. Incidentally, Fauja Singh is also known to have been consuming a good quantity of Bacchus in his younger days. Fauja Singh stays miles away from rice and claims it causes gas in his body. Fauja prefers a chapatti or a slice of brown bread dipped in curd or milk, the latter being easier to eat, given his brittle teeth.

Both the sportsmen however seem to be fond of lentils and Fauja usually blends his serving with a lot of ginger. Fauja is a tea drinker and is crazy for milk shakes, whereas Aich prefers coffee and juice. However, be it rice or chapatti, the one thing to learn from both these legends is the art to eat less. Both vouch for this.

- Khushwant Singh
(Excerpts from *Hindustan Times*)

**MONOHAR AICH -
AN ENDEARING AND ENDURING AMBASSADOR
FOR PHYSICAL CULTURE**

By Ron Tyrrell



Monohar Aich Poses With
His 1952 Mr Universe Award

On 17 March 2012, friends and family gathered at the home of the legendary strongman and bodybuilder Monohar Aich, to celebrate his one hundredth birthday, and tributes were paid to him by strength athletes and physical culturists from all parts of the World. What better time for me to reflect on his amazing life and achievements in many fields of physical endeavour.

Monohar was born in a small village in the Comilla District, once part of British India but now part of Bangladesh. When he began his training at the age of fifteen, he was 4 ft 6 ins in height and weighed 98 lbs. He used a variation of the method of training that Indian wrestlers have used for centuries, based on Dhunds and Baithiks, consisting of various forms of press-ups and bodyweight squats. With this type of training he made good progress, increasing his height by 5 ins and his bodyweight by 30 lbs. During World War II, India was still under British rule, and he joined the Royal Air Force and had the very good fortune to meet one of the greatest all round strength athletes that Britain has ever produced, Reub Martin, who introduced him to weight training and strand pulling.

In the next few years, Monohar continued to make great progress, despite being thrown into prison for protesting against colonial rule. On India's independence in 1947, he was released from prison and despite very limited finances, went into intensive training.

In 1950 at the age of 38, he won the professional title "Hercules of India", and in 1951 travelled to England to compete in the Mr Universe Class III (men up to the height of 5 ft 6 ins), finishing second to another great Indian bodybuilder, Monatosh Roy. 1952 saw Monohar win the Mr Universe Class III title, and George Greenwood, covering the event for Health & Strength magazine, reported'Never in my life have I seen so much muscle packed on such a little frame, I remember some three years ago saying that about former World Weightlifting Champion Namdjou, who was 5 ft tall, Monohar is 4 ft 11 ins, and his arms are 17 ins., two inches bigger than Namdjou's! I said to Monohar, "If you were a foot taller, you would be Mr Universe". He smiled and said, "God made me a

little man, so I am happy to be one." Everybody loves him for the little personality that he is.'

The Pocket Hercules, as he was affectionately known, continued to place high in international physique contests, placing third in the 1955 Mr Universe, and at the age of 47, placed fourth in 1960 Mr Universe, and he was in the best condition of his career, sporting a 47 ½" chest and 17 ½" upper arms. (The author was sitting in the audience at the time, and was totally won over, not only by his wonderful physique, but also by his charismatic personality.)

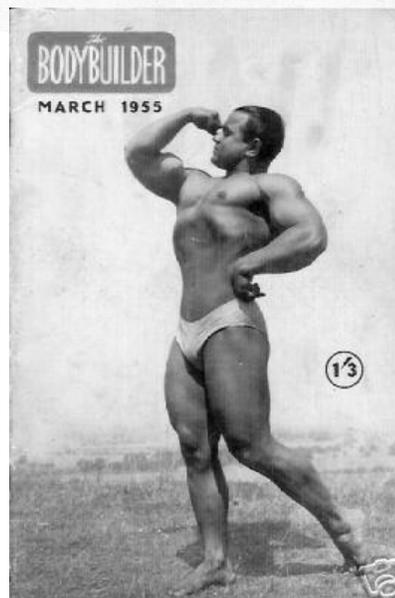
Incidentally, even at the age of 75, when Monohar was invited to the USA by the World Physique Federation, one of the prominent officials is quoted as saying ..."I could not believe my eyes, you must be kidding. You have the body of a young man of about 37 or 38."

During 1951/52, when living in England, Monohar had given many exhibitions, displaying his wonderful physique and demonstrating his great skill at muscle control. Some of these controls had never been seen in Britain since the days of Alan P Mead. His act also consisted of feats of strength and a number of dangerous stunts, such as lying on razor-sharp swords. Another stunt was to take a sharp pointed spear head and fix it to a long metal rod, place the point against the soft part of his throat, then throw the whole weight of his body onto the spear and advance forward several paces, bending the metal rod. To confirm how sharp the spear head was, he would drop it onto the stage, where it would stick firmly into the floor. Witnesses confirmed the fact that there was no mark on Monohar's throat.

This amazing man also used some very good poundages in his exercises, and could lift a very respectable total on the Olympic lifts. He was also a World Class strand puller, and in a closely fought contest, defeated his great friend and rival David Webster. However, David got his own back in a later contest, and a number of records were broken. David Webster, who is today regarded as the World's premier authority on strength athletes past and present, went on to win the 1954 World Strand Pulling title, which confirms the standard against which Monohar was competing. The two men became great friends and David, writing about that time, said

... "We had a lot of fun together and a smile was not far from his lips, he was a deep thinking man, his philosophies and positive approach to life taught me a lot."

In Monohar's long life, he has experienced great poverty as well as World acclaim, and as David Webster has said, he has always maintained a positive attitude to life. In his private life, he married and raised four children, two sons and two daughters, and today helps his sons to run a gym and fitness centre. He still trained up to the age of 99, but stopped training following a minor stroke. He attributes his long life to regular exercise, a diet of milk, fruit, vegetables, rice, lentils and fish, and maintaining a happy attitude to life.



Calcutta's **MONOHAR** **AICH**

THIRTY - FIVE - year - old Monohar Aich of Calcutta, runner-up Mr. Universe Class 3, is very much like the Persian Pocket Hercules, Mahmoud Namdjou. He has the same sparkling eyes and personality, a rugged strong man's physique and boundless enthusiasm for bodybuilding. And like Namdjou, he looks upon the H & S offices as home!

Father of three children, Aich weighed 7 stone at a height of 4' 6" when he started PC (at the age of 15) on the normal system of Dhunds and Baithaks (Dips and Squats) and he made good progress.

Then he turned to the West and with H & S as his 'bible', took up bodybuilding with weights, starting on the simple Presses and Curls and soon became familiar with all the latest exercises on the most modern equipment.

In 1943 he joined the Indian Air Force and stayed in for 5 years. 1950 saw him crowned Hercules of India, a professional title as he is a PT instructor. Is capable of a 550 total on the Olympics and now claims the title of World's Most Muscular Short Man.

He certainly deserves a high place in that category.

photographed by VINCE

75-year-young wonder invited to U.S.

**From A Special Correspondent
NEW DELHI, Aug. 23.**

India's 'Pocket Hercules' and former 'Mr. Universe', the 75-year-old Manohar Aich, has been invited by the World Physique Federation (WPF) for the forthcoming Mr. Universe contest being held in Arizona, in the United States on September 24 and 25.

Manohar Aich's photographs, taken at the age of 74, have surprised the WPF. The WPF



President, Mr. Dennis Stallard, has written: "Honestly I could not believe my eyes looking at your pictures. You must be kidding people saying you are 75 years old. It is the body of a young man of about 37 or 38 years of age, with your head on top".

Mr. Stallard, in appreciation of Aich's incredible achievements, has invited him to give a demonstration in the forthcoming 'Mr. Universe' contest and also to act as a judge.

THE TURBANED TORNADO

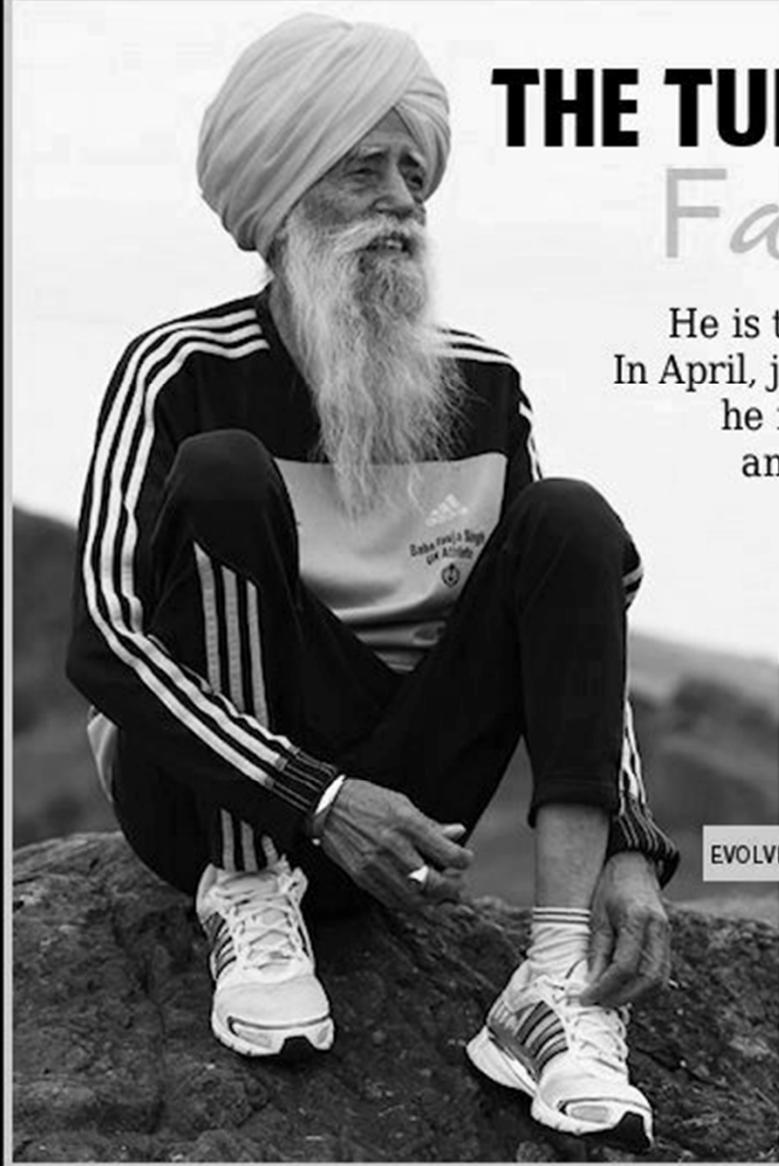
Fauja Singh

He is the oldest marathon runner in the world. In April, just three weeks after his 101st birthday, he ran the London Marathon in seven hours and 49 minutes. Singh has completed eight other marathons in the past 12 years,

including the Toronto Waterfront Marathon, which he ran when he was 100 years old. He says: "Age may bring wisdom, but if you want stamina, endurance and a lifetime of good health, turn to nutritious

vegetarian foods. I attribute my longevity to simple Punjabi vegetarian foods, such as chapati, dal, sabji and saag. When I reach my destination, I will be able to say that no animals had to suffer because of my food choices along the way."

EVOLVE! CAMPAIGNS



Marathon victory for 92 yr old Singh sets another record

6:54 AT AGE 89.
5:40 AT AGE 92.

THE KENYANS HAD BETTER WATCH OUT HIM WHEN HE HITS

Fauja Singh took up running behind the ages of 80 and 85. Now he runs eight to ten miles every day and relies on warm loaves, ginger curries and meditation. It's a training regimen that's helped him shave over an hour off his marathon time, and set world-best times for his age group. Will he just keep getting better? We wouldn't put it past him, not when he already knows impossible is nothing.

Supernova Cushion. More comfort. More options. More flexibility. Made to keep you going further every mile. adidas.com/running

FOREVER SPORT

বদলা বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯০৬: দুই ভাই- মুক্তা সিং আর শের সিং:

মাতৃহীন দুই ভাই খেলা করছে রেল লাইনের ধারে। তাদের বাবা সর্দার তেহল্ সিং পাঞ্জাবের একটা ছোট গ্রাম-সুন্‌নাম-এর রেলওয়ে ক্রসিং-এর গুমটিদার। গরীব বাপ কালিপূজোর দিনে ছেলেদের কয়েকটা ধানিপটকা কিনে দিয়েছে। বিকেলের মেল ট্রেন আসবে- দুটো পটকা রেল লাইনে রেখে দুই ভাই কান পেতে আছে পটকা ফাটার শব্দ শুনতে। অনির্দিষ্টভাবে ট্রেনের সামনে আজ পুলিশভরা ট্রলিকার। ট্রেনে নিশ্চয় কোন বড় ইংরেজ অফিসার ট্র্যাভল্ করছে। পটকা ফাটার দুম দুম শব্দ শুনে ট্রলি থেমেছে। বেয়নেট্ লাগানো রাইফেল হাতে চারজন পুলিশ আর এক লালমুখো অফিসার তাড়া করেছে দুটি বালককে। পেছনে হাত বেঁধে নুড়ির উপর উপড় করে রেখেছে পায়ের বুটের চাপে। করুণ কান্নার আওয়াজ পেয়ে তাদের বাবা তেহল্ সিং ছুটে এসেছে ক্ষমা চাইতে। হাঁটু গেড়ে বসে সাহেবের পাদুটো জড়িয়ে ক্ষমা চাইছে। রাগে আত্মহারা সাহেব বুটের লাথি মেরেছে তেহল্ সিং-এর বুকো। তেহল্ সিং ছিটকে পড়েছে রেল লাইনের উপর। মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে। সাহেবের আদেশে তেহল্ সিংকে জেলে এনে এক অন্ধকূপ ঘরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। জেলার-সাহেব ফাস্ট-এড্ দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। প্রচুর রক্তক্ষরণে তেহল্ সিং খুবই দুর্বল। এমনকি হাঁটার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। পেনাল কোর্টে তেহল্ সিং-এর অবর্তমানেই জজসাহেব এক নিরপরাধীকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছেন ও নিরাপত্তা ভাঙার জন্য সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।

জজসাহেবকে ফাঁকি দিয়ে তিনদিনের মাথায় তেহল্ সিং মারা যায়। সাহেব অফিসারের কোন শাস্তি তো হয়নি বরং পদোন্নতি হয়েছে। তখনকার দিনে তথাকথিত সভ্য ব্রিটিশ শাসনের মাপকাঠি এই রকমই ছিল। বাপ-মাতৃহীন দুই ভাইকে সুন্‌নাম গ্রামের কালেক্টর সাহেব ভয়াবহ এক অনাথ আশ্রমে চালান করে। এই অনাথ আশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য কি করে শিশুদের নৈতিক শক্তিকে দমন করে পরাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করা যায়। এমনকি নব ভাবধারা ধারণের হেতু তাদের নতুন নামকরণও হয়। মুক্তা সিং এখন সাধু সিং, আর শের সিং এখন উধম সিং। বলা বাহুল্য যে সেদিন এই অধিকতর নিরাপত্তার কারণ হ'ল একজন স্বনামধন্য ট্রেনযাত্রী- স্যার মাইকেল ও'ডয়ার। তাঁর সাথে আমাদের আবার দেখা হবে!

এপ্রিল ১৩, ১৯১৯: ১৯ বছরের ছেলে উধম সিং। পানিপাঁড়ে:

ব্রিটিশ অনাথ আশ্রমের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বড় ভাই সাধু সিং কৈশোরের প্রারম্ভেই মারা যায়। সঙ্গীবিহীন পরাধীনতার একাকী জীবন শুরু করে উধম সিং। শত চেষ্টা করেও অনাথ আশ্রমের ব্রিটিশ শিক্ষাপদ্ধতি উধম সিং-এর চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। সে ভোলেনি তার বাপের রক্তাক্ত মুখছবি, বিনা চিকিৎসায় কারাগারের অন্ধকূপে তার বাবার শেষ নিঃশ্বাস, অনাথ আশ্রমের কঠোর শাসনে তার দাদার করুণ মৃত্যু। তবুও সব পুঞ্জীভূত দুঃখকে চেপে রেখে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে জনসাধারণের নিত্য কল্যাণ-কাজে। ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ সাল- আজ শিখ সম্প্রদায়ের মহোৎসব- বৈশাখী পার্বণ। কাতারে কাতারে লোক এসেছে হরমন্দির সাহেব গুরুদ্বারাতে পূজা দিতে। জালিয়ানওয়ালাবাগের ময়দানে হিন্দু, শিখ, মুসলমান মিলে প্রায় কুড়ি হাজার লোকের সমাবেশ। বৈশাখ মাসের কাঠফাটা গরম, সকলেই তৃষ্ণার্ত। আজ উধম সিং পানিপাঁড়ে। কুয়ো থেকে কলসী কলসী জল তুলে বিতরণ করছে তৃষ্ণার্ত জনসাধারণকে। আনন্দের উল্লাসে আবালবৃদ্ধবগিতা আপুত। কোথাও গুরুগ্রন্থসাহেব পাঠ হচ্ছে, কোথাও হনুমান চালিসা, কোথাও নামাজ পাঠ, কোথাও ভাংড়া নৃত্য। বড় একটা দল গান্ধীজীর অহিংসাবাদের ভাষণ শুনছে। আর ফুলের মতন ছোট্ট ছেলেমেয়েরা মাঠে ছুটোছুটি করে খেলা করছে। হঠাৎ মিলিটারি ট্যাঙ্কের ঘড়ঘড় শব্দ। তার সাথে মিলিটারি বুটের কুচকাওয়াজ। মিলন উৎসব ভেঙে গিয়ে সারা মাঠে এক থমথমে ভাব। প্রায় একশজন গুর্খা সৈন্য বেয়নেটপরা রাইফেল তাগ করে তৈরী। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের অপার্থিব হুঙ্কার- ফায়ার। ধর্মভীরু নিরপরাধ জনসাধারণের উপর এ কী পাশবিক অত্যাচার! মরা মায়ের বুকের উপর পড়ে শিশুর কান্না, বুলেটে আহত বৃদ্ধের জল জল বলে করুণ আবেদন,

গুলি এড়াবার জন্য কাতারে কাতারে জনসাধারণের কুয়োতে ঝাঁপ। সব গেটে তালাচাষি। পালাবার গলি আটকে রেখেছে আর্মাডকার। ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চলেছে, ১৩০২ জন মারা গেছে। উধম সিং আহত কিন্তু বেঁচে আছে।

সভ্যতার মুখোশপরা ব্রিটিশদের আরো কিছু সত্য উদ্ঘাটন করি। পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ার- যার সাথে আমাদের স্বপ্ন পরিচয় হয়েছিল প্রথম অধ্যায়ে- তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থনে সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের নরহত্যা সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে তাঁর উক্তি- 'নেটিভদের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে।' আর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের দস্তোভি 'দুর্ভাগ্য, রাস্তাটা সরু, তাই মেশিনগান দুটো ভেতরে নিয়ে যেতে পারিনি। পারলে আমার চাইতে বেশী খুশি বোধকরি আর কেউ হ'ত না।'

বিলেতে হাউস অফ লর্ডস অভিনন্দন জানাল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে। বহু ব্রিটিশ জনসাধারণ ডায়ারের নরহত্যাতে সমর্থন করেছে। এমনকি Rudyard Kipling, যিনি ভারতবর্ষের জীবনধারার বিদ্যুপাত্মক লেখক, উঁচু গলায় বলেছেন- 'ডায়ার ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছে।' কিপলিং ডায়ার ফান্ড খুলে ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড ডায়ারকে উপহার দিয়েছেন।

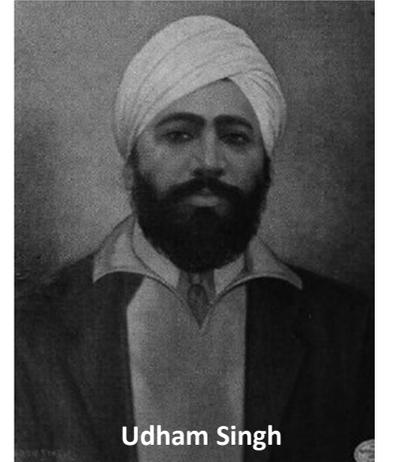
সবার আগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের নাইট উপাধি ত্যাগ করে বড়লাট লর্ড জেমসফোর্ডকে লিখলেন, 'বিচারের নামে যারা আমাদের দেশের অসহায় নরনারীকে এমনভাবে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে, তাদের দেওয়া এই সম্মানের গুরুভার বইতে আমি অক্ষমা।'

অসহায় নরনারীদের নির্বিচার হত্যা দেখে উধম সিং-এর মনে এল এক অমোঘ জাগরণ। স্বর্ণমন্দিরের পবিত্র পুষ্করিণীতে আকণ্ঠ ডুবে এই চরম অত্যাচারের প্রতিশোধের শপথ নিল উধম সিং। নিরপরাধ অসহায় ভারতবাসীদের নির্মম হত্যার মাশুল হিসাবে গভর্নর ও'ডায়ার আর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে প্রাণ বলিদান দিতে হবে।

১৩ই মার্চ, ১৯৪০: ঠিক একশ বছর পর:

গরখার-এ-গুঞ্জ পাটির স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে উধম সিং-এর পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেল। ২৩শে অগাস্ট ১৯৩১ সালে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে জানল যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার বহু বছর পশু অবস্থায় থেকে সেরিব্রাল হেমারেজে মারা গেছেন। মারা যাবার আগে ডায়ার বলেছেন- 'জানি না আমি জীবনে কী খারাপ বা ভাল কাজ করেছি। ভগবানের দরবারে আমার চরম বিচার হবে।'

উধম সিং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের থেকে গভর্নর ও'ডায়ারকেই বেশী দোষী সাব্যস্ত করেছিল। কারণ জেনারেল ডায়ার গভর্নরের আদেশেই এই কসাই-এর কাজ করেছেন ও 'জালিয়ানওয়ালাবাগের কসাই' (Butcher of Jalianwalabagh) নামে কুখ্যাত হয়েছিলেন। গভর্নর ও'ডায়ার চাকুরি জীবন থেকে অবসর নিয়ে বহাল তব্বিতে ইংল্যান্ডে আছেন। তবে তাঁর প্রেতাআ ওরফে উধম সিং তাঁকে খুঁজে



Udham Singh

বেড়াচ্ছে। ব্রিটিশ রাজত্বের রাজদ্রোহীদের ইংল্যান্ডে প্রবেশ নিষিদ্ধ। উধম সিং পরিচয় বদলে নিজের নামকরণ করেছে রাম মহম্মদ সিং আজাদ। এই নামে সে সর্বভারতীয় সমন্বয় খুঁজে পায়। বেশভূষায় এখন সে পাগড়ির বদলে ফেজী টুপি পরে। বহু দেশ-দেশান্তর ঘুরে সব শেষে ১৯৩৪ সালে সে লন্ডনে পৌঁছায়। ছোট এক এঞ্জিনিয়ারিং কম্পানীতে কাজ করে। মেধাবী ও হাতের কাজ ভাল বলে উধম সিং-এর খুব সুখ্যাতি। তবে উধম সিং-এর লক্ষ্য গভর্নর ও'ডায়ার। নিজের যথাসর্বস্ব পুঁজি খরচ করে অনেক চেষ্টায় সে কালাবাজার থেকে ছয় খোপের একটা রিভলভার ও কিছু গুলি কিনেছে। ছ-বছর ধরে চেষ্টা করছে গভর্নর ও'ডায়ারকে বাগে পেতে। ১৩ই মার্চ ১৯৪০ সাল- লন্ডনের ক্যান্টন হলে সেই সুযোগ

এল। লর্ড জেটল্যান্ডের সভাপতিত্বে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে ভাষণ দেবেন বিশ্রামপ্রাপ্ত পাঞ্জাবের গভর্নর মাইকেল ও'ডায়ার। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উধম সিং। হাতে একটা মোটা বাইবেল। বাইবেলের পাতা কেটে খোপের ভিতরে লুকানো উধম সিং-এর রিভলভার। সভা শেষ। বিদায়ের পালা। মাইকেল ও'ডায়ার ঝুঁকে লর্ড জেটল্যান্ডের সঙ্গে কথপোকথনে মসগুলা। উধম সিং-এর রিভলভার সক্রিয়- দ্রাম! দ্রাম!---- ছবার গুলির শব্দ। ও'ডায়ারের বুক ও পেটে দুটো অব্যর্থ গুলি লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু। সকলে পালাচ্ছে। কিন্তু উধম সিং নিশ্চল। 'বদলা'র স্বর্গীয় শান্তিতে আজ তার মানসিক সমাধি।

১লা জুন ১৯৪০ সালে কুখ্যাত পেন্টনভ্যালি জেলে বুক ফুলিয়ে হাসতে হাসতে উধম সিং ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ালেন। তাঁর শেষ কথা, 'কর্তব্য শেষ করে বিদায় নিলাম।' শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল সারা ভারতের জনসাধারণ। দেশের নেতাদের কয়েকটি মতামত তুলে ধরি এখানে-
 গান্ধীজী বললেন- 'সাহসিকতার পরিদর্শনে অপরিমিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উধম সিং এই হিংস্র কাজ করেছে, এতে আমার সমর্থন নেই।'
 নেহেরু বললেন- 'এই হত্যাকাণ্ডে আমি বিশেষ দুঃখিত। আশাকরি ভারতের স্বাধীনতার পথে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না।'
 শুধু নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন, বললেন- 'স্বাধীনতার পবিত্র বেদীতে প্রাণ বলিদান দিয়ে উধম সিং সারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু আগেই বিপ্লবী সংগ্রামের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সন্মান দিয়ে গেছেন-
 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
 ভয় নাই, ওরে ভয় নাই;
 নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
 ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'



"The Martyrs' Well" at Jallianwala Bag

স্বার্থক জন্ম ইরা রায়চৌধুরী

আজ ডক্টর দীপায়ন চ্যাটার্জীর খুবই আনন্দের দিন। একমাত্র আদরের নাতনি অনন্যা আজ দেশে আসছে আমেরিকা থেকে, সাথে আসছে অনন্যার বয়ফ্রেন্ড মৃগাল। অনন্যা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ল'স্কুল শেষ করল, ল'স্কুলেই পরিচয় হয়েছে দুজনের। দীপায়ন চ্যাটার্জীর একটি মাত্র সন্তান দেবপ্রসাদ ও বৌমা মৃন্ময়ী। আজ তাদের মেয়ের আসার অপেক্ষায় তারাও বসে আছে অধীর আগ্রহে। মৃন্ময়ী সারাদিন ধরে রান্নাঘরে ব্যস্ত। মৃগালের বাবা মা পুনতে থাকেন। ওনারা সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাবেন। ফেরার পথে সকলের এই বাড়িতে ডিনারের প্ল্যান। রাত্রে অবশ্য ওনারা চলে যাবেন পুনতে মৃগালকে সাথে নিয়ে। ডক্টর দীপায়ন চ্যাটার্জী দিল্লীতে বেশ নামকরা ডাক্তার। বছর তিনেক হ'ল স্ত্রী শকুন্তলা মারা গেছেন। দেবপ্রসাদ ও মৃন্ময়ী কলকাতার বসবাস গুটিয়ে দিল্লী চলে আসে বাবার দেখাশোনা করবে বলে। দীপায়ন বলেছিলেন, 'তোমাদের কলকাতার এত ভাল প্র্যাক্টিস ছেড়ে আসবে কেন? আমি কোনমতে চালিয়ে নেব।' উনি কিছুতেই দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় যেতে রাজী হননি। তাই পুত্র দেবপ্রসাদ ও বৌমা মৃন্ময়ী দিল্লীতে চলে আসে। বৌমা কাজকর্ম ছেড়ে এখন সংসার ও শিশুরমশাইয়ের দেখাশোনা করে। আর দেবপ্রসাদ বাবার প্র্যাক্টিসেই যোগ দেয়। দীপায়নের আজ বার বার মনে পড়ছে স্ত্রী শকুন্তলার কথা। উনি বৌমাকে বারবার ডাকাডাকি করে নানান ব্যাপারে খোঁজ করে চলেছেন। একবার ডেকে বললেন, 'মৃন্ময়ী, অনন্যার ঘরে ওর প্রিয় ফুল- রজনীগন্ধা রাখা হয়েছে তো?' 'হ্যাঁ বাবা, দু'ডজন রজনীগন্ধা ও তার সাথে ওর প্রিয় চকলেটটাও রেখেছি।' তারপরেই আবার আন্ডার হ'ল দীপায়নের- 'বৌমা, তুমি কিন্তু তোমার শাশুড়ির হীরের গয়নাটা আজই অনন্যাকে পরিয়ে দিও। শকুন্তলা ওকে ওপর থেকে দেখে কত আনন্দ পাবে বলা তো! জানো বৌমা, আমি যখন মেডিক্যাল স্কুলের ফাইনাল ইয়ারে পড়ি তখন প্রথম শকুন্তলাকে দেখি। অনন্যার সাথে কোথায় যেন ওর ঠাকুমার বড্ড মিল।' এইসব কথা বলতে বলতে দীপায়নের দুচোখ ছলছল করে উঠল। মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে শিশুরের পাশে বসে স্নেহভরা স্বরে বলল- 'না বাবা, কী যে বলেন, মামানি অনন্যার থেকে অনেক সুন্দরী ছিলেন। তা নয়ত এইরকম একটা মানুষ, যে বই ছাড়া কিছুই বুঝত না তাকে প্রথম দর্শনেই ঘায়েল করতে পারে?' হেসে ফেললেন দীপায়ন মৃন্ময়ীর কথায়।

রাত্রি আটটায় অনন্যার ফ্লাইট পৌঁছাবে। চেষ্টার থেকে দেবপ্রসাদ সেদিন তাড়াতাড়ি চলে এল। ওরা তিনজনে আনন্দ ও উত্তেজনা নিয়ে এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছাল। ওখানে গিয়ে দেখে ওদেরই মতো আগ্রহী কয়েকটি মানুষ, মৃগালের বাবা, মা ও কিছু আত্মীয়-স্বজন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এয়ারপোর্টে। কিছুক্ষণ পরে প্লেন থেকে নেমে এল অনন্যা ও মৃগাল। দুজনকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়- কী সুন্দর মানিয়েছে ওদের। অনন্যা যেন আরো সুন্দরী হয়েছে। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল ও প্রণাম করল সবাইকে। প্রাণভরা আশীর্বাদ পেল সবার কাছে। সেই রাত্রে খাওয়া দাওয়া- এক হেঁচৈ ব্যাপার! দীপায়ন অনন্যা ও মৃগালকে নিয়ে গেলেন ওদের ঠাকুমা শকুন্তলার ছবিতে প্রণাম করতে। দাদুভাইকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কেঁদে উঠল অনন্যা- ঠাকুমার কাছে ওই-ই সবথেকে প্রিয় ছিল।

তারপরের দিনগুলি খুবই আনন্দে কাটতে লাগল। মৃগাল আসত অনন্যাদের বাড়িতে, সবাই মিলে বেড়াতে যেত এখান সেখান। ওরা এসেছে খুবই অল্প দিনের জন্য। সকলে মিলে ঠিক করল অনন্যা ও মৃগালের একটা এনগেজমেন্ট পার্টি করার। দিন ঠিক হ'ল, নেমস্তম্বের চিঠি পাঠান হ'ল সবাইকে। মৃন্ময়ীর বাবা মা এলেন কলকাতা থেকে। নতনি ও হবু নাতজামাইকে দেখে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা। খুবই ধুমধাম করে হ'ল ওদের এনগেজমেন্ট পার্টি। ওদের যাওয়ার দিন যত কাছে এগিয়ে আসছে, সবার তত মন ভার হয়ে উঠছে।

সেদিন সকাল থেকেই দীপায়নের মন ও শরীর কোনটাই ভাল লাগছিল না। রাত্রে বৌমাকে ডেকে বললেন, 'আমার আজ মোটেই খিদে নেই, আমি শুতে চললাম।'

মৃন্ময়ী উদ্ভিগ্ন হয়ে বলে উঠল- ‘অনন্যার ফিরে যাবার দিন এগিয়ে আসছে, আমাদের সকলেরই মন খারাপ। তাই বলে আপনি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেবেন?’

‘না না, বৌমা, আমার শরীরটা সত্যিই ভাল লাগছে না।’

ছেলে দেবপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বাবাকে পরীক্ষা করতে বসল। বলল, ‘বাবা আমি আজ তোমার পাশের ঘরেই শুই- মৃন্ময়ী, তুমি বাবার পাশের ঘরটা একটু রেডি করে দিও তো।’

সেই মাঝ রাত্রেই দীপায়নের বুকে ব্যথা উঠল, নিয়ে যাওয়া হ’ল হাসপাতালে। দিন দুই চিকিৎসার পরে দীপায়ন একটু ভাল হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যাবেলা হাসপাতালের ঘরে সবাই জমায়েত হ’ল, সকলে খুব খুশি। তখনও দেবপ্রসাদ এসে পৌঁছায়নি। দীপায়ন বৌমা ও নাতনির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যে কোন সময় আমি শকুন্তলার কাছে চলে যেতে পারি মনে হচ্ছে, তাই আজ আমি তোমাদের সবার কাছে একটা কথা বলে যেতে চাই।’ নাতনির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুই আজ মস্ত বড় ল’ইয়ার হয়েছিস, এই ঘটনাটা শোনবার পরে তুই-ই আমার বিচার করিস। কথা শেষ হতে না হতেই দেবপ্রসাদ ঘরে ঢুকল। চীৎকার করে বলে উঠল, ‘বাবা, তুমি একটু শান্ত হয়ে ঘুমোও। এইসব উত্তেজনায় তোমার শরীর আবার খারাপ হবে।’

দীপায়ন উত্তরে বললন, ‘না না, তুই বাধা দিস না। তোরও জানা দরকার এই কথাগুলি।’

কারুর অনুমতির অপেক্ষায় না থেকেই দীপায়ন বলতে শুরু করলেন- ‘তোমাদের মাকে আমি নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করি। অবশ্য ও-ও আমাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল, এক কথায় আমরা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করি। বিয়ের পরে কলকাতার বাইরে সোনানগরে আমি পোস্টেড হলাম। বিয়ের বছর চারেক পেরিয়ে গেল কিন্তু আমাদের কোন সন্তান হ’ল না। সন্তানের অভাবে শকুন্তলা দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তার যখন বললেন আমাদের সন্তান হবার কোনও সম্ভাবনা নেই তখন থেকে ও যেন আরো ডিপ্রেসড হয়ে যেতে লাগল। আমি কতবার সাজেস্ট করেছি চলো আমরা অ্যাডাপ্ট করি কিন্তু সে তাতেও রাজী হয়নি। শকুন্তলা ক্রমশ কেমন যেন ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছিল, লোকজনের মধ্যে একেবারে যেতে চাইত না। মুখে কিছু বলত না- কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম কিসের জন্য ও দিন দিন এরকম হয়ে যাচ্ছে।

একদিন একটি ঘটনা ঘটল। আমি সারাদিনের পর কাজ থেকে ফিরে এসে দেখি একটি বেশ সুশ্রী ২৫/২৬ বছরের মহিলাকে লিভিংরুমে বসিয়ে, আপ্যায়ন করে খাওয়াচ্ছে শকুন্তলা। মহিলাটির জামাকাপড় দেখে দুষ্ট বলেই মনে হয়। কিন্তু শকুন্তলার মুখ যেন হাসি ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। আমি বাড়ি ফিরতেই কাছে এসে বলল, -দীপ, এর নাম মুন্নি। জানো, এ সকাল থেকে কিছু খায়নি। পরে শকুন্তলা ভেতরের ঘরে এসে আমাকে বলল, ‘জানো, মুন্নির ছ’মাস পরে বেবি হবে। ওর বর ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে ওর যদি ছেলে হয় তবেই যেন ওকে জানায়, মেয়ে হলে ও যেন আর না ফেরে। দীপ, ও যাবে কোথায় বলো, ওর বাবা মা কেউ নেই। তুমি প্লিজ রাগ কোরো না, ও আমাদের সাথেই থাক। উঠোনের পাশে ছোট ঘরটা ওকে দেব। মেয়ে হলে আমরাই রেখে দেব ওদের দুজনকে- সে না হয় পরে দেখা যাবে।---

আমি এই ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত হলেও মুখে কিছু বললাম না। শকুন্তলার উৎসাহ ও আনন্দ দেখে মেনে নিলাম ওর এই আদ্যার। দিনগুলি ওর মুন্নিকে নিয়ে খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটত।

দেখতে দেখতে ছ’মাস কেটে গেল। মুন্নিকে ভর্তি করা হ’ল হাসপাতালে। সময়মত ফুটফুটে একটি ছেলে জন্মাল।’

এতটা বলে দীপায়ন একটু জল খেলেন। পাশেই বসে ছিল দেবপ্রসাদ। দীপায়ন তার মাথায় হাত রাখলেন।

দেবপ্রসাদ বাবার হাতটা চেপে ধরে বলল, ‘বাবা, এসব কথা এখন থাক, আমি কিন্তু সব জানি।’

আঁতকে উঠলেন দীপায়ন- ‘তুই জানিস?’

‘হ্যাঁ, জানি বৈকি।’

‘না না, আমাকে তাও বলতে দে। পরে শুনব তুই কী জানিস আর কার কাছে শুনেছিস, আগে আমাকে সব বলতে দো।’

‘আচ্ছা বাবা, বলো তুমি।’

দীপায়ন আবার বলতে লাগলেন, ‘শকুন্তলা তো আনন্দে আত্মহারা। হাসপাতালে যায় আসে, মুন্সিকে খাওয়ায়, বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। ও ভুলেই গেছিল মুন্সির স্বামীর কথাটি। একদিন শকুন্তলা আমাকে বলল, -দীপ, তুমি কাজে যাওয়ার আগে সকালে মুন্সিকে একটু দেখে যেও, আমি বিকেলের দিকে যাব।-

মুন্সির ঘরে ঢুকে চমকে উঠলাম আমি। দেখি একটি লোক বসে রয়েছে মুন্সির পাশে। আমাকে দেখে মুন্সি বলল, -দাদাবাবু এই আমার স্বামী। ছেলে হয়েছে শুনে নিতে এসেছে আমাদের।-
চমকে উঠলাম আমি। ওরা চলে গেলে শকুন্তলা তো পগাল হয়ে যাবে! কী করে ধরে রাখা যায় বাচ্চাটিকে- সেই কথাই ভাবতে লাগলাম। শকুন্তলার কথা ভেবে আমার মাথার ঠিক ছিল না, আর কোন চিন্তাই আমার মাথায় আসছিল না। মুন্সির স্বামীকে দেখলে মনে হয় খুবই গরিব ওরা। মুন্সির কাছে শুনেছিল প্রায় দিনই মদ খেয়ে লোকটি মারধোর করত ওকে। অর্ধেক দিন ওর খাবারই জুটত না। বাচ্চাটি হয়ত বাঁচবে না ওদের সাথে গেলে। আমি অনেক চিন্তা করে লোকটিকে মুন্সির পাশ থেকে বাইরে ডেকে নিয়ে এলাম। ওকে অনেক টাকার লোভ দেখালাম। ও যেন হাতে স্বর্গ পেল। বৌ বাচ্চা বাড়ি নিয়ে যাবার মতো ঘরও নেই, টাকাও নেই। লোকটির নাম জগন্নাথ। জগন্নাথ বৌকে গিয়ে সব কথা বলল। মুন্সি প্রথমে রাজী হয়নি, পরে নিজেদের কথা ভেবে, শকুন্তলার কথা ভেবে সে রাজী হ’ল। আমি ওদের বললাম, -তোমরা কাউকে কিছু না বলে টাকা নিয়ে আজই নিরুদ্দেশ হয়ে যাও। বাচ্চাটি এখানে থাক, আমরা নিয়ে নেব ওকে। মুন্সি বলল, -বাচ্চাটির প্রাণ তুমিই বাঁচালে দাদাবাবু। আমিও তোমাদের সাথে থেকে যেতাম কিন্তু তাহলে জগন্নাথ মরে যাবে। দেখছ না, ওর চেহারাটা কী হয়েছে। আমার এবার ওকে দেখাশোনা করতে হবে।- মুন্সি আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

পরের দিন সকালবেলাতেই বাড়িতে ফোন এল হাসপাতাল থেকে- নিউবর্ন বাচ্চাটির মাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শকুন্তলা ও আমি ছুটে গেলাম হাসপাতালে। শকুন্তলা জড়িয়ে ধরল বাচ্চাটিকে। তাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম আমরা। তার দিন পনের পরেই বদলি হয়ে এলাম আমরা দিল্লীতে। সংসার শুরু হ’ল আমাদের এখানে। সেই বেবিই আমাদের দেবপ্রসাদ। মুন্সি ও জগন্নাথের আর কোন খবরই আমরা জানি না। শকুন্তলা প্রথম প্রথম জিজ্ঞেস করত ওদের কথা, তারপরে কোথা দিয়ে যেন আমাদের দিনগুলি দেবুকে নিয়ে কেটে যেতে লাগল ঝড়ের মতো।’ সবার চোখেই জল।

দেবপ্রসাদ বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘বাবা, তুমি নিজেকে দোষী ভাবছ কিন্তু তুমি টাকাটা দিয়ে কতগুলি মানুষের উপকার করেছ, জানো?’

দীপায়ন বলে উঠলেন- ‘সে কথা থাক। তুই কী করে সব জানলি সেটা এবার আমাকে বল।’

‘মনে আছে বাবা, তোমরা দিল্লীতে আসার সময় ভোম্বলকাকাকে সাথে এনেছিলে। ভোম্বলকাকাই কোলেপিঠে আমাকে মানুষ করেছিল। বছর চারেক আগে একদিন ভোম্বলকাকা কলকাতার বাড়িতে আসে ও আমাকে সব কথা বলে। তার কিছুদিন পরেই সে মারা যায়। সেই সময় মামণির শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না সেইজন্য তোমাকে বা মামণিকে আমি কিছুই জানাইনি। কিন্তু খোঁজ-খবর করে মুন্সিমা’র বাড়িতে একদিন গিয়ে হাজির হলাম মুনসী ও আমি। আমার আরো দুটি ভাইবোন আছে দেখলাম, তাদের সাথে আলাপ হ’ল। তোমার দেওয়া টাকার জোরে তারা সবাই মোটামুটি ভালই আছে। আমার এখনও ওদের সাথে যোগাযোগ আছে।’

সব শুনে অনন্যা দৌড়ে এসে দাদুভাইয়ের বুকে মাথা রেখে বলল, ‘তোমার মতো মানুষ হয় না দাদুভাই! তোমাকে শুধু আমি একটাই শাস্তি দেব- তোমাকে দাঁড়িয়ে থেকে আমার বিয়ে দিতেই হবে, তাই তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে নাও।’

মৃগাল এসে প্রণাম করে বলল, ‘দাদুভাই, আশীর্বাদ করো তোমার এই গভীর ভালবাসার উদাহরণ অনুসরণ করে আমার ও অনন্যার জীবন গড়ে ওঠুক, তোমরা ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনাই করো আমাদের জন্যে।

প্রেম, বিরহ ও শায়েরী

সোমা মুখোপাধ্যায়

"শায়েরী" শব্দটি-র অর্থ উর্দু কবিতা। প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে ওমর খৈয়াম শায়েরীর আদি গুরু। কিন্তু ঘটনাটি একটু অন্য। ইতিহাস অনুসরণ করলে মির্জা গালিব—কেই সর্বকালীন শায়ের বা উর্দু কবি আখ্যা দেওয়া যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের অস্ত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উষা কালের সাক্ষী ছিলেন মির্জা গালিব। গজলের সাথে শায়েরীর দুনিয়ায় আদি বাল্মিকি বলে ধরা হয় "গালিব"-কে।

ওমর খৈয়াম-এর নাম ইতিহাসে স্মরণীয় প্রধানতঃ জ্যামিতি ও গণিত-শাস্ত্রে বিশ্লেষণের বিশেষ প্রণালী আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার কারণে; তারপরে তাঁর নাম দার্শনিক ও কবি রূপে। পারসী ভাষায় চার ছন্দে রচিত কবিতা "রুবায়ত" দিয়েছে ওমর খৈয়াম-এর সাহিত্য জগতে অমরত্ব।

আদি "শায়েরী" তে পারসী প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তবে বর্তমানে শায়েরীর জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। সেই কারণে আদিতে পারসী - আরবিক অক্ষর ব্যবহৃত হলেও পরবর্তী কালে দেবনাগরী হরফেই লেখা হতে থাকে শায়েরী ॥ "শায়েরী" র অর্থ সাধারণ ভাবে উর্দু কবিতা হলেও কোনো ভাবে প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান এর প্রকাশ এর সাথেই যেন এর রচনা ও ব্যবহার জড়িয়ে গেছে ওতঃপ্রতঃ ভাবে। আবার প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান ভাবতে গেলে বলা যায় আমাদের দেশে সনাতন প্রথায় পৃথক "ভালেন্টাইন-ডে" (Valentine-Day) না থাকলেও সরস্বতী-পূজা, দোল ও রাশ যাত্রা ভিন্য অবয়বে এই বিশেষ দিনের-ই নামান্তর। অতএব আগত সরস্বতী পূজার কথা ভেবে পেশ করছি কিছু শায়েরী।

১

দোস্তি কা পেহলা পেগম আপকে নাম
জিন্দগী কি আখরী শাম আপকে নাম;
ইস সফর মে হামসফর হাঁয় হম দোনো
ইস দোস্তি কো নিভানা হাঁয় আপকা কাম ॥

অনুবাদ:

সখ্যতার প্রত্যুষে তোমার নাম
জীবনের শেষ সন্ধ্যায় তোমার নাম
এই জীবনে চলার সাথী মোরা দুইজন
চিরসাথী যেন হয়ে থাক রেখো এই পণ ॥



২

সোচা থা ইস কদর উনকো ভুল যায়েঙ্গে
দেখকর ভি আনদেখা কর যায়েঙ্গে
পর যব যব সামনে আয়া উনকা চেহারা
সোচা - ইসবার দেখলে ফির ভুল যায়েঙ্গে ॥

অনুবাদ:

ভেবেছিলাম এই নিমেষে যাবই তাকে ভুলে
দেখেও অচেনা রবে ভেবেছিলাম মনে ;
তবুও এলো যেই সামনে তারই ছবি
ভাবিনু শুধু একটিবার দেখি আবার যাব ভুলি ॥

৩

হর রোজ উনকী ইয়াদো মে খো যাতে হয় ,
উনকী তসবির আঁখো মে লেকর শোতে হয় ,
ভিগ না যায়ে ইয়ে তসবির আঁসুও সে ,
ইসলিয়ে হাম আঁখো সে নাহি দিল সে রোতে হয় ॥

অনুবাদ:

আছি হয়ে মগ্ন নিয়ে স্মৃতি তার সারাটি দিন
আঁখিপাতে তারই ছবি নিয়ে দেখি স্বপ্ন রঙীন;
সে ছবি যেন না হয় সিক্ত বারিধারায় অশ্রু পাতে
কাঁদি আমি নীরবে হৃদয়ে অন্তর্ঘাতে ॥



উৎস-নির্দেশ:

- ১) শায়েরী - অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত (শায়ের অজানা)
- ২) অনুবাদ - ডঃ সোমা মুখোপাধ্যায় (সিনসিনাটি, ওহায়ো)

খুড়োর গল্পো অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

বাঁকুড়াতে গেলে খুড়োর সাথে দেখা করতেই হবে। অমন মন-মাতানো মানুষ খুব কমই দেখা যায়। সারাদিন কাজকন্মো শেষ করে বিকেলবেলা হাজির হই কলেজের মাঠে। মিতাল, শিবাজী, অন্তিত আর আমি বসে পড়ি সবুজ ঘাসে। গরমের বিকেলে ফুরফুরে হাওয়ায় জমে ওঠে আমাদের আড্ডা। সেই আড্ডার মধ্যমণি হ'ল খুড়ো। বছর ষাট কি পঁয়ষাট্টি হবে বয়স। মাথায় সুবিন্যস্ত চকচকে টাক, কানে ও ভুরুতেও বাড়তি চুলের অবিন্যস্ত প্রকাশ। পরনে একটা খাটো ধুতি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফতুয়া। সঙ্গে একটা পানের বটুয়া। অবিরাম পান-জর্দা চিবোন চলছেই। বয়স বাড়লেও চোখে এখনও চশমা লাগানোর দরকার পড়েনি। বেসরকারি অফিসে একখানা চাকরি করতেন। এখন অবসরকালীনভাতা আর নিজের ছোট্ট বাড়ির উপরই ভরসা। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে খুড়ো মজার মজার গল্পের ভান্ডার ভরে রেখেছেন। বাঁকুড়াতে এলেই সেই গল্প শোনবার জন্য এই কলেজ মাঠ আর খুড়োর কাছে ছুটে আসি।

বাঁকুড়াতে বসবাস করলে কি হবে, খুড়ো বরিশালের খাস বাঙাল ভাষাটা এখনও ছাড়তে পারেননি। আর সেই ভাষার গুণে গল্পের মজাটাও বেড়ে যায় চড়চড় করে। বাঁকুড়ার খুড়োর সেই দুচারটে ঘটনার কথা শোনাই আজ।

সুন্দরবনে গেছি সাহেবের লগে বাঘ মারতো। গাছের ওপর মাচান বাঁধছে, হের ওপরে একদিকে সাহেব বইছে আর এক দিকে আমি। গাছের নিচে এটু দূরে একটা ছাগল বাইন্না রাখছে। সাহেবের হাতে বন্দুক। আমি মাঝে মাঝে ফ্লাস্ক খেইক্যা গরম কফি চাইল্যা সাহেবেরে দেই আর সাহেব দু-চুমুকে সাবাড় কইর্যা কয়, ‘আউর ডাও।’ ঘন্টা দুয়েক কাটছে। সাহেব কইল্যা, ‘টুমি বন্দুক নিয়া বইস্যা থাকো, আমি বিশ্রাম করিয়া লই। বাঘ আইলে আমােরে ডাইক্যা দিও।’ কইয়াই আমার হাতে বন্দুক ধরাইয়া দিল, তারপর মাচানের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ল। সে কি নাকের ডাক! বাঘ পলাইয়া না যায়!

আমি দেখলাম মহা বিপদ! হালায় বন্দুক চলাইতে পারি না, করুম কী? উপরওয়ালার নাম লইয়া বইয়া থাকলাম। দিন শেষ হইয়া আইতে আছে। হঠাৎ দেখি ছাগলটা ব্যা ব্যা কইরা ডাকতাছে আর ছটফট করতাছে। ভাল কইর্যা নজর দিয়া দেখলাম- আরি বাব্বা! এ তো আমাগো মামা আইছে! বাঁদিকে তাকাইয়া দেখি সাহেব ব্যাটা ঘুমাইতেছে। যদি সাহেবেরে ডাকতে যাই তো হালার বাঘ যাইবে পলাইয়া আর সেই শুইন্যা সাহেব আমােরে খাইয়া ফ্যালাইবে! কি আর করুম, বন্দুক তুইল্যা টিপ করতে লাগলাম। হাত তো থরথর কইর্যা কাঁপতাছে। উপায় নাই বাঘের কপালডারে তাক কইর্যা দিলাম ঘোড় টিইপ্যা। ব্যাস, গুরুম! ওমা দেখি গুলির শব্দে বাঘটা ছুট লাগাইছে। বাঘও ছোট্টে, গুলিও ছোট্টে। ছুটতে ছুটতে বাঘটা দেখল ভাল মুশকিল! এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়ে নাই। ছুটতে ছুটতে দেখে সামনে একটা ডোবা, জলে টুপুস টাপুস ভরপুর। প্রাণ বাঁচাইতে বাঘটা দিল জলে লাফ। এক্কেবারে জলের গভীরে ডুব দিয়া পইর্যা রইল। ওদিকে হালায় গুলি দেখল খুব সমস্যা! জলের মধ্যি যদি একবার যায় তো ড্যাম্প লাইগ্যা যামু গিয়া। অগত্যা কাছেই কেওড়া গাছের পাতায় গুলিডা পড়ল বুইল্যা। গুলি পাতায় দোল খায় আর ভাবে কখন বাঘটা জল ছাইর্যা উঠবা। ঐভাবে অনেকক্ষণ থাকবার পর বাঘ ভাবল, হালার গুলির বাচ্চা গ্যাছে গিয়া। চুপি চুপি জলের উপরে মাথা তুইল্যা বড় একটা শ্বাস নিতে যায় আরকি, অমনি গুলিডা বাঘটার কপালে আইস্যা ফটাস কইর্যা টুইক্যা গেল। ব্যাস বাঘের অক্সা পটাং!

ততক্ষণে আমি সাহেবের লগে লইয়া আইস্যা পড়ছি। সাহেব তো মরা বাঘ দেইখ্যা ভীষণ খুশি। আমার পিঠ চাপড়াইয়া কইল, ‘আমার বন্দুকে কত বড় বাঘ পড়িয়াছে, টুমি পুরস্কার পাইবে বন্দুকটার জনিয়া।’ মনে মনে কইল্যাম, ‘সাহেব বন্দুক তোমার হইলেও, মারছি যে আমি সেইটা কইল্যা না, হারামজাদা! শেষে বাঘটারে দড়ি দিয়া বাইন্না নৌকায় ফেললাম। ওঃ কী কষ্টটাই না হইল!

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম খুড়োর গল্প। ফস করে অন্বিত বলে ফেলল,
‘খুড়ো, এসব তাপ্তিমারা গল্প নিজের বলে চালাচ্ছ?’
খুড়ো বলল, ‘এই জন্যই তোমাগো কইতে চাই না। এতক্ষণ তো ঘাপটি মাইর্যা শোনতাছিল, ভাল লাগে নাই?’
আমরা হৈ হৈ করে অন্বিতকে চুপ করালাম।

খুড়ো এবার হাতের থলে থেকে পানের ডিকাটা বার করল। চূণ, সুপুরি, জর্দা দিয়ে পানটি সেজে নিয়ে মুখে পুরে
দিয়ে বলতে আরম্ভ করল।

‘সুন্দরবনের বাঘেদের কাড শোন আর এটা। একবার সুন্দরবনের জঙ্গল দেখবার জন্য গেছিলাম। এক রেঞ্জারসাব ছিল
আমার গায়ের লোক। মানুষটা ভাল। কইলাম- তোমাগো একটা নাও দাও আর লোক দাও জঙ্গলডা এটু ঘুইর্যা দেখি।
বলতে না বলতে রেঞ্জারসাব ডাক ছাড়ল, -অ্যাই মন্ডল, আমার খুড়োরে এটু জঙ্গল দেখাইয়া আনা-’

নাওডা খুব বড় না। তরতর কইর্যা পীরখালির জঙ্গলের মধ্যি দিয়া যাইতাছি, প্রায় ঘন্টাখানেক পর একটা ফাঁকা
জায়গায় দেখি কি একটা বাঘ লাফাইয়া একবার এদিক যায় আবার পূর্বের জায়গায় ফিইর্যা আসে। অবাক হইয়া
দেখত্যাছি, বাঘটা কিন্তু আমাগো দিকে ফিইর্যাও দেখে না। কেসটা বুঝলাম না। ফিইর্যা আইস্যা রেঞ্জারসাবরে ঘটনাটা
কইলাম। মাথা চুলকাইয়া হঠাৎ রেঞ্জার কইল- মনে পড়ছে, মনে পড়ছে।
আমি কইলাম কি মনে পড়ছে?

-আরেকদিন আগে জঙ্গলে গেছিলাম চোর শিকারীদের খবর নেবার জন্য। আমি নিজেই নৌকা নিয়া গেছি। যে জায়গায়
তোমরা বাঘ দেখছ, সেই জায়গায় কি একটা পইর্যা আছে মনে হইল। কাছে গিয়া দেখি কোন ঠাকুরের পরনের কাপড়
পইর্যা আছে। কাপড়ডারে তুলতে আছি, হেইসময় দেখি একটু দূরে একটা বাঘ বইস্যা আছে। এটু ভয় ভয় করতে
লাগিল, লগে বন্দুকও নাই। হঠাৎ দেখি বাঘবাবাজি রেডি হইত্যাছেন আমার উপরঝাপ দিবার জন্য। মনে মনে ভাবি
অহন করুম কি? ভাইব্যা আর কূল কিনারা পাই না। এরি মধ্যে বাঘটা দিল লাফ। আমি দৌড় লাগা বাঘটা যেদিক
থিক্যা লাফ দেছে সেই দিকে। বাঘ তো খালি জমিনের উপর ধুপ কইর্যা আইস্যা পড়িল। তারপর খানিকক্ষণ চুপ কইর্যা
মাটির দিকে তাকাইয়া জঙ্গলের মধ্যি টুইক্যা গেল। মুখটা ব্যাজার, এটা দুঃখ দুঃখ ভাব, যেন টার্গেট মিস্ করছে।
সম্ভবতঃ সেই বাঘটা টার্গেট প্র্যাকটিস করত্যাছিল, তুমি সেইটাই দেখছ।



ভ্যালেন্টাইন ও সরস্বতী রাহুল রায়

বসন্ত পঞ্চমীর আগে প্রবল ঘনঘটা
পূবের আকাশে
তুমি-আমি, রামা-শ্যামা চেয়ে থাকি
আকাশের পানে
কী হইল হংস-বাহিনীর, শ্বেতভূজা
দেবী সরস্বতী?
তবে কী হইবে পরের, দূরের প্রজন্ম
গন্ডমুর্খ, গাধা!
হঠাৎ কাটিল আকাশের নিবিড় কুঞ্জটিকা।
শুনি কী হংসধ্বনি?
নাঃ। এ কেমন ডাক -সপ্ত অশ্বের হ্রেষা
এ কোন অশ্বারোহী!
বিভাসিল গগনে অপরূপ স্বপ্নিল পুরুষ
সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন
কোলে তার বীনা-হস্তে শ্বেতপদ্মারুঢ়া
দেবী সরস্বতী!



জয় তব বিচিত্র আনন্দ সীমন্তিনী ঘোষ

জন্মোজয় কহিলেন, ‘হে মুনিপুঙ্গব, বাবুদের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।’
বৈশম্পায়ন কহিলেন, ‘হে রাজন, অত অল্পেই ক্লান্ত হইলে কি করিয়া চলিবে? এখনও বিস্তর বাকি। বাবুদিগের সম্পর্কে আপনার জ্ঞানার্জন এখনও ইনকম্পলিট রহিয়া গিয়াছে।’
জন্মোজয় চমকিয়া ঘোর ভাঙিয়া কহিলেন, ‘কি কহিলেন মহর্ষে? কি রহিয়া গিয়াছে?’
বৈশম্পায়ন কহিলেন, ‘হে নরবর, আমি বলিতেছিলাম আপনার জ্ঞান এখনোবধি বাবুদিগের একটি ক্লাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। আপু টু ডেট হইতে হইলে আপনাকে আরো কিছুক্ষণ আমার বাণী শ্রবণ করিতে হইবে।’
জন্মোজয় কহিলেন, ‘মুনিবর, আমাকে মার্জনা করিবেন, আপনার নাতিহ্রস্ব বক্তৃতার মধ্যে আমার কিছু নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকিবে। ফলতঃ আপনি যে এ কোন বিচিত্র ভাষায় বক্তব্য জ্ঞাপন করিতেছেন আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।’
স্মিত হাসিয়া বৈশম্পায়ন ব্যাখ্যাপূর্বক কহিলেন, ‘আসলে আপনার ঐ নিদ্রাকর্ষণের মধ্যে এক শতাব্দীর কিছু বেশী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই বাঙলা ভাষার ইভল্যুশন, থুড়ি, বিবর্তন ঘটিয়াছে বিস্তর। আজিকার সুশীল ও প্রোগ্রেসিভ বঙ্গসমাজ এই জগাখিচুড়ি ভাষাতেই কহিতে, লিখিতে ও পড়িতে অভ্যস্ত। এমতাবস্থায় পূর্বের বঙ্কিমী ভাষাবলম্বন করিয়া প্রকাশক ও পাঠকের বিরাগভাজন হইতে চাহি নাই। আপনার বুঝিবার সুবিধা করিবার তরে কেবল শুদ্ধবুলিটি কোনমতে আঁকড়াইয়া আছি। আপনি কহিলেন আপনি এই নব্য ভাষা বুঝিতে পারিতেছেন না। নো প্রবলেম। আমার বরে এখন হইতে আপনার এই ভাষা বুঝিতে, পড়িতে এমনকি কহিতেও কষ্ট হইবে না।’ বৈশম্পায়ন দক্ষিণ হস্তদ্বারা জন্মোজয়ের মস্তক স্পর্শ করিলেন।

অতঃপর জন্মোজয় পরমানন্দে কহিলেন, ‘ঋষিবর, সত্যই আমি বুঝিতে পারিতেছি এ যাবৎ আপনি কি কহিতেছিলেন। যাহা পূর্বে বুঝি নাই তাহা অতি সুবোধ্য ঠেকিতেছে। কিন্তু বাবুদের আখ্যায়িকা এখনও সমাপ্ত হয় নাই কি? এ ধরনের ম্যাগনাম ওপাস্ শুনিতে হইবে জানিলে আরেকটু তরিবৎ করিয়া লাঞ্চ করিয়া আসিতাম।’
মৃদু হাসিয়া ঋষি কহিলেন, ‘রাজন পাপস্বলন কি অতই সহজ? আচ্ছা আরেকটু শুনিয়া নিন, তাহার পরে আজিকার মতন ছুটি পাইবেন। একটি উপমা দ্বারা আপনাকে বুঝাইতেছি যে প্রকৃত ধৈর্য কিরূপ হইয়া থাকে।’
অতঃপর বৈশম্পায়ন বলিতে লাগিলেন, ‘আপনাকে এমন একটি প্রথিতযশা বাবুর কথা কহিব যিনি গত শত বৎসর যাবৎ বিশদরবারে বঙ্গদেশের সর্বাঙ্গীন প্রতিনিধিত্ব করিতে করিতে যারপরনাই হাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, অথচ বাঙালির তাঁহাকে ছুটি দিবার কোন লক্ষণ আজও দেখা যাইতেছে না। মহারাজ, ইহার জীবনী ও সংকার্যের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়া টাইম ওয়েস্ট করিব না, যে কোন স্ট্যান্ডার্ড রচনা বইতেই পাইবেন। ইনি জীবদ্দশায় যে কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ ইহার দেবত্ব উত্তরণ ঘটিয়াছে। বাঙালি ঘরে ঘরে প্রতিমূর্ত্তেই ইহাকে পূজা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে একটি পট ঘরে টাঙাইয়া সামনে একটি ফুলদানি রাখিলেই আয়োজন সম্পূর্ণ, এবং গম্ভীর মুখে দিনে দু’একবার ইহার রচিত কবিতার পংক্তি আওড়াইলে মন্তোচ্চারণ সমাধা করা যায়। কেবল এই পূজা করিলেই আপনি অধুনা বঙ্গসমাজে বিদ্বজ্জন হিসাবে খ্যাতি পাইবেন এবং কালচার্ড বৎ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠাও মিলিবে। সুবিধাস্বরূপ যে কোন বক্তব্য ইহার নাম দিয়া চলাইবেন, দেখিবেন বাঙালি কী অধীর আগ্রহে সেটি নোট করিয়া রাখিতেছে।’
জন্মোজয় পরম বিস্ময়ে কহিলেন, ‘এই বাবুটির নাম জানিতে ইচ্ছা করি। আপনার কথায় মনে হইল ইনি অলরেডি মর্ত্যলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কীর্তিমান পুরুষ হইবার সুবাদে ধরিয়া নিলাম স্বর্গলোকেই ইহার অধিষ্ঠান। এখানেও কি ইনি একই রকম ফেমাস্? আমরা কি ইহাকে চিনি?’
বৈশম্পায়ন কহিলেন, ‘রাজন, আমি ইহাকে বিলক্ষণ চিনি, তবে টাইম স্কেলে উনি আমাদের মতো সুপ্রাচীন নহেন। স্বর্গের নব্য অংশে এলিট্ সাহিত্যিকদের তরে যে লিটেরারি উইংটি তৈয়ারী হইয়াছে, তাহারই মধ্যে একটি রিজিওন্যাল হল্ অফ্ ফেম্-এ ইহার বসবাস। ইহার নাম বাবু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তবে মর্ত্যলোকে ইহাকে ‘টেগোর’ কহিলে বাঙালি চিনিবে বেশী।’

জনোজয় কহিলেন, ‘ওহো! ইহাকে তো আমি দেখিয়াছি। সেই শ্মশুকেশমন্ডিত, আলখাল্লাশোভিত, দীর্ঘকায়, সৌম্যকান্তি বৃদ্ধটিকে নন্দনকাননে মাঝে মাঝে উদাসবদনে পদচারণা করিতে দেখিয়াছি। তবে বিগত কয়েক মাস দেখি নাই--- ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লইতে হইবে কি?’

গম্ভীরমুখে বৈশম্পায়ন কহিলেন, ‘মহারাজ, ইদানীং ইনি কিছু অসুস্থ। এমনিতেই বৎসরের এই সময়ে ইনি প্রবল ব্যস্ত রহেন, আর এই বিগত এক বৎসরের তো কথাই নাই। এখন আম আদমি টু সেলিব্রেটি, শিক্ষক টু অভিনেতা, নাট্যকার টু প্রাবন্ধিক, মায় পুলিশ টু মন্ত্রী ইহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। এতদিন ইহার এতখানি করুণ দশা হয় নাই। বাঙালি অবশ্য চিরকালই ইহার বিষয়ে স্পর্শকাতর ও ইহাকে আপন পিতৃদত্ত সম্পত্তির ন্যায় কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে। যেমনটি বলিতেছিলাম মহারাজ, মধ্যখানে আপনি আমার রিদম্ভঙ্গ করিয়া দিলেন। দৈনন্দিন পূজাপাঠ গ্রহণ ব্যতীত ইহার কাজ বিস্তর। একে তো বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ কলিকাতার শতকরা ৭০ ভাগ বিপণির/ক্লাবের নামেই ইহার নাম বিরাজমান। বইয়ের কিংবা খেলনার, মুদির কিংবা আড়তের, কয়লার কিংবা ইঞ্জির, পানের কিংবা ধানের- ব্যবসা যাহা কিছুই হউক না কেন, দোকানের নাম রবীন্দ্র-অমুক রাখিলে এতদিন কেবল সংস্কৃতিবান হওয়া যাইত, অধুনা গভর্নমেন্টের নেকনজরে পড়িয়া কর লাঘব করিবারও বিলক্ষণ চান্স দেখা দিয়াছে। ফলতঃ লাখে লাখে লোক দিবারাত্র ওই নামের জন্যই অ্যাপ্লাই করিতেছে। ইন্ ফ্যাক্ট, আমার কাছে খবর আসিয়াছে যে প্রতি গলিতে নিদেনপক্ষে দশবার সাইনবোর্ডে আপন নাম দেখিয়া রবিবাবু বিরক্ত হইয়া দেবরাজের কাছে নাম বদলানোর একটি এফিডেভিট দাখিল করিয়াছেন। সোমবার সভা খুলিলে হয়ত ডিসিশন্ হইবে, উপরন্তু আছে বৎ-এর সাহিত্য ও কাব্যচর্চা। সাহিত্যচর্চার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের কারণে হউক বা কায়িকশ্রম বিমুখতার কারণেই হউক, প্রতি গৃহস্থবাড়ি খুঁজিলে গড়ে আড়াই থেকে চারখানি করিয়া লেখক/কবি মিলিবে। তাহাদের ক্রমাগত বন্দনা ও প্রসাদ নিবেদনের অত্যাচার সহ্য করিয়াও বোধ করি বৃদ্ধ টিকিয়া যাইতেন। কিন্তু প্রেমাতুর তরুণ তরুণীরাও যে তাঁরই কৃপাপ্রার্থী, বিশেষতঃ প্রেমে লেঙ্গি খাইলে বা নূতন প্রেমে পড়িলে তো আর কথাই নাই। বাঙালি যুবা তৎক্ষণাৎ একটি হারমোনিয়াম লইয়া থপ করিয়া মেঝেতে বসিয়া দরাজ গলায় ইহার রচিত গান গাহিতে থাকিবে যতক্ষণ না গলা ভাঙে। তারপরেও বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্দিবসা খোনা গলায় গাহিতে থাকিবে। পাড়া-পড়শি, গৃহপালিত পশু এবং মদনদেবের নিদ্রাহরণ করিয়া ততক্ষণ গাহিবে যতক্ষণ না রবিবাবু স্বর্গের শান্তিপূর্ণ সমাধির মধ্য হইতে ‘ওরে তোরা বন্ধকর, বন্ধকর, বন্ধকর’ রবে কাৎরাইয়া উঠিবেন। নিজচক্ষে দেখিয়াছি সেই দন্ধকোকিলাহারী স্বরের তাল-কাটা সঙ্গীত শুনিয়া তিনি নীরবে তাঁর দীর্ঘ দাড়িতে অশ্রুস্রোচন করিতেছেন।’

জনোজয় কহিলেন, ‘কিন্তু ঋষিপ্রবর, পূজালাভ করিবার এই হেন সৌভাগ্য তো বেশী লোকের দেখি নাই, ইহাতে তো খুশি হইবার কথা! তদুপরি যাহা আপনি কহিলেন তাহা নিশ্চয় ইহার পক্ষে নিত্যানৈমিত্তিক ঘটনা, তবে ইনি অসুস্থ হইলেন কেন?’

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ‘হে নরশ্রেষ্ঠ, ইহাতেই বাঙালি ইহাকে মুক্তি দেয় নাই। বঙ্গদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে একাধিক এমন মনুষ্য আছেন যাহাদের কর্মই হইল ইহার জীবনের নানান কেছাকে অ্যাকাডেমিক্ গবেষণারূপে বিশ্বদরবারে পরিবেশন করা। এই চশমা অলঙ্কৃত, ঝোলাশোভিত বাবুরা আর পার্সোনাল্ ইমপার্সোনাল্ কোনো লিটিটাই মানিতেছেন না মহারাজ। একেই চিরকাল আপন অগ্রজের ভার্যার সহিত ঈষৎ ইন্টু-মিন্টুর অপবাদ ইনি সহিয়াছেন। রবিবাবুর নাম লইলে বুর্জোয়া বাঙালি প্রথমেই নোবেল প্রাইজ ও তার পরেই নতুন বৌঠানের নাম লইবে। নোবেল না হয় খোয়া গিয়া সমগ্র বাঙালি জাতির চক্ষু হইতে কিছু রক্ষা পাইল, কিন্তু এই ইনভেশন্ অফ প্রাইভেসিতে রবীন্দ্রনাথ বেদম কুপিত হইলেও সুবিধা করিতে পারিতেছেন না তেমন। আজকালকার ছেলে ছোকরারাও চৌকস কম নহে, কিছু কহিতে গেলেই ফস করিয়া একটি আর.টি.আই দাখিল করিয়া বসিবে।’

পরম বিস্ময়ে জনোজয় কহিলেন, ‘বলেন কি? আর.টি.আই! মহর্ষি নারদ যে কহিতেছিলেন উহা কেবল সরকারি তথ্য জানিবার কারণে ব্যবহার করিবার কথা!’

স্মিত হাসিয়া বৈশম্পায়ন বলিলেন, ‘রাজন, অধুনা বঙ্গের সরকার যে রবিবাবুকে একেবারেই আপন সম্পত্তির ন্যায় আদরে রাখে! বিশেষতঃ, যাহা আপনাকে এযাবৎ কহিলাম তাহা রবিবাবু নিজগুণে সহ্য করিয়া ধীর থাকা প্রায় অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। নেহাৎ ঐ ২৫শে বৈশাখের আশেপাশে পূজা-পার্বণের বাড়াবাড়িতে তাঁহার কিঞ্চিৎ বায়ু কুপিত হইত, আবার জৈষ্ঠ্য পড়িতে পড়িতে সারিয়া উঠিয়া আলখাল্লা এবং স্মিত হাসি সহিত নন্দন কাননে পদচারণ রিসিউম করিতেন। কিন্তু গত বৎসর তাঁহার জন্মতিথির একশো পঞ্চাশ বর্ষ উপস্থিত হইয়া মুস্কিল হইয়াছে, মহারাজ। পূর্বে যাহা কয়েকদিন চলিত, এইবারে তাহা এক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। বাঙালি একেবারে দাঁতে দাঁত চাপিয়া গুরুদেব চর্চায় সেই যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে তাহা থামিবার আর লক্ষণমাত্র দেখা যাইতেছে না।

এই বৎসর সব ইঙ্কুলের পরীক্ষায় এসের সাজেশন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবনদর্শন, মৃত্যুচিন্তা, কবিতার লাইন মুখস্থ করিয়া করিয়া ছাত্ররা পাগল, শিক্ষকরা গলদঘর্ম। আগে একটি দিনই ক্ষেপ্তি, বুঁচকি, লিলি, মিলিরা হলুদ শাড়ি পরিধান করিয়া, বেণীতে রজনীগন্ধার মালা জড়াইয়া ‘হে নূতন’ গাহিয়া ছুটি পাইত। এখন ফি-হপ্তায় রবীন্দ্র-স্মরণের ঠেলায় ইঙ্কুলের দিদিমণিরা আর পাড়ার বৌদিমণিরা আর গান খুঁজিয়া পাইতেছেন না, রজনীগন্ধায় শুরু হইয়া এখন গ্যাঁদা ফুলের মরশুম অবধি উৎসব। এই তো গত সপ্তাহে মর্ত্যনিবাসী অমুক চন্দ্র তমুকের আদরলীয়া কন্যা লিলি ইঙ্কুলের সাপ্তাহিক ফাংশানে ‘আমায় গাহিতে বোলো না’ গানটি গাহিয়া আরো পাঁচটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় গাহিবার অনুরোধ পাইল। রবিবাবুর অসংখ্য গুণগ্রাহী যাহারা জীবদ্দশায় তাঁহার রচনাবলী শেষ করিয়া উঠে নাই, তাহারা স্বর্গে আসিয়া দিব্য তাঁহার কাছে গিয়া পড়া বুঝিয়া লইত। কিন্তু শুনিলাম আজকাল অমুক কবিতার তমুক লাইনে তিনি কি মিন্ করিয়াছেন- এই জাতীয় আপাত-নিরীহ প্রশ্নেও গুরুদেব প্রবল চটিয়া উঠেন। মর্ত্যের কাব্য-সম্মিলনের দামামা বাজিয়া উঠিলে আগে একবার উইৎসের উপর হইতে ফিক করিয়া হাসিয়া আসিতেন। আজকাল ছুটিয়া গিয়া নিজকক্ষের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া ইষ্টনাম জপিতে থাকেন- যে আবার বুঝি একদল হুকুমুখো বোদ্ধা/কবির দল তাঁহাকে কাটাছেঁড়া করিতে আসিল।

মহারাজ, এই ডামাডোলের মধ্যে আবার জুটিয়াছে সরকারের জামাই-আদর। প্রথমে তো সরকার বাহাদুর ঘোষণা করিলেন যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে গুরুদেবের গান বাজাইয়া জনমানসের কালচারাল উন্নতি সাধন করিবেন। রবিবাবু প্রথমে ইহাতে যারপরনাই এক্সাইটেড ফিল্ করিতেছিলেন, কিন্তু একদিন বেহালা চৌরাস্তার উপরে খানিক সায়াহ্ন-ভ্রমণ সারিয়া ভারি ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। চারি কোণ হইতে সুচিত্রা, হেমন্ত, মোহর, চিন্ময়রা প্রাণপণ চেষ্টাইতেছেন। মধ্যখানে যে অভূতপূর্ব ক্যাকোফোনিটি সৃষ্টি হইতেছে তাহা বোধহয় অবর্ণনীয়, কারণ অমন কালজয়ী বাকসিদ্ধ পুরুষও তাহা শুনিয়া আসিয়া পাঁচদিন কথা কহেননি। তাহার উপর মহাকরণেও নাকি রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করিবার সার্কুলার আসিয়াছিল। গুরুদেবের একটি প্রতিকৃতির সামনে সব কর্মীর গান গাওয়া বাধ্যতামূলক হইবার ফলস্বরূপ উচ্চ দপ্তর হইতে পরদিন আরো একটি সার্কুলার আসিল যে ইহার পর হইতে প্রত্যেকে দিনে ১৫ মিনিট করিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত প্র্যাক্টিস্ না করিলে ১৫ পার্সেন্ট বেতন সরকারের পক্ষ হইতে কাটিয়া নেওয়া হইবে। ফলতঃ লাখো লাখো কর্মচারী অহোরাত্র গান গাহিয়া রবিবাবুর নিদ্রা একেবারেই অপহরণ করিয়াছে, নরবর! আবার সংস্কৃতি বিভাগের হনচোরা এই বাবুটির এতই গুণমুগ্ধ যে মধুসূদনবাবুর জন্মতিথিতেও রবিবাবুর জয়গান করিয়া থাকেন। তাহাতে অবশ্য দুই কবিরই ভয়ানক ডিপ্রেসন্ হইয়াছিল। এবং শুনিলাম দেবরাজ ইন্দের স্পেশল রিকোয়েস্টে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই প্রথম আলাদা আলাদা কলে গিয়াছেন দুই কবিকে ঔষধ ও কাউন্সেলিং প্রয়োগ করিতে।

মহারাজ, এককালে জোড়সাঁকো বলিলে লোকে দু একবার পথ হারাইয়াও রবিবাবুর বাড়ি গিয়া পৌঁছাইত ঠিকই। কিন্তু অচিরাৎ ঐ নাম বলিলে আপনাকে পাতালে প্রবেশ করিয়া মেট্রোরেল ধরিতে হইবে এবং যেইস্থানে আপনি ভূতলগহ্বর হইতে উঠিয়া আসিবেন, সেখানে দেখিবেন মেলা গ্যাঞ্জাম আছে- রিক্সা, ট্যাক্সি, বাস সমস্তই মজুত, তাহাতে করিয়া ঠনঠনিয়ার কালীবাড়ি কিংবা হেদুয়াও যাওয়া যাইবে কিন্তু মিসিং কেবল গুরুদেবের বাড়িটি। তাহার উপর আবার---

Alphabet taught to kids nowadays



A: APPLE



B: BLUETOOTH



C: CHAT



D: DOWNLOAD



E: EMAIL



F: FACEBOOK



G: GOOGLE



H: HEWLETT
PACKARD



I: Iphone



J: JAVA



K: KINGSTON



L: LAPTOP



N: NERO



O: ORKUT



P: PICASSA Q: QUICK HEAL



R: RAM



S: SERVER



T: TWITTER



U: USB



V: VISTA



W: WIFI



X: Xp



Y: YOUTUBE



Z: ZORPIA

Children's
Playhouse

ছোটদের
খেলাঘর

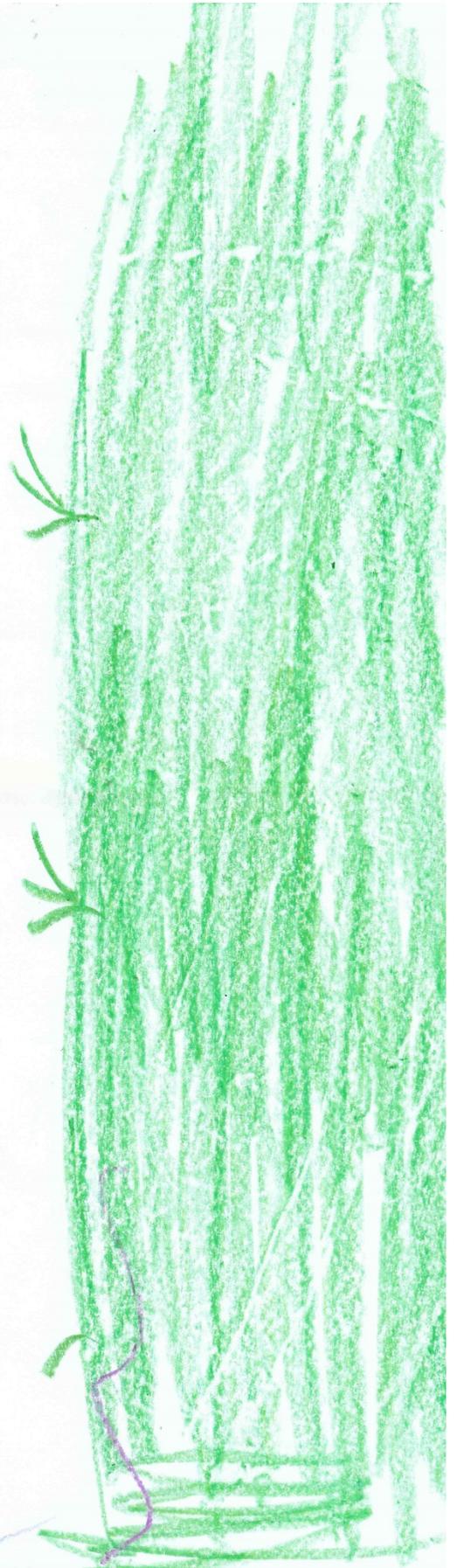


Ayush Dasgupta

Zo'ya Alam



ZOYA ALAM

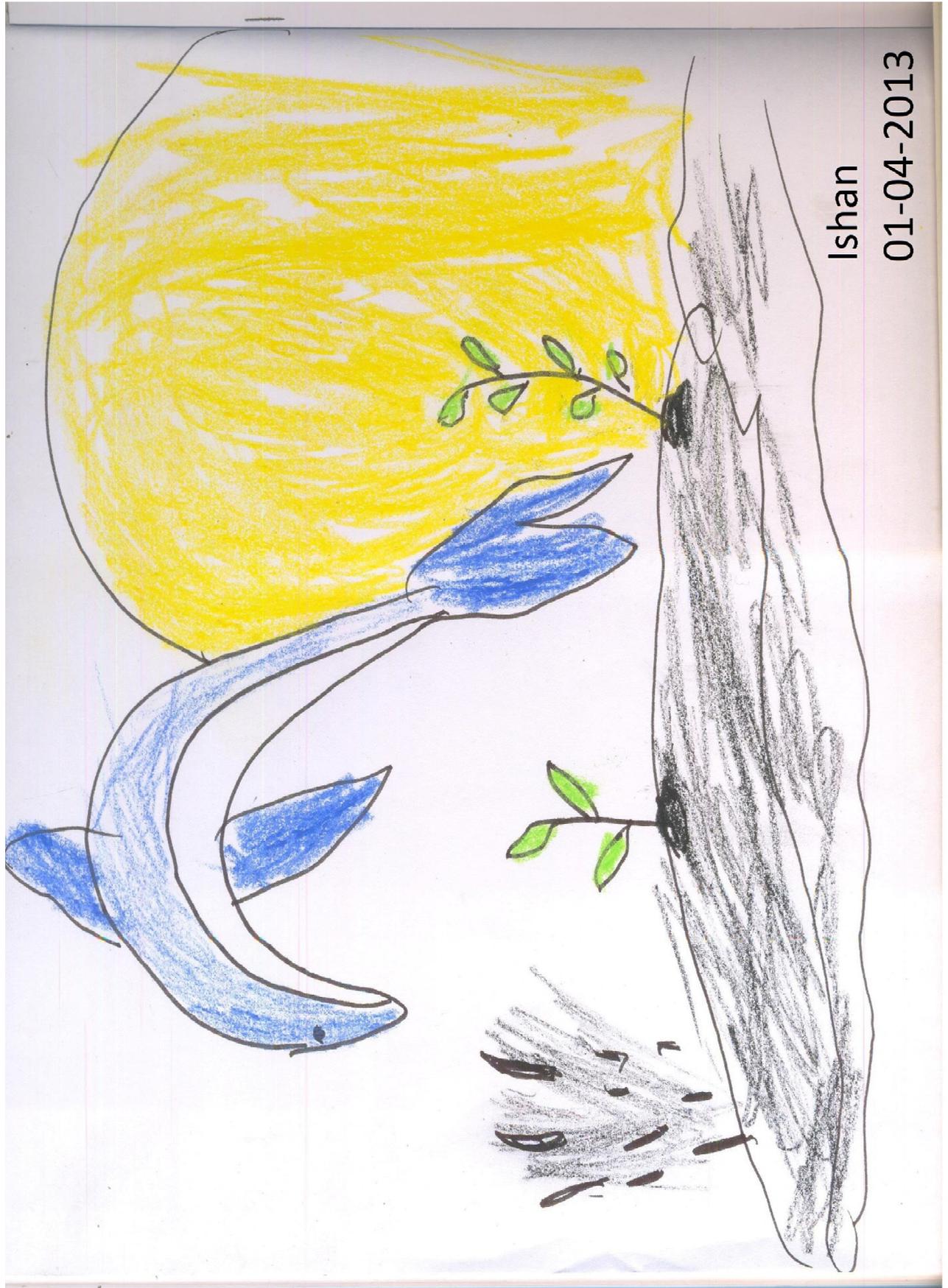




Soham Choudhury, Watertown



Annesha Dasgupta



Ishan

01-04-2013

Ishan Chatterjee, Allahabad, India

My trip to Disney World and cruise to the Bahamas in February 2013

Grace Biswas

6 years



On 15th of February, early in the morning we went to the airport. We took a flight to Washington Dulles Airport and from there we took another flight to Orlando, Florida. My o my, it was summer in Florida, I had to take off my winter clothes and put on my summer shorts.

Next day, my dream came true because in Disney all dreams come true. I saw princesses and got several autographs that day.

The day after we left Orlando and went for a cruise to the Bahamas. We drove from Orlando to Port Canaveral to board the ship. The name of the ship was Carnival Sensation and it was very big. The ship had 14 floors, 4 restaurants, a large swimming pool, jogging track, game arcade, mini golf, ping pong, a water park, and a giant chess board near the pool deck.

There were so many activities in the ship like fun dancing, bingo, bean throwing, dance competition, etc. I went to Camp Carnival where I played with my new friends, watched movies, and did art and crafts. I met a new friend Diya who came from Chicago.

On the second day of the cruise, we went for a shore excursion to the island of Nassau, where we saw the famous Atlantis island. There I saw different types of fishes like the groper fish, starfish, seahorse, sharks, stingray, and many more fishes.

After, one week full of fun, we came back home. I wish I could go back again. Mommy and Daddy have promised to take me for another vacation during the summer after the schools are over.

The End.

Grace Biswas

Winter Wonderland
GRACE 6 years



Grace Biswas



Grace Biswas

BENGALI ASSOCIATION OF GREATER ROCHESTER

Bengali Association of Greater Rochester (BAGR) is a non-profit cultural organization located in Rochester, NY area celebrating Bengali culture and festivals. It is a non-profit, tax exempt organization under Section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code of 1954 (or the corresponding provision of any future United States Internal Revenue Law).

About Us:

BAGR is an Association of its Members and its motto is to celebrate and promote the Bengali and Indian religious and associated culture within its community. Its membership includes over 50 families but it reaches several hundred Indians and non-Indians in the Greater Rochester area. Our motto is to celebrate and promote Bengali and Indian religious and cultural traditions within the community. We are also involved in community services, which include collecting clothes for Mother Teresa's Home, nurturing and promoting local artistic talent of children etc., among other things.

Events:

Starting 2010 BAGR has also played a critical role in organizing Durga Puja and Lakshmi Puja for the Greater Rochester community. BAGR Puja Committee plans to carry on this tradition in subsequent years.

BAGR organizes the following events annually:

- Durga Puja
- Lakshmi Puja
- Bijoya
- Saraswati Puja
- Poila Boisakh (Bengali New Year)
- Summer Picnic

Contact Us:

We are located on the web at <http://www.bagrusa.org>

If you have any specific questions, please email us at webmaster@bagrusa.org



নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল।

শুভ নববর্ষ।

- ইতি

বৃহৎ রচেস্টার বাঙ্গালি সমিতি